পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1666, Saturday, January 31, 2026 FREE www.parichoy.com

বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনে তারেক রহমানই 'স্পষ্টভাবে এগিয়ে' - টাইম ম্যাগাজিনের রিপোর্ট

বিস্তারিত ০৯ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- বিশ্বের শীর্ষ গ্রিন ফ্যাক্টরির স্বীকৃতি পেল বাংলাদেশের হ্যামস গার্মেন্টস : ৫ম পাতায়
- দ্য ডিপ্লোম্যাটের নিবন্ধ : ট্রাম্পের চোখে ধুলা দিয়ে 'বিনা শুল্কে' যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পাঠাচ্ছে চীন : ৫ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রের হামলার আতঙ্ক, দরজা-জানালা সিল করে খাবার-পানি মজুত করছেন ইরানিরা : ৫ম পাতায়
- আদালত ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে - আইসিসি প্রধানের উদ্দেশে মিনেসোটার বিচারক : ৬ষ্ঠ পাতায়
- দীর্ঘদিন ট্রাম্পের টার্গেটে ছিলেন, অবশেষে হামলার শিকার ডেমোক্রেটিক প্রতিনিধি ইলহান ওমর : ৬ষ্ঠ পাতায়
- এপস্টিন নথিতে তথ্য: রুশ তরুণীদের সঙ্গে সম্পর্কের পর যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হন বিল গেটস : ৬ষ্ঠ পাতায়
- এবার রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি ডোনাল্ড ট্রাম্প সিএনএন এর বিশ্লেষণ : ৭ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়া পূরণ না করলে মাদুরোর মতোই পরিণতি হবে দেলসির - রুবিওর হুঁশিয়ার : ৭ম পাতায়
- ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্বের প্রমাণ হলে ভোটের পরেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বললেন ইসি মাছউদ : ৮ম পাতায়

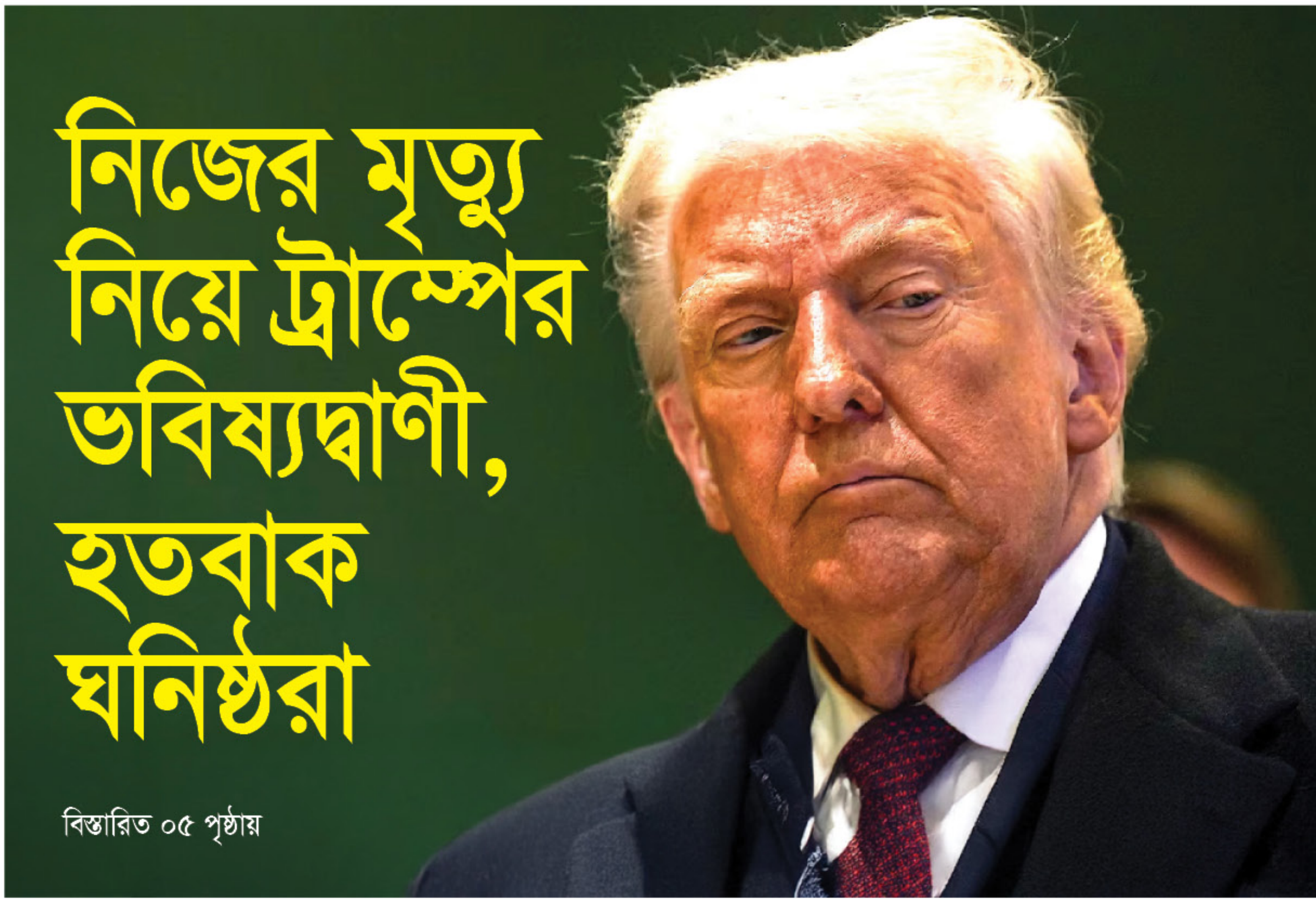

নিজের মৃত্যু নিয়ে ট্রাম্পের ভবিষ্যদ্বাণী, হতবাক ঘনিষ্ঠরা

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

ডিসেম্বরের তুলনায় জানুয়ারিতে বাংলাদেশে গণপিটুনিতে নিহত দ্বিগুণ

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX: 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND: 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934
AASHA LHCSA

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

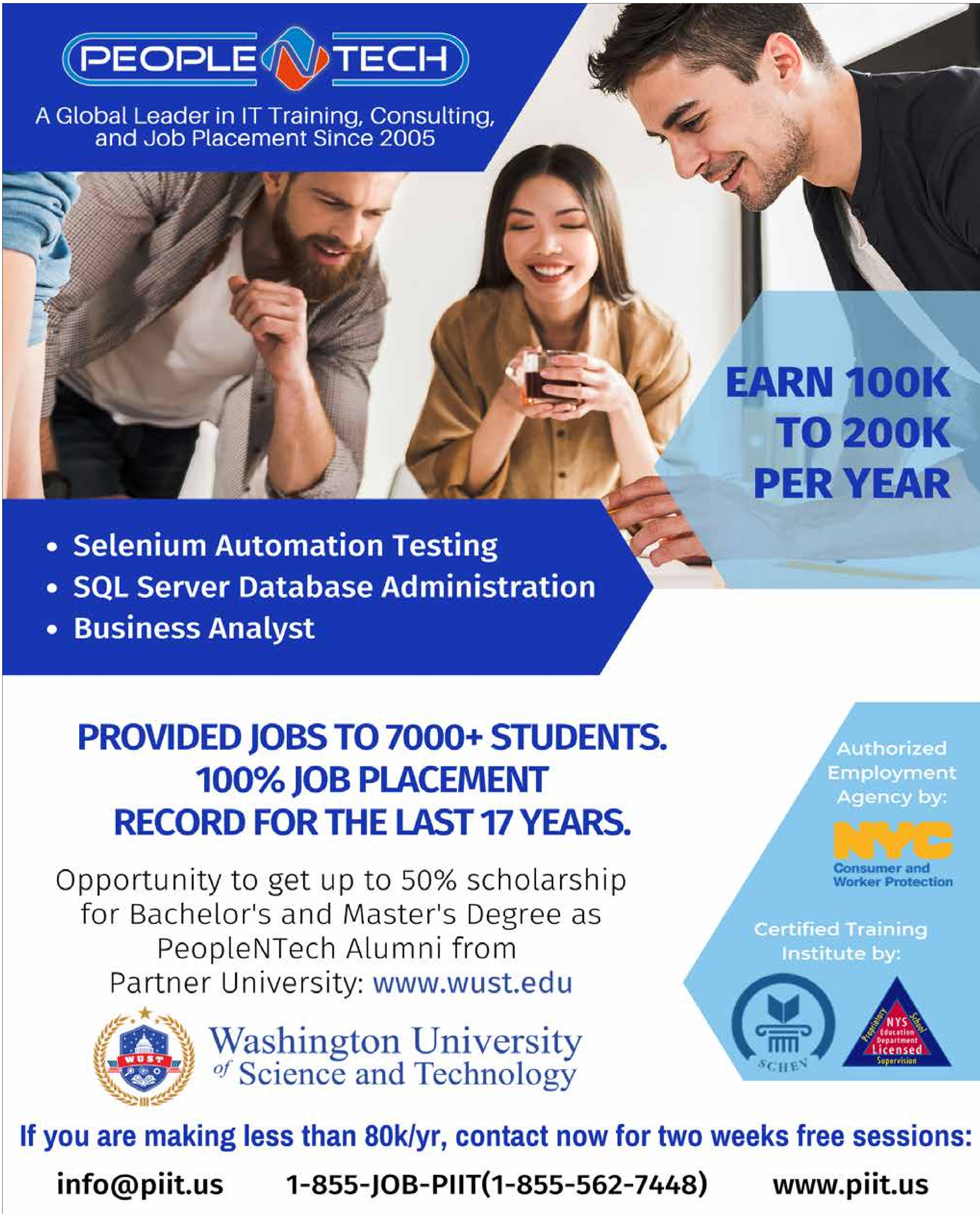
PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি ব্যবহার করতে না হলেই সবচেয়ে ভালো হবে - প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অতটা নির্ভরশীল নয়, যতটা ওয়াশিংটন ভাবে - নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

● বিশ্বকাপ ঘিরে বাংলাদেশকে 'উসকানি দিচ্ছে' পাকিস্তান - ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইয়ের ভাইস-প্রেসিডেন্ট রাজিভ শুকলা

● "আমি যদি আমার পরিকল্পনার অন্তত ৩০ শতাংশ বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে আমি নিশ্চিত বাংলাদেশের জনগণ আমাকে সমর্থন করবে।"- টাইম ম্যাগাজিনকে তারেক রহমান

● আপনাদের জন্য প্রথম শহীদ হতে হলে আমিই হব: ঠাকুরগাঁওয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের উদ্দেশে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

● যে দেশে চাঁদাবাজি চলে সেটি কখনো সভ্য দেশ হতে পারে না: বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান

● সম্মানিত ব্যক্তি সকাল বেলা উঠেই আল্লাহর নাম নিয়ে চাঁদাবাজি শুরু করেন - ঢাকা ৮ আসনে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

● একটি দল 'মামলা বাণিজ্য' করে এখন প্রত্যাহারের প্রলোভন দেখিয়ে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে - নাহিদ ইসলাম

● সরকারি কলেজের শিক্ষকরা ৮ লাখ টাকা করে ঘুষ দিয়ে বদলি হচ্ছেন -পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

নিজের মৃত্যু নিয়ে ট্রাম্পের ভবিষ্যদ্বাণী, হতবাক ঘনিষ্ঠরা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বয়সে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি নিজের মৃত্যু নিয়ে তাঁর একটি মন্তব্য ঘনিষ্ঠ মহল ও মিত্রদের মধ্যে বিস্ময় ও অস্বস্তির জন্ম দিয়েছে। নিউইয়র্ক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি দীর্ঘ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ৭৯ বছর বয়সী ট্রাম্প তাঁর ফ্লোরিডার বাসভবন মার-এ-লাগোতে এক ঘনিষ্ঠ আড্ডায় শান্ত ভঙ্গিতে অনুমান করেনড়আগামী ১০ বছরের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হবে।

প্রতিবেদন অনুযায়ীড়ঘটনাটি ঘটে তখনই, যখন টেলিভিশনের পর্দায় যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের কফিন ক্যাপিটল হিলে প্রদর্শনের দৃশ্য দেখানো হচ্ছিল। সেই সময় ট্রাম্প কক্ষে উপস্থিত অতিথিদের উদ্দেশে বলেন, 'জানো তো, দশ বছরের মধ্যেই সেটা আমি হব।'

ট্রাম্পের এই মন্তব্য শুনে উপস্থিত অনেকেই হতবাক হয়ে যান বলে জানিয়েছেন বিষয়টি সম্পর্কে অবগত এক ব্যক্তি। তাঁর মতে, মন্তব্যটি ২০২৮ সালের নির্বাচনে ট্রাম্পের আবারও প্রার্থী হওয়ার চলমান আলোচনায় এক ধরনের 'মৃত্যুচিন্তার ছায়া' যোগ করেছে। নিউইয়র্ক ম্যাগাজিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে হোয়াইট হাউসের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, ২০২৮ সালের নির্বাচন ঘিরে আলোচনায় মাঝেমধ্যেই বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

বিশ্বের শীর্ষ গ্রিন ফ্যাক্টরির স্বীকৃতি পেল বাংলাদেশের হ্যামস গার্মেন্টস

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের শীর্ষ গ্রিন ফ্যাক্টরির স্বীকৃতি অর্জনের জন্য হ্যামস গার্মেন্টস লিমিটেড্কে শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বিশেষ সংবর্ধনা দিয়েছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)।

বিজিএমইএ এবং হ্যামস গার্মেন্টস লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে উত্তরাস্থ বিজিএমইএ কমপ্লেক্সের অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। বিজিএমইএ-এর সিনিয়র সহ-সভাপতি ইনামুল হক খান বাবলু তার বক্তব্যে বলেন, হ্যামস গার্মেন্টস লিমিটেড ইউএসজিবিসি লিড প্লাটিনাম সার্টিফিকেশনে ১১০ এর মধ্যে ১০৮ স্কোর করে একটি নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছে। এটি কেবল একটি সংখ্যার বিচার নয়, বরং এটি বর্তমানে বিশ্বের বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

ডিসেম্বরের তুলনায় জানুয়ারিতে বাংলাদেশে গণপিটুনিতে নিহত দ্বিগুণ

পরিচয় ডেস্ক: ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে দ্বিগুণ মানুষ গণপিটুনি বা মবসন্ত্রাসের শিকার হয়ে মারা পড়েছেন বলে জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থা মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) এমএসএফের দেওয়া জানুয়ারি মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদন এমন চিত্র উঠে এসেছে।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এবং নিজেদের অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে মানবাধিকার প্রতিবেদন তৈরি করে এমএসএফ।

মব সন্ত্রাসে মানুষ হত্যার ঘটনা এ সরকারের আমলে বেড়েছে উল্লেখ করে এমএসএফের প্রতিবেদনে বলা হয়, চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে মব বা গণপিটুনির ২৯টি ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় নিহত হয়েছেন ২১ জন। গত ডিসেম্বরে এ ধরনের ২৪টি ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন ১০ জন।

এমএসএফ বলেছে, গণপিটুনির ঘটনায় জানুয়ারিতে নিহত ও আহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া আইনের শাসনের প্রতি জনগণের আস্থাহীনতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিচারব্যবস্থার দুর্বলতা প্রকাশ করে।

মানবাধিকার সংগঠনটি মনে করে, আইন অবজ্ঞা করে গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করা অবশ্যই ফৌজদারি বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

দ্য ডিপ্লোম্যাটের নিবন্ধ : ট্রাম্পের চোখে ধুলা দিয়ে 'বিনা শুল্কে' যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য পাঠাচ্ছে চীন

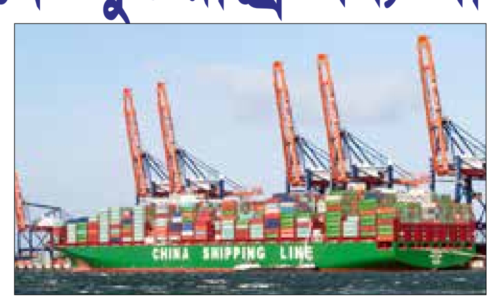

পরিচয় ডেস্ক:গত বছরের এপ্রিলের শেষ দিকে প্রায় ২৫০ জন চীনা উৎপাদক ও ই-কমার্স বিক্রেতার একটি উইচ্যাট গ্রুপে সবার মনোবল ছিল দুর্বল। সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে চীনা পণ্যের ওপর আরোপিত যৌথ শুল্কহার দাঁড়িয়েছিল ১৪৫ শতাংশে। গ্রুপের এক সদস্য লেখেন, এই তো শেষ। যুক্তরাষ্ট্রচীন সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। আরেকজন মন্তব্য করেন, কিসিঞ্জার যদি বেঁচে থাকতেন!

২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর নাগাদ, যুক্তরাষ্ট্রে আমদানির ক্ষেত্রে গত ১০০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ আইনগত শুল্কহারের প্রভাব টের পেতে শুরু করেন গ্রুপের রপ্তানিকারকেরা। ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মোট আমদানিতে চীনের অংশ ছিল ২২ শতাংশ। কিন্তু ২০২৫ সালের জুলাইয়ে তা নেমে আসে মাত্র ৯ শতাংশেড়যা ২৫ বছর আগে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় (ডব্লিউটিও) চীনের যোগদানের সময়ের পর সর্বনিম্ন।

শেনঝেন টপোলজির প্রধান নির্বাহী স্টিভেন লু ওই গ্রুপটি পরিচালনা করেন। প্রতিষ্ঠানটি চীনা ই-কমার্স বিক্রেতাদের বিদেশি বাজারে প্রবেশে সহায়তা করে। ২০২৫ সালের ২ এপ্রিলকে 'লিবারেশন ডে' অভিহিত করে ট্রাম্প চীনের ওপর 'পারস্পরিক বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের হামলার আতঙ্ক, দরজা-জানালা সিল করে খাবার-পানি মজুত করছেন ইরানিরা

পরিচয় ডেস্ক: গত ৩০ জানুয়ারি রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে ইরানিদের মধ্যে এক চাপা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গুজব ছড়িয়ে যায়ড়যেকোনো মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক হামলা চালাবে। আর এই আশঙ্কা এখনো ইরানের জনগণের মধ্যে রয়ে গেছে। যদিও আলোচনার ব্যবস্থা চলছে বলে জানিয়েছে ইরানি কর্তৃপক্ষ। তারপরও ইরানিরা নিজেদের জানালাগুলো শক্তভাবে বন্ধ করে দিচ্ছেন, প্রয়োজনীয় খাবার ও পানি মজুত করে রাখছেন।

মিলাদ ছদ্মনামে তেহরানের বাসিন্দা ৪৩ বছর বয়সী প্রকৌশলী বলেন, 'আমি শুধু অপেক্ষা করছিলাম, কখন আঘাতটা আসবে। সকাল পর্যন্ত ঘুমাতে পারিনি। বারবার জেগে উঠছিলাম, বিস্ফোরণের কোনো শব্দ শুনি বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

আদালত ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে আইসিই প্রধানের উদ্দেশে মিনেসোটার বিচারক

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট সংস্থার (আইসিই, যা আইস নামে পরিচিত) ভারপ্রাপ্ত প্রধান টড লায়ন্সকে আদালতে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার যে অভিযোগ উঠেছে, সেই অভিযোগে তাঁকে কেন দণ্ডিত করা হবে না, আদালত তা জানতে চেয়েছেন।

টড লায়ন্সকে শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সশরীর আদালতে উপস্থিত হয়ে এর ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাতে দাখিল করা একটি নথিতে মিনেসোটার ফেডারেল আদালতের প্রধান বিচারক প্যাট্রিক শিল্টজ এ নির্দেশ দিয়েছেন। সাম্প্রতিক সময়ে আইসিই আদালতের নির্দেশ অনুসরণ করছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, আইসিই একজন বন্দীর বন্ড শুনানির (জামিন আবেদন শুনানি) নির্ধারিত সময়সীমা মেনে চলেনি।

লিখিত ওই আদেশে প্যাট্রিক শিল্টজ বলেন, ‘এই আদালত বিবাদীর প্রতি অত্যন্ত ধৈর্যশীল আচরণ করেছেন, যদিও তারা ঠিক করেছে, হাজার হাজার এজেন্ট মিনেসোটায় পাঠিয়ে তারা বিদেশি নাগরিকদের আটক করবে। কিন্তু শত শত হেবিয়াস পিটিশন এবং অন্যান্য মামলার জবাব দিতে কোনো ব্যবস্থাই নেবে না। অথচ, নিশ্চিতভাবে এগুলোর শুনানি হবে। আদালত ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে।’

এ বিষয়ে জানতে গত মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সাড়া মেলেনি। আইসিই হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের অধীন কাজ করে। শিল্টজ বলেছেন, যদি ওই বন্দী মুক্তি পান, তবে তিনি শুক্রবারের শুনানি বাতিল করবেন।

এমন এক সময়ে শিল্টজ এমন নির্দেশ দিলেন, যখন আইসিইর বিরুদ্ধে মিনেসোটায় বিক্ষোভ হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন নীতির বাস্তবায়নে কাজ করছে আইসিই।

এই মাসে মিনিয়াপোলিসে পৃথক দুটি ঘটনায় আইসিই এজেন্টদের গুলিতে দুই মার্কিন নাগরিক নিহত হয়েছেন। নিহত দুই মার্কিন হলেন রেনি গুড এবং অ্যালেক্স প্রেটি।

দীর্ঘদিন ট্রাম্পের টার্গেটে ছিলেন, অবশেষে হামলার শিকার ডেমোক্রেটিক প্রতিনিধি ইলহান ওমর

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপোলিসে একটি টাউন হল ইভেন্টে ডেমোক্র্যাটিক প্রতিনিধি ইলহান ওমরের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। নিউ ইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই ঘটনা আবারও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দীর্ঘ সময় ধরে করা সমালোচনা এবং বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্যকে সামনে নিয়ে এসেছে। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার রাতে (২৭ জানুয়ারি) আইওয়াতে এক সমাবেশের পর। ওই সমাবেশে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অভিবাসন নিয়ে কথা বলার সময় ওমরের নাম উল্লেখ করেন। তিনি উপস্থিত বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

এপস্টিন নথিতে তথ্য: রুশ তরুণীদের সঙ্গে সম্পর্কের পর যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হন বিল গেটস

পরিচয় ডেস্ক: জেফরি এপস্টিনের কারাগারের নথিপত্র থেকে বিল গেটসের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মারাত্মক সব অভিযোগ সামনে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ থেকে প্রকাশিত এই নথিতে দাবি করা হয়েছে, রুশ তরুণীদের সাথে শারীরিক সম্পর্কের পর মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস যৌনবাহিত রোগে (এসটিডি) আক্রান্ত হয়েছিলেন।

২০১৯ সালে কারাবন্দী অবস্থায় মারা যাওয়া এপস্টিন আরও দাবি করেছিলেন যে, বিল গেটস তার তৎকালীন স্ত্রী মেলিন্ডা গেটসকে গোপনে খাওয়ানোর জন্য তার কাছে অ্যান্টিবায়োটিক চেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, বিল গেটস ও মেলিন্ডা গেটসের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

অন্য একটি ইমেইলে এপস্টিন সাবেক ব্রিটিশ মন্ত্রী পিটার ম্যান্ডেলসনকে লিখেছিলেন, সিয়াটলে বিল গেটসের সাথে তার সময়টি আনন্দদায়ক ছিল। ট্রাম্প প্রশাসনের আমলে প্রকাশিত প্রায় ৩০ লাখ পৃষ্ঠার নথিতে এপস্টিনের সাথে বিল গেটসের কিছু নতুন ছবিও পাওয়া গেছে। যদিও এসব গুরুতর অভিযোগের বিষয়ে বিল গেটস এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেননি।

এই নথিতে আরও দেখা যায়, এপস্টিন ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য অ্যান্ড্রু মাউন্টব্যাটেন-উইন্ডসরকে (প্রিন্স অ্যান্ড্রু) ২৬ বছর বয়সী এক রুশ তরুণীর সঙ্গে নৈশভোজের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এছাড়া লর্ড ম্যান্ডেলসনের বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের নতুন চেয়ারম্যান কেভিন ওয়ার্শ

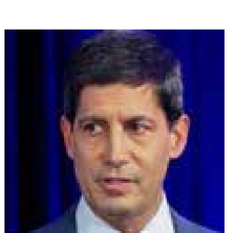

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৩০ জানুয়ারী শুক্রবার ঘোষণা করেছেন যে তিনি কেভিন ওয়ার্শকে ফেডারেল রিজার্ভের পরবর্তী চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করবেন।

“আমি কেভিনকে দীর্ঘকাল ধরে চিনি, এবং আমার কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি অন্যতম সেরা ফেড চেয়ারম্যান হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, সম্ভবত সেরা,” ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন। “অন্য সবকিছুর উপরে, তিনি এই পদের জন্য একেবারে উপযুক্ত, এবং বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

‘খাবারের গন্ধ নিয়ে হেনস্তার’ অভিযোগ; যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ পেলেন ভারতীয় দম্পতি

পরিচয় ডেস্ক: মাইক্রোওয়েভে দুপুরের খাবার গরম করা নিয়ে শুরু হয়েছিল সামান্য এক বিবাদ। কিন্তু সেই বিবাদের শেষ হলো বড় অংকের এক সমঝোতার মাধ্যমে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে খাবারের গন্ধ নিয়ে হেনস্তার শিকার হয়ে ২ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন দুই ভারতীয় শিক্ষার্থী। আদিত্য প্রকাশ ও তার বাগদত্তা উর্মি ভট্টাচার্য ইউনিভার্সিটি অব কলোরাডো বোল্ডারের বিরুদ্ধে নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের মামলা করেছিলেন। তাদের অভিযোগ ছিল, মাইক্রোওয়েভ কাণ্ডের পর তাদের ওপর দফায় দফায় ওঅবজ্ঞা ও প্রতিহিংসামূলক্ক আচরণ করা হয়েছে।

ঘটনার শুরু ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের পিএইচডি বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

এবার রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি ডোনাল্ড ট্রাম্প - সিএনএন এর বিশ্লেষণ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিরঙ্কুশ ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। গত সোমবার মিনেসোটায় ফেডারেল এজেন্টদের হাতে এক মার্কিন নাগরিক হত্যার পর দেশজুড়ে তৈরি হয়েছে জনরোষ। এতে হোয়াইট হাউসকে তাদের সুর নরম করতে বাধ্য হতে হয়েছে। এতে নিজেদের অভ্যন্তরীণ নীতিতে সংশোধন আনার কথা আলোচনায় উঠেছে। এ পরিবর্তন এমন এক সময়ে ঘটছে, যখন ইউরোপের কাছ থেকে গ্রিনল্যান্ডকে ছিনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে নিজের অদম্য কর্তৃত্ব প্রদর্শনের এক দুঃসাহসী চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এর এক সপ্তাহও পার হয়নি।

পাশাপাশি গত সোমবার ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজও সুর কড়া করেছেন। তিনি বলেছেন, ওভাল অফিস থেকে তাঁর দেশ চালানোর যে সাম্রাজ্যবাদী চেষ্টা ট্রাম্প করছেন, তাতে তিনি বিরক্ত। আরেকজন বিশ্বনেতাও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার

ট্রাম্পের মন্তব্যের বিরোধিতা করেছেন। আফগান যুদ্ধে ন্যাটো সেনারা সামনে ছিল না বলে ট্রাম্পের করা দাবিকে অত্যন্ত হতাশাজনক বলে অভিহিত করেছেন স্টারমার। এর পরদিনই ট্রাম্প সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ৪৫৭ জন নিহত ব্রিটিশ সেনার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি পোস্ট দেনড়্যা তাঁর ভুল স্বীকারের এক বিরল দৃষ্টান্ত। ২০২৬ সালের প্রথম মাসটি ট্রাম্পের ইচ্ছা চাপিয়ে দেওয়ার এক বিশৃঙ্খল হিড়িকের মধ্য দিয়ে কাটছে। মিনিয়াপোলিসে ফেডারেল এজেন্ট মোতায়েন থেকে শুরু করে বিদেশে মার্কিন সামরিক শক্তির আস্ফালনড়সবই ছিল তাঁর ক্ষমতার প্রকাশ। তাঁর এই ক্ষমতার খেলাগুলো একটি সতর্কবার্তা দিচ্ছে যে তিনি একজন লাগামহীন স্বৈরাচারী হয়ে উঠছেন এবং মার্কিন গণতন্ত্রকে ক্ষয় করছেন। গত সপ্তাহে সুইজারল্যান্ডের দাভোসে ট্রাম্প বলেছিলেন, 'মাঝেমধ্যে আপনার একজন স্বৈরশাসক প্রয়োজন।' ক্ষমতার প্রথম বছরে তাঁর রসিকতাগুলো এখন আর হাস্যকর মনে হচ্ছে না।

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর অ্যামি ক্লোবুচার মিনেসোটার গভর্নর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন

পরিচয় ডেস্ক: ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর অ্যামি ক্লোবুচার গত ২৯ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ঘোষণা করেছেন যে তিনি মিনেসোটার গভর্নর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। রাজ্যের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং তীব্র উত্তেজনার এই মুহূর্তে তিনি একটি হাই-প্রোফাইল নির্বাচনী প্রচারণার সূচনা করলেন। তার এই সিদ্ধান্তটি এসেছে গভর্নর টিম ওয়ালজের এই মাসের শুরুতে তৃতীয় মেয়াদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়* না করার অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তের পর, যা একটি উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার পথ খুলে দিয়েছে।

ক্লোবুচার সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন: "মিনেসোটাবাসী, আমরা অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে গেছি। এবং আমি বিশ্বাস

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়া পূরণ না করলে মাদুরোর মতোই পরিণতি হবে দেলসির - রুবিওর হুঁশিয়ার

পরিচয় ডেস্ক: লাতিন আমেরিকার জ্বালানি তেলসমৃদ্ধ দেশ ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট দেলসি রদ্রিগেজকে ওয়াশিংটনের চাওয়া পূরণ করতে বলবেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। হুঁশিয়ারি দিয়ে রুবিও বলবেন, চাওয়া পূরণ না হলে তাঁকেও ভেনেজুয়েলা থেকে তুলে আনা প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর পরিণতি ভোগ করতে হবে।

গত বুধবার (২৮ জানুয়ারী) মার্কিন সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক-বিষয়ক কমিটির সামনে কথা বলবেন মার্কো রুবিও। তাঁর বক্তব্যের একটি খসড়া এএফপির হাতে এসেছে। সেখানেই দেলসি রদ্রিগেজের প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এমন হুঁশিয়ারির কথা উল্লেখ রয়েছে। 'দেলসি রদ্রিগেজ, যিনি আগে (ভেনেজুয়েলার) ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টড় মাদুরোর পরিণতি সম্পর্কে ভালোভাবেই জানেন'ড় কমিটিকে এমনটাই বলতে যাচ্ছেন মার্কো রুবিও।

রুবিওর ভাষ্য, 'আমাদের বিশ্বাস, তাঁর ব্যক্তিগত স্বার্থ আমাদের প্রধান লক্ষ্যগুলো এগিয়ে নেওয়ার সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।'

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথার জের টেনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিও যোগ করেন, 'ভুল করবেন নাড়প্রেসিডেন্ট (ট্রাম্প) যেমনটি বলেছেন, অন্য সব কৌশল ব্যর্থ হলে সর্বোচ্চ সহযোগিতা নিশ্চিত করতে আমরা প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগেও প্রস্তুত আছি।' রুবিও নিজেও সাবেক সিনেটর। ডেমোক্র্যাটদের পক্ষ থেকে কয়েক সপ্তাহ ধরে অভিযোগ তোলার

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

মেলানিয়া ট্রাম্পের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রে সঙ্গীতজ্ঞ এআর রহমান

পরিচয় ডেস্ক: সংগীতাঙ্গনের সুরস্রষ্টা অস্কারজয়ী সুরকার এআর রহমান হিন্দি সিনেমা জগতে ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য করে সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন।

বলিউডে তাকে 'কোণঠাসা' করা হচ্ছেড়এমন দাবি ঘিরে তারকাদের মতভেদ থাকলেও এ সুরকারের মন্তব্য নিয়ে এখনো চর্চা চলমান। ঠিক এমন সময়েই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্ত্রী ও ফার্স্টলেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ পেলেন এ অস্কারজয়ী।

২৯ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার রাতে ওয়াশিংটন ডিসির ঐতিহ্যবাহী কেনেডি সেন্টারে এক জমকালো আয়োজন করা

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

মিনেসোটায় সীমান্ত প্রয়োগ অভিযান অব্যাহত জননিরাপত্তা ও জাতীয় নিরাপত্তা হুমকিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে বললেন হোম্যান

পরিচয় ডেস্ক: হোয়াইট হাউসের মতে, সীমান্ত বিষয়ক প্রধান টম হোম্যান বলেছেন যে মিনেসোটায় ফেডারেল অভিবাসন প্রয়োগ অভিযান সহিংস অপরাধীদের অপসারণের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে, এবং একই সাথে রাজ্য ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় উন্নত করার প্রচেষ্টা চলছে।

মিনিয়াপলিসে একটি সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতাকালে হোম্যান বলেন, মিনেসোটার গভর্নর, অ্যাটর্নি জেনারেল, মেয়র এবং স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী নেতাদের সাথে সাম্প্রতিক বৈঠকগুলোতে এই

বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে যে মার্কিন অভিবাসন ও শুল্ক প্রয়োগ সংস্থার কংগ্রেস কর্তৃক পাস করা ফেডারেল আইন প্রয়োগ করার একটি আইনগত দায়িত্ব রয়েছে। হোম্যান জোর দিয়ে বলেন যে বর্তমান অভিযানগুলোতে সেইসব ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে যারা জননিরাপত্তা বা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি, যার মধ্যে গুরুতর অপরাধমূলক ইতিহাস রয়েছে এমন ব্যক্তিরাও অন্তর্ভুক্ত। যদিও প্রয়োগ অভিযান চলমান রয়েছে, তিনি উল্লেখ করেন যে দেশে অবৈধভাবে

বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়

ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্বের প্রমাণ হলে ভোটের পরেও ব্যবস্থা নেওয়া হবে বললেন ইসি মাছউদ

পরিচয় ডেস্ক: ঋণখেলাপি, দ্বৈত নাগরিকত্ব কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে তথ্য গোপন করে কেউ সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেও ভোটের পরেও ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আব্দুর রহমানেল মাছউদ। গতসোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুরে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

নির্বাচন কমিশনার জানান, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশে (আরপিও) নতুন বিধান যুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেউ নির্বাচিত হলে কমিশন ব্যবস্থা নিতে পারবে।

ইসি মাছউদ বলেন, “নির্বাচনের সময় ঋণ খেলাপির অভিযুক্তরা ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে রিশিডিউল করা হয়। রিশিডিউল অনুযায়ী উনি বৈধতা পান, কিন্তু রিশিডিউলের পরে আর কোনো টাকা দেন না। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ কনস্টিটিউশনের ৬৬ (৪) ধারায় বলা হয়েছে- নির্বাচনের পরে যদি এমন অযোগ্যতা দেখা যায়, তাহলে তার কেসটাকে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরণ

করা হবে, কমিশন সেই মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু অনেক সময় পার্লামেন্টে প্রেরণ করা হয় না। অথচ ঋণখেলাপি থেকেই গেল। এই ব্যবস্থাটি জাতির জন্য শুভ জিনিস না”

“এজন্য আরপিওতে নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে যে, ঋণখেলাপি বা অন্য কোনো অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি নির্বাচনে পাশ করে যায়, তাহলে নির্বাচনের পরে নির্বাচন কমিশন স্বউদ্যোগে অথবা কোনো সংবাদের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবেন” যোগ করেন তিনি।

দ্বৈত নাগরিকত্বের তথ্য গোপনকারীদের বিষয়েও কঠোর অবস্থানের কথা জানান এই নির্বাচন কমিশনার। তিনি বলেন, “দ্বৈত নাগরিকত্ব সংক্রান্ত ভুল তথ্য দেওয়া হলেও তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নিবে। তাদের সংসদ সদস্য বাতিল হয়ে যাবে”

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের ফলাফল একইসঙ্গে গণনা ও প্রকাশ করা হবে। এতে ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব বা বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

নারীরা কখনোই জামায়াতের প্রধান হতে পারবেন না: আল জাজিরাকে শফিকুর রহমান

পরিচয় ডেস্ক: নারী ও পুরুষের মধ্যে আল্লাহ প্রদত্ত পার্থক্যের কথা উল্লেখ করে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, কোনো নারী দলটির প্রধান হতে পারবেন না। সম্প্রতি আল জাজিরাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এ মন্তব্য করেন তিনি।

সাক্ষাৎকারে শফিকুর রহমানকে প্রশ্ন করা হয়, “কোনো নারী কি জামায়াতের প্রধান হতে পারেন” জবাবে শফিকুর রহমান বলেন, “এটা সম্ভব নয়। এটা সম্ভব নয় কারণ আল্লাহ প্রত্যেককে নিজস্ব সত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। কারণ আপনারা (পুরুষরা) কখনই সন্তান ধারণ করতে পারবেন না”

তিনি আরও বলেন, “আমরা কখনও শিশুকে বুকের দুধ পান করাতে পারব না। এটি আল্লাহ প্রদত্ত। আর *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচিত হলে জামায়াত কোনো প্রতিশোধ নেবে না কুষ্টিয়ায় আমির শফিকুর রহমান

পরিচয় ডেস্ক: ঋণখেলাপি, দ্বৈত নাগরিকত্ব কিংবা অন্য কোনো বিষয়ে তথ্য গোপন করে কেউ সংসদ সদস্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, নির্বাচিত হলে তারা কারোর ওপর প্রতিশোধ নেবেন না। দেশ সব নাগরিকের, কোনো একক গোষ্ঠীর নয়। গত সোমবার ২৬ জানুয়ারী কুষ্টিয়া আবরার ফাহাদ স্টেডিয়ামে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনি জনসভায় তিনি এ কথা বলেন। জামায়াত আমির বলেন, “৫ আগস্টের পর আমরা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছি যে, আমরা কারোর *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বাংলাদেশে জামায়াত জিততে পারবে না বললেন সাবেক ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রিংলা

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও বর্তমান রাজ্যসভার সদস্য হর্ষবর্ধন শ্রিংলা মন্তব্য করেছেন,

বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনে অনিয়ম না হলে জামায়াতে ইসলামী কখনোই ক্ষমতায় আসতে পারবে না। তার দাবি, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে দলটি অতীতে যেমন জিততে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না। *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

সংলাপ: লালফিতা ও টাকা পাচারের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি চান ব্যবসায়ীরা, আশ্বাস জামায়াতের

পরিচয় ডেস্ক: নির্বাচনে জয়ী হয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করতে পারলে লালফিতার দৌরাত্ম্য ও টাকা পাচারের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে এমন প্রতিশ্রুতি চান দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী ও শিল্পোদ্যোক্তারা। জবাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেন, জনগণ ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করলে এই সম্মানের মর্যাদা রাখা হবে। ঘুষ, চাঁদাবাজি, লালফিতার দৌরাত্ম্য বন্ধ করা হবে এবং একটি ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা হবে।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে “সমৃদ্ধির সংলাপ: বাংলাদেশের শিল্প ও *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্র বিস্ফোরণ: বাংলাদেশকে ৪২ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেবে নাইকো

২০০৫ সালে টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় কানাডীয় জ্বালানি কোম্পানি নাইকো রিসোর্সেসকে ৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক আদালত।

ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর সেটেলমেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট ডিসপিউটস” (ইকসিড)-এর এই রায় কয়েক দিন আগে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে সরকারের কাছে পৌঁছেছে বলে দ্য বিজনেস *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

তারেক রহমান ‘দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার এবং সহিংস রাজনীতির প্রতীক’ হিসেবে চিহ্নিত!

বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনে তারেক রহমানই ‘স্পষ্টভাবে এগিয়ে’ - টাইম ম্যাগাজিনের রিপোর্ট

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংবাদমাধ্যম টাইম ম্যাগাজিন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের ‘ক্লিয়ার ফ্রন্ট রানার’ বা এগিয়ে থাকা প্রার্থী হিসেবে উল্লেখ করেছে।

এতে বলা হয়েছে, তারেক রহমান নিজেকে এমন এক নেতা হিসেবে উপস্থাপন করছেন, যিনি একদিকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণির ধারার সঙ্গে যুক্ত, অন্যদিকে তরুণ বিপ্লবীদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেও সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে সক্ষম। টাইম উল্লেখ করেছে, বিষয়টি এক ধরনের বিদ্রূপও বটে। কারণ, বাংলাদেশের কার্যত বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে তারেক রহমানের ভাষণ টানা এক দশক ধরে তৎকালীন স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে দেশের গণমাধ্যমে নিষিদ্ধ ছিল।

দীর্ঘ ১৭ বছর নির্বাসনে থাকার পর গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফেরেন তারেক রহমান। দেশে ফেরার পর এটাই ছিল বিএনপি চেয়ারম্যানের প্রথম সাক্ষাৎকার।

সাক্ষাৎকারে তারেক রহমান বলেন, “আসলে আমি কথা বলতে খুব একটা পারি না, তবে যদি আমাকে কোনো কাজ করতে বলা হয়, আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করি।”

টাইম লিখেছে, তার সমর্থকদের কাছে তারেক রহমান একজন “নির্যাতিত ত্রাণকর্তা”, যিনি সংকটে জর্জরিত দেশকে রক্ষা করতে ফিরে এসেছেন। একই সঙ্গে তিনি নিজে বিশ্বাস করেন, দেশের সংকট মোকাবিলায় তিনিই সঠিক ব্যক্তি। তিনি বলেন, “আমি এখানে এসেছি শুধু আমার বাবা-মায়ের সন্তান হওয়ার কারণে নয়; বরং আমার দলের সমর্থকরাই আজ আমাকে এখানে এনেছেন।” প্রতিবেদনে বলা হয়, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলো তারেক রহমানের জন্য ছিল ঘটনাবহুল। তিনি গত বছরের ২৫ ডিসেম্বর দেশে ফেরেন। এ সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সারা রাত অপেক্ষা করা লক্ষাধিক সমর্থক তাকে অভ্যর্থনা জানান।

আরও উল্লেখ করা হয়, দেশে ফেরার মাত্র পাঁচ দিন পরই তার মা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া মারা যান। তার মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকায় আরও বিপুলসংখ্যক মানুষের সমাগম ঘটে। মায়ের মৃত্যুর প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান তারেক রহমানের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমান আসন্ন ১২ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রংপুরের কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে আয়োজিত বিএনপির বিভাগীয় নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

তারেক রহমান বলেন, “১২ তারিখে ধানের শীষে যেমন সিল দিবেন, একইভাবে আপনাদের যে দ্বিতীয় ব্যালট পেপারটি দেওয়া হবে, সেখানে ‘হ্যাঁ’ এবং ‘না’র মধ্যে দয়া করে আপনারা ‘হ্যাঁ’র পক্ষে রায় দিবেন।”

সংস্কার প্রসঙ্গে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

নির্বাচনে নিষেধাজ্ঞা, হাসিনার নির্বাসন: আওয়ামী লীগ কি টিকে থাকতে পারবে? - আল জাজিরার প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের প্রমত্ত পদ্মা নদীতে রাতভর মাছ ধরেছেন মাঝি রিপন মৃধা। ভোরে পা ধুতে ধুতে কাছাকাছি জায়গার একটি বাজারের দোকানের দেয়াল ও শাটারে চোখ বুলিয়ে নেন তিনি।

বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চলের রাজবাড়ী জেলার এই এলাকায় কিছুদিন আগেও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দল আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতাদের চেহারাসংবলিত বড় বড় পোস্টার ও ব্যানার টাঙানো ছিল।

সেই সব চিহ্ন এখন আর নেই। ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগের প্রায় কোনো চিহ্নই আর সেখানে চোখে পড়ে না। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে হাসিনার সেই কঠোর শাসনের অবসান হয়। উৎখাত হওয়ার পর তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ মিত্র প্রতিবেশী দেশ ভারতে নির্বাসনে যেতে বাধ্য হন।

অভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগের সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ওই বিক্ষোভের সময় এক হাজার চার শর বেশি মানুষ হত্যার ঘটনায় তাঁর ভূমিকার জন্য একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে বিচার করে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হলো রাজনৈতিক বিরোধীদের বিচার করার জন্য ২০১০ সালে শেখ হাসিনা নিজে ওই ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিলেন।

হাসিনাকে উৎখাতের পর আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আজীবন আওয়ামী লীগের ভোটার রিপন *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

বিগত নির্বাচনে শুধু কেঁদেছি, এবার সুযোগ কাজে লাগাতে চাই - ঠাকুরগাঁওয়ে বিএনপির মির্জা ফখরুল

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, “২০০১ সালের নির্বাচনে আপনারা মা-বোনেরা ডিম, মুরগি ও সবজি বিক্রি করে জমানো টাকা দিয়ে মালা বানিয়ে আমাকে দিয়েছিলেন। সেই ভালোবাসার ঋণ আমি ভুলিনি। আপনাদের জন্য কাজ করার চেষ্টা করেছি। বিগত নির্বাচনগুলোতে আমি কথা বলতে পারতাম না, শুধু কেঁদেছি। এবার একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে—এই সুযোগ আমাদের কাজে লাগাতে হবে।”

বৃহস্পতিবার (২৯ *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

সরকারি কলেজের শিক্ষকরা ৮ লাখ টাকা করে ঘুষ দিয়ে বদলি হচ্ছেন
বললেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

পরিচয় ডেস্ক: সরকারি কলেজের শিক্ষকরা বদলি হতে ৮ লাখ টাকা করে ঘুষ দিচ্ছেন বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।

তিনি বলেন, “সরকারি কলেজের শিক্ষকরা ৮ লাখ টাকা করে ঘুষ দিয়ে বদলি হচ্ছেন। আমি যখন এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলাম, তখন আমার রুমের সামনে শত শত লোক এসে ভিড় করত।”

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) আয়োজিত ‘ম্যাক্রোইকোনমিক স্ট্যাবালিটি অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস ফর নিউ গভর্নমেন্ট’- শীর্ষক সেমিনার ও স্টুডেন্ট স্কলারশিপ প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, বর্তমান সরকারের আমলে বড় বড় দুর্নীতি কমেছে। কিন্তু অন্য দুর্নীতি আছে। মামলা বাণিজ্য আছে, বদলি বাণিজ্য আছে। গোয়েন্দা সংস্থাকে বলেছি, কিন্তু তারা এসব বের করতে পারেনি।

তিনি বলেন, “শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শত শত তদবির হয়। আগে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিলেই কাজ হতো, মন্ত্রণালয়ে *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন ডলার: ‘আহত পরাশক্তি’ নাকি এখনো বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রা?

পরিচয় ডেস্ক: নভেম্বরের এক সকাল। দুই দিন পর জোহানেসবার্গে বসবে বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির দেশগুলোর জোট জি-২০ এর সম্মেলন। তার ঠিক ২০ মিনিট দূরে প্রিটোরিয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা ও চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধানরা এক বৈঠকে বসলেন। উদ্দেশ্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ডলারের আধিপত্য কমানোর পথে এক ধাপ এগোনো।

দক্ষিণ আফ্রিকার রিজার্ভ ব্যাংকের ওই অনুষ্ঠানে দেশটির বৃহত্তম ব্যাংক স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক চীনের ক্রস-বর্ডার ইন্টারব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেম (সিআইপিএস)-এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হলো। আফ্রিকার প্রথম ব্যাংক হিসেবে এই কৃতিত্ব তাদের। এর অর্থ হলো, এখন থেকে আফ্রিকার ব্যবসায়ীরা কোনো মধ্যস্থতাকারী মুদ্রা (বিশেষ করে মার্কিন ডলার) ছাড়াই সরাসরি ইউয়ানে চীনের সঙ্গে লেনদেন করতে পারবেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে মার্কিন ডলার বিশ্বের প্রধান রিজার্ভ কারেন্সি। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ৮০ শতাংশেরও বেশি ডলারে হয়।

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডলারের বিকল্প খোঁজার আওয়াজ জোরালো হয়েছে, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলোতে।

এর নেতৃত্বে আছে ব্রিকস জোট। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সম্প্রতি যোগ দিয়েছে মিসর, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত।

ব্রাজিলও সিআইপিএসে যুক্ত হয়েছে। চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে (যেমন সয়াবিন বিক্রি) তারা ডলারের বদলে রিয়াল এবং ইউয়ান ব্যবহার বাড়াচ্ছে। ভারত ও আমিরাত রুপি ও দিরহামে বাণিজ্য করেছে। চীন ও আমিরাত এলএনজি বাণিজ্যে ইউয়ান ব্যবহার করেছে। আর্জেন্টিনা, ইরাক ও সৌদি আরবের সঙ্গেও চীন ইউয়ানে লেনদেন করেছে। পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়াতে চীন ও রাশিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে নিজস্ব মুদ্রার ব্যবহার বাড়িয়েছে। ভারত ও রাশিয়াও রুপি-রুবলে বাণিজ্য করছে।

ব্রিকস তাদের নিজস্ব ডিজিটাল মুদ্রা ব্রিজ নিয়ে কাজ করছে। এটি সফল হলে ডলার এবং সুইফট সিস্টেম ছাড়াই বাণিজ্য করা সম্ভব হবে। সুইফট মূলত মার্কিন ও ইউরোপীয় প্রভাবে চলে। এই বছরের ভারতে অনুষ্ঠেয় ব্রিকস সম্মেলনে ব্রিজ সিস্টেমের একটি মডেল উপস্থাপন করা হতে পারে।

ডলারের লুকানো খরচ

বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশে হালাল পণ্য বাজার পাচ্ছেনা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বাজারে ২০১৭ সালে সানসিল্ক হিজাব রিফ্রেশ নামে নতুন একটি শ্যাম্পু আনে বহুজাতিক কোম্পানি ইউনিলিভার বাংলাদেশ। নতুন এ পণ্যের লক্ষ্য ছিল ক্রমবর্ধমান হিজাব ব্যবহারকারী নারী ভোক্তারা। দীর্ঘ সময় আবৃত মাথার চুলের বিশেষ যত্নের কথা মাথায় রেখে

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি ৩৪ বছরের সর্বোচ্চে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ৩৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বাণিজ্য ঘাটতি নথিভুক্ত হয়েছে গত নভেম্বরে। মূলধনী পণ্যের আমদানি বৃদ্ধির কারণে ঘাটতি বেড়ে ৫৬ দশমিক আট বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এই রেকর্ড ঘাটতি চতুর্থ প্রান্তিকের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাসকে প্রভাবিত করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ব্যুরো অব ইকোনমিক অ্যানালাইসিস এবং সেন্সাস ব্যুরো বৃহস্পতিবার এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, বাণিজ্য ঘাটতি ৯৪ দশমিক ছয় শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে। শতাংশের হিসাবে এটি ১৯৯২ সালের মার্চের পর সর্বোচ্চ। রয়টার্সের জরিপে অংশ নেওয়া অর্থনীতিবিদরা পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, ঘাটতি ৪০ দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে।

গত নভেম্বরে মার্কিন সরকারি শাটডাউনের কারণে প্রতিবেদন প্রকাশে ৪৩ দিনের বিলম্ব হয়েছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আমদানি পাঁচ শতাংশ বেড়ে ৩৪৮ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। পণ্য আমদানি ছয় দশমিক ছয় শতাংশ বেড়ে ২৭২ দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার হয়েছে। এর মধ্যে মূলধনী পণ্যের আমদানি সাত দশমিক চার বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। কম্পিউটার ও সেমিকন্ডাক্টরের আমদানির বৃদ্ধিই মূল কারণ। তবে কম্পিউটার আনুষঙ্গিক পণ্যের আমদানি তিন বিলিয়ন ডলার কমেছে।

অন্যান্য পণ্যের আমদানি রেকর্ড পর্যায়ে ছিল। ভোক্তা পণ্যের আমদানি ৯ দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার বেড়েছে। বিশেষ করে ওষুধজাত পণ্য আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে, শিল্প সরবরাহ সামগ্রীর আমদানি দুই দশমিক চার বিলিয়ন ডলার কমেছে।

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

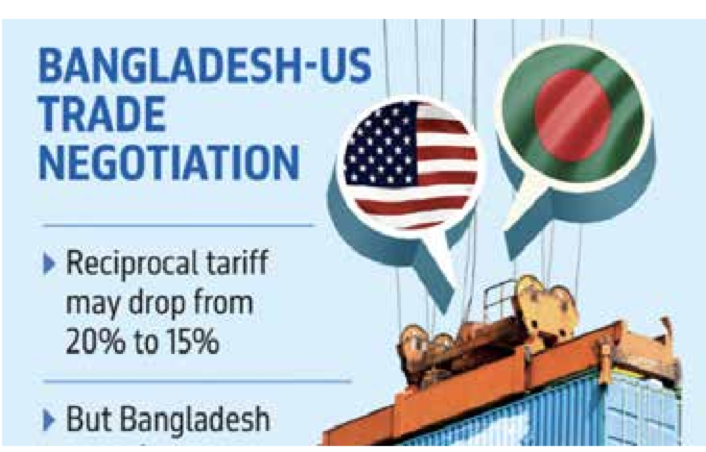

বাণিজ্য চুক্তিতে শুল্ক কমবে, মার্কিন তুলা দিয়ে তৈরি পোশাকে যুক্তরাষ্ট্রে মিলবে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন তুলা ব্যবহার করে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পেতে পারে। একই সঙ্গে বাংলাদেশের ওপর আরোপিত পাল্টা (রেসিপ্রোকাল) শুল্কহার বিদ্যমান ২০ শতাংশ থেকে কমানোর সিদ্ধান্তও আসছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

এসব সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর হবে বলে টিবিএসকে নিশ্চিত করেছেন বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান। তবে এসব ছাড় পেতে বাংলাদেশকে একাধিক শর্ত পূরণ করতে হবে বলেও জানান তিনি।

বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যে পাল্টা শুল্ক কমানোর ঘোষণা আসতে পারে আগামী সপ্তাহে বললেন লুৎফে সিদ্দিকী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর আরোপিত পাল্টা শুল্ক কমানোর বিষয়ে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আসতে যাচ্ছে। আগামী সপ্তাহের শুরুর দিকেই এ বিষয়ে একটি ঘোষণা আসতে পারে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী। মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান। সুইজারল্যান্ডের দাভোসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (ডব্লিউইএফ)-এ বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও এর ফলাফল নিয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। লুৎফে সিদ্দিকী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের পণ্যের ওপর শুল্ক কমাতে আন্তরিক

এবং এ সপ্তাহের শেষে বা আগামী সপ্তাহের শুরুতে এ বিষয়ে একটি ঘোষণা আসতে পারে। তবে বর্তমানে থাকা ২০ শতাংশ শুল্ক ঠিক কতটা কমানো হবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তিনি জানান, দাভোস সম্মেলনের ফাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্ত্রিসভার সদস্য স্কট বেসেন্টের সঙ্গে তার এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিশেষ দূত বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নন-ট্যারিফ নীতির অনেক উপাদান বাংলাদেশের বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার এজেন্ডার সঙ্গে মিলে যায়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এসব বিষয় বিবেচনা করে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ওপর বাণিজ্য বাধা কমানোর বিষয়ে ইতিবাচক

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

চীনের দিকে ঝুঁকছে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররা, কিন্তু বেইজিংয়ের শর্ত মেনেই

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বছর যখন তাঁর তথাকথিত “লিবারেশন ডে” শুল্ক আরোপের মাধ্যমে বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থাকে ওলটপালট করে দেন, তখন চীন চাইলে শুল্কের চাপে বিভ্রান্ত ও অস্বস্তিতে পড়া যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ও অংশীদারদের কাছে টানতে এক ধরনের কূটনৈতিক সৌহার্দ্যের প্রচেষ্টা চালাতে পারত। কিন্তু বাস্তবে বেইজিং উল্টো পথ বেছে নেয়।

ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সীমিত করার সাহস দেখানো দেশগুলোর প্রতি হুমকি দেয় বেইজিং। একই সঙ্গে চীন যখন তার গুরুত্বপূর্ণ বিরল খনিজ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা প্রকাশ করে, তখন সেটি কেবল যুক্তরাষ্ট্রকে নয়, পুরো বিশ্বকেই লক্ষ্য করে নেওয়া হয়।

বিশ্লেষকদের মতে, এটি ছিল চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের নেওয়া এক উচ্চঝুঁকির কৌশলগত বাজি। যুক্তরাষ্ট্রের অবহেলিত মিত্রদের স্বস্তি দেওয়ার বদলে, বেইজিং চেয়েছিল তাদের সংকট

আরও ঘনীভূত করতে, যাতে ওয়াশিংটনের আচরণে বিচলিত দেশগুলো বুঝতে পারে—চীনের বিরুদ্ধাচরণ করলেও অর্থনৈতিক মূল্য দিতে হয়।

এই হিসেবনিকেশের পেছনে ধারণা ছিল, শেষ পর্যন্ত এসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতা কমাতে চীনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়তে চাইবে। আর যখন তারা সেই পথে যাবে, তখন তারা বেইজিংয়ের স্বার্থের প্রতিও তুলনামূলকভাবে বেশি নমনীয় হবে।

এই কৌশল এখন ফল দিতে শুরু করেছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রীর মতো—ইউরোপেরো একের পর এক দেশের নেতা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে বেইজিং সফরে আসছেন। যদিও মানবাধিকার, গুপ্তচরবৃত্তি, নির্বাচনে হস্তক্ষেপ কিংবা অসম বাণিজ্যের মতো যেসব ইস্যুতে আগে এসব দেশের সঙ্গে মতবিরোধ ছিল, সেগুলোতে চীন খুব সামান্যই ছাড় দিয়েছে। এই কূটনৈতিক তৎপরতা ইতোমধ্যেই ট্রাম্পের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছে। শুক্রবার তিনি বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়

চীনের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের চুক্তিতে নাখোশ ট্রাম্প

বললেন-‘খুব বিপজ্জনক’

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাজ্যের জন্য চীনের সঙ্গে লেনদেন ‘খুবই বিপজ্জনক।’ ট্রাম্প এই মন্তব্য এমন এক সময়ে করলেন, যখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার চীনের সঙ্গে সম্পর্ক নতুনভাবে সাজাতে বেইজিং সফরে আছেন। মূলত চীনের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের ব্যবসা ও বিনিয়োগ বাড়ানোর প্রেক্ষাপটে স্বাক্ষরিত একাধিক চুক্তির প্রেক্ষাপটে এই মন্তব্য করেছেন বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায় ট্রাম্প।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, কিয়ার স্টারমার ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের বৈঠকের পর এসব চুক্তি ঘোষণা করা হয়। এই বৈঠক ছিল স্টারমারের তিন দিনের চীন সফরের অংশ। বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়

পছন্দ হোক বা না হোক, যুক্তরাজ্যের জন্য চীন খুব গুরুত্বপূর্ণ’; সম্পর্ক উন্নয়নে বেইজিং সফরে স্টারমার

পরিচয় ডেস্ক: ২০১৮ সালের পর এটিই কোনো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বেইজিং সফর। আগামী বৃহস্পতিবার চীনের প্রেসিডেন্ট সি জিন পিংয়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

দীর্ঘ ছয় বছর পর প্রথম কোনও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চীন সফরে যাচ্ছেন কিয়ার স্টারমার। ২০১৮ সালের পর এটিই কোনো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রথম বেইজিং সফর। আগামী বৃহস্পতিবার চীনের প্রেসিডেন্ট সি জিন পিংয়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের এই সফরে তাঁর সঙ্গে থাকছেন দেশটির ব্যবসা ও সাংস্কৃতিক খাতের অন্তত ৬০ জন শীর্ষ প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিদলে এইচএসবিসি ব্যাংক, ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান জিএসকে, জাগুয়ার ল্যান্ড রোভার এবং ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রতিনিধিরা রয়েছেন।

চীনের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের ঝিমিয়ে পড়া সম্পর্ককে নতুন করে চাঙা করাই কিয়ার স্টারমার সরকারের মূল লক্ষ্য। তবে এই সফর নিয়ে খোদ যুক্তরাজ্যেই সমালোচনার মুখে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সমালোচকদের মতে, চীনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা এবং তাদের “খুব একটা বিশ্বাস করা যায় না”। তাই চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যেকোনো চুক্তির ক্ষেত্রে সরকারকে আরও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা।

প্রেসিডেন্ট সি জিন পিংয়ের য়েছে, “যেখানে স্বার্থ ও মূল্যবোধের পার্থক্য রয়েছে, সেখানে জটিল বিষয়গুলো বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়

বিশ্বের বৃহত্তম আকাশচুম্বী ভবন ‘মুকাআব’ নির্মাণ প্রকল্প স্থগিত করল সৌদি আরব

পরিচয় ডেস্ক: সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে প্রস্তাবিত কিউব আকৃতির আকাশচুম্বী ভবন “দ্য মুকাআব”-এর নির্মাণকাজ স্থগিত করা হয়েছে। এই প্রকল্পের অর্থায়ন এবং এটি কতটা বাস্তবসম্মত, তা পুনরায় যাচাই করে দেখছে দেশটি। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত চারজন ব্যক্তির বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

রিয়াদের “নিউ মুরাব্বা” উন্নয়ন প্রকল্পের কেন্দ্রে থাকার কথা ছিল এই মুকাআব ভবনের। সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের “ভিশন ২০৩০”-এর অধীনে নেওয়া একের পর এক বিলাসবহুল ও মেগা প্রকল্পের মধ্যে এটি সর্বশেষ, যার কাজ স্থগিত বা কমিয়ে আনা হলো। মূলত খরচ নিয়ন্ত্রণ বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অতটা নির্ভরশীল নয়, যতটা ওয়াশিংটন ভাবে বললেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিচয় ডেস্ক: নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় সদ্য সমাপ্ত ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ)কে একটি কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, এই চুক্তি ওয়াশিংটনের কাছে একটি বার্তা দেয় যে নয়াদিল্লি ও ব্রাসেলস যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ততটা নির্ভরশীল নয়, যতটা যুক্তরাষ্ট্র ধরে নেয়। তবে তিনি সতর্ক করে বলেছেন, এই চুক্তি একা অর্থনৈতিক সুফল নিশ্চিত করতে পারবে না।

পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, যা টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়া প্রকাশ করেছে, অভিজিৎ বলেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপিত উচ্চ শুল্কের প্রেক্ষাপটে এই চুক্তির ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। তবে দক্ষতা, লজিস্টিকস ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বড় ধরনের উন্নতি না হলে এর অর্থনৈতিক প্রভাব সীমিতই থাকবে বলে তিনি মনে করেন।

অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “এটি অবশ্যই একটি কৌশলগত সমন্বয়। ইউরোপ ও ভারতের পক্ষ থেকে বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
SWH
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

যুক্তরাষ্ট্র জামায়াতকে নিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠল কেন

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বাঙালি আগেও প্রান্তবর্তী ছিল, এখনও সেই প্রান্তবর্তীই রয়ে গেল। একেবারে উঁচু থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত সর্বত্র ওই একই ঘটনা, একই রকমের কলহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ছিনতাই, খুনোখুনি। পথেঘাটে ছিনতাই হয়, হবেই; রাষ্ট্রক্ষমতাও তো ছিনতাই হয়ে গেছে, একাধিকবার। এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনতাই করেছিলেন রাজনীতিকদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সুযোগ ব্যবহার করে। এরশাদ সরকারের পতন ঘটেছে গণঅভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে। পরিণতিতে নির্বাচন পাওয়া গেছে। এরপর একাধিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে পুরাতন নীতির কোনো বরখেলাপ ঘটেনি, জনগণের তেমন একটা লাভ হয়নি, লাভ হয়েছে কিছু মানুষের।

কতিপয়ের শাসন দেশে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হোক কিংবা প্রতিষ্ঠা পাক জবরদখলের সাহায্যে কিংবা যে কোনো উপায়ে, তাকে স্বৈরাচার ভিন্ন অন্যকিছু বলবার উপায় নেই, উপায় থাকে না। এটা কেবল যে বাংলাদেশে ঘটছে তা নয়, ঘটছে সমগ্র পুঁজিবাদী বিশ্বে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের আদর্শস্থল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভোটেজয়ী ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বেচ্ছাচারে পৃথিবীজুড়ে অশান্তি, অস্থিরতা বিরাজ করছে। কোনো রাষ্ট্রই আজ নিরাপদে নেই, ট্রাম্পের হিংস্র আগ্রাসন থেকে। বিশ্বব্যবস্থা আজ হুমকির কবলে। দেশের সম্পদ থাকাও যে দেশের জন্য হুমকি, সেটি ট্রাম্পের আগ্রাসনে প্রমাণিত হয়েছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আরেক অবদান হচ্ছে মৌলবাদ, যা এখন বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। খবরে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে ইসলামপন্থিদের বড় দল জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়তে চায় এবং তারা মনে করে, ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে দলটি অতীতে যে সাফল্যের মুখ কখনও দেখেনি, এবার তা দেখতে পারে। এ নিয়ে ক্ষমতার প্রধান দাবিদার বিএনপি শিবিরে বেশ উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে, নাগরিক সমাজেও এ নিয়ে আলোচনা বিস্তর। কিন্তু উগ্র মৌলবাদীরা তো উৎপাদিত হয়েছে পুঁজিবাদীদেরই কারখানাতে। সমাজতন্ত্রীদের উৎখাত করার জন্য মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলোতে যে যুবকদের লালনপালন করেছে, অর্থ দিয়েছে, সুযোগ দিয়েছে অস্ত্র ও মাদক চোরাচালানের, তারাই পরে আফগানিস্তান দখল করে নিয়ে মৌলবাদী এক ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। তখন তাদের শত্রু ছিল সমাজতন্ত্রীরা; সমাজতন্ত্রীরা যখন মাঠে নেই, সেই শত্রুকে সামনে না পেয়ে ওই মৌলবাদীরা পরবর্তী সময়ে তাদেরই স্রষ্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শত্রু করে তুলেছিল। দখলদার মার্কিনিদের হটিয়ে আফগানিস্তান বর্তমানে তালেবান রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

এই ঘটনা প্রত্যক্ষ। দৈত্য যখন কাজ না পায় তখন মনিবের ঘাড়ে হাত দেয়। দৈত্যের সব কাজই অন্যায় ক্রিয়া, অন্যায় ছাড়া সে থাকতে পারে না, পারে না বলেই এখন তাদের দৌরাত্ম্য সভ্যতাবিধ্বংসী রূপ পরিগ্রহ করেছে। পুঁজিবাদী বিশ্ব এক দৈত্যকে নিবৃত্ত তো পরের কথা, নিয়ন্ত্রিতও করতে পারছে না। দৈত্য বড়ই বেয়াড়া। কিন্তু পুঁজিবাদের সঙ্গে মৌলবাদের যে দ্বন্দ্ব সেটা গভীর নয়, মৌলবাদের গভীর ও মৌলিক দ্বন্দ্ব হচ্ছে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে মৌলবাদ এবং পুঁজিবাদের মধ্যে মিলবার কোনো জায়গা নেই। মৌলবাদ পশ্চাৎপদ, পুঁজিবাদ হচ্ছে আধুনিক। চেহারাসুরত, পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী। কিন্তু দুয়ের মধ্যে আদর্শগত ঐক্য বিদ্যমান রয়েছে এবং কেমন করে অস্বীকার করব এই সত্য যে আদর্শিক ঐক্যই হচ্ছে মূল ব্যাপার, তার বাইরে যা রয়েছে তা অমৌলিক, অনেকাংশে পোশাকি। আদর্শিক ঐক্যটা এইখানে যে, উভয় মতবাদই ব্যক্তির স্বার্থকে প্রধান করে তোলে সমষ্টির স্বার্থকে উপেক্ষা ও পদদলিত করে।

মৌলবাদীরা মোক্ষ খোঁজে। সে মোক্ষ অবশ্যই ব্যক্তিগত। তাদের ধর্মচর্চাটাকে মনে হয় অলৌকিক, আধ্যাত্মিক। আসলে সেটি পুঁজি সঞ্চয়। তাদের পুণ্য এক প্রকারের পুঁজি বটে, ব্যক্তিগত পুঁজি; এর ক্ষেত্র ইহকাল-পরকাল উভয় ভূমি পর্যন্ত প্রসারিত। তারাও মুনাফাতন্ত্রী। নিজের পুঁজি বাড়ানোর জন্য মৌলবাদীরা অন্যের ওপর অত্যাচার করে, মানুষ মারতে পর্যন্ত পিছপা হয় না, মূর্তি ভাঙতে তাদের হাত কাঁপে না। অন্ধকারকে লালন করে, অন্ধবিশ্বাসকে উত্তেজিত করে তোলে, *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান উত্তেজনায় কূটনৈতিক খেল দেখাচ্ছে কাতার

সুলতান আল-খুলাইফি

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের উত্তেজনা কখনোই শুধু এই দুই দেশের মধ্যেই সীমিত থাকে না। ইরানের ভেতরে সাম্প্রতিক বিক্ষোভে বহু মানুষের মৃত্যুর খবরের পর ওয়াশিংটন ও তেহরানের বক্তব্য আরও কঠোর হয়ে ওঠে। তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে বিক্ষোভকারীদের পক্ষে হস্তক্ষেপের কথা বলেন।

এতে উপসাগরীয় অঞ্চলে কূটনীতির প্রয়োজন আরও বেড়ে যায়। এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি স্থাপনা এবং একে অপরের সঙ্গে জড়ানো নিরাপত্তাব্যবস্থার কারণে ছোটখাটো সংঘাতও দ্রুত বড় সংকটে রূপ নিতে পারে। এই বাস্তবতায় কাতার সব সময় উত্তেজনা কমানো, মধ্যস্থতা করা এবং রাজনৈতিক যোগাযোগ খোলা রাখার ওপর জোর দিয়েছে, বিশেষ করে যখন এসব যোগাযোগ ভেঙে পড়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে তীব্র সংকটের সময়ে কাতার কার্যকর ও বিশ্বাসযোগ্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তেহরানের সঙ্গে ধারাবাহিক সম্পর্ক এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারত্বের কারণে দোহা এমন গোপন ও নির্ভরযোগ্য যোগাযোগের পথ খোলা রাখতে পেরেছে, যা সরাসরি আলোচনা রাজনৈতিকভাবে কঠিন হয়ে পড়লে কাজে আসে। এর মাধ্যমে কাতার এমন সমাধানে সহায়তা করেছে, যা উভয় পক্ষের মুখরক্ষা করেছে এবং সংঘাত বাড়ার ঝুঁকি কমিয়েছে।

এই ভূমিকার সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায় ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, যখন কাতার যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে বন্দিবিনিময় এবং মানবিক প্রয়োজনে জব্দ থাকা ইরানি অর্থ ছাড়ের প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতা করে। মাসের পর মাস পরোক্ষ আলোচনা, সূক্ষ্ম সমন্বয় এবং রাজনৈতিক আশ্বাস ছাড়া এই সমঝোতা সম্ভব হতো না। এই চুক্তি বড় কোনো সম্পর্ক উন্নয়নের ইঙ্গিত না দিলেও একটি বিষয় স্পষ্ট করেছে। গভীর বৈরিতার মধ্যেও বিশ্বাসযোগ্য মধ্যস্থতা থাকলে কূটনীতি সম্ভব।

কাতারের কাছে এই মধ্যস্থতা কোনো চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। এর পেছনে রয়েছে একটি বিস্তৃত উপলব্ধিড়ইরানের পারমাণবিক ইস্যু কিংবা যুক্তরাষ্ট্রইরান উত্তেজনা কেবল বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদে সামাল দেওয়া যাবে না। কাতার ধারাবাহিকভাবে মনে করে যে সামরিক পথ নয়, সংলাপই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ও সংঘাত এড়ানোর একমাত্র টেকসই উপায়।

এর মানে এই নয় যে কাতার ইরানের আঞ্চলিক ভূমিকা বা বিস্তারবাদ নিয়ে উদাসীন। বরং এটি ব্যয়ের হিসাব, অনিশ্চয়তা এবং অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতির বাস্তব মূল্যায়ন। এ কারণেই ২০২৫ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্রের ইরানি পারমাণবিক স্থাপনায় হামলার জবাবে কাতারে অবস্থিত আল উদেইদ ঘাঁটিতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর দোহা দ্রুত উভয় পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগে যায়। জরুরি কূটনৈতিক তৎপরতা ও বিদ্যমান চ্যানেলের মাধ্যমে কাতার একটি নাজুক হলেও কার্যকর যুদ্ধবিরতি টিকিয়ে রাখতে ভূমিকা রাখে।

ইরানের শাসনব্যবস্থা উচ্ছেদের লক্ষ্যে কোনো সামরিক অভিযান হলে তার প্রভাব ইরানের সীমানায় আটকে থাকবে না। দেশের ভেতরে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে পড়া, কর্তৃত্বের বিভাজন এবং জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পুনরুত্থানের ঝুঁকি তৈরি হবে। বাইরে এর প্রভাব পড়তে পারে প্রতিবেশী দেশগুলোতে শরণার্থী স্রোত, উপসাগরীয় অঞ্চলে নৌনিরাপত্তার সংকট এবং জ্বালানি বাজারে বড় ধরনের অস্থিরতার মাধ্যমে। এসবই উপসাগরীয় দেশগুলোর জন্য তাৎক্ষণিক ও গুরুতর চ্যালেঞ্জ।

সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাপ্রবাহ ইতিমধ্যে কৌশলগত ভারসাম্য বদলে দিয়েছে। ৭ অক্টোবরের হামলার পর আঞ্চলিক সংঘাতে ইরানের ঘনিষ্ঠ সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে চাপের মুখে পড়েছে। এতে কিছু এলাকায় তেহরানের প্রভাব কমেছে। একই সঙ্গে ২০২৫ সালের জুনে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা দেখিয়ে দিয়েছে যে ওয়াশিংটন সরাসরি ইরানে আঘাত হানতে প্রস্তুত এবং পারমাণবিক সক্ষমতা দুর্বল করতে দৃঢ়।

তবে উপসাগরীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আরও উত্তেজনা বাড়ানোর সুফল ক্রমেই কমে আসছে। ইরানের প্রভাব দুর্বল হলেই যে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা আসবে, এমন নয়, বিশেষ করে যদি সেই পথ *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

SUMMER SALE
2026
USA ⇆ DHAKA
Starting From
$1175+
Round Trip
Limited Seats Available
BOOK NOW
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

ভোটের মাঠে আওয়ামী নেতাদের ডিমান্ড, রুমিনের হাঁস ও জিএম কাদেরের দুশ্চিন্তা

সালেহ উদ্দিন আহমদ

নির্বাচনের প্রচারণা ভালোই এগোচ্ছে। এখন পর্যন্ত মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে প্রচারণা চলছে। আমি বলব, এই সময়ে পরিবেশ এর চেয়েও শান্তিপূর্ণ থাকলে আমি বিস্মিত ও শঙ্কিত হতাম। বিস্মিত হতাম; কারণ, সেটা হতো অস্বাভাবিক। আর শঙ্কিত হতাম এ কারণে যে ঝড়ের আগের 'প্রশান্তি' আমরা আগেও দেখেছি।

২০২৪ সালের জানুয়ারির ডামি-আমি নির্বাচনটাও ছিল খুবই শান্তিপূর্ণ। তারপরই শুরু হলো আন্দোলন ও অশান্তি।

দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দল শুরু করেছে 'অপারেশন ভোট হান্ট'। নির্বাচনের দিন যত ঘনিয়ে আসবে, উত্তাপ বাড়বে, এটাই স্বাভাবিক। এতে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। কিছু ছোটখাটো অঘটনও ঘটবে, কিছু ডিমের অপচয় হবে এবং নেতারা প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে গরম-গরম কথা বলবেনড় ভোটযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বীকে কাবু করে নকআউট করাই হবে সবার লক্ষ্য।

নির্বাচনের এই সময়ের উত্তাপ, বিরক্তি বা টেনশনটাকে আমরা পজিটিভলি নিতে পারি। ফেব্রুয়ারির ১২ তারিখের পর নেতাদের আর তেমন দেখা যাবে না। টেনশন কমে যাবে, জনগণও হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন।

যাঁরা নির্বাচিত হতে পারেননি, তাঁরা বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম নেবেন, আবার পরের নির্বাচনে তাঁদের মাঠে দেখা যাবে। যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরা সবাই ঢাকা চলে যাবেন, নতুন মিশনে যোগ দিতে। একদল সরকার গঠন করবেনড়মন্ত্রী, স্পিকার কিংবা ডেপুটি হবেন; অন্যরা বিরোধী দলের নেতা, উপনেতা বা হুইপ হবেন, তাঁদের প্রতাপও কম নয়।

গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোট পাস হলে নির্বাচিত ব্যক্তিদের কাজ আরও বেড়ে যাবেড় সনদের কাগজপত্র খুঁজে শাসনতন্ত্রে জোড়া লাগাতে হবে; ডিসেন্টগুলোও ভালো করে পরখ করে দেখতে হবে। তাই বলছিলাম, আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এবার অনেক কাজ করতে হবে।

তবে প্রার্থীদের জন্য সবচেয়ে বড় কথা, আগে নির্বাচিত হতে হবে। নির্বাচিত হতে নেতারা নানা কৌশল অবলম্বন করবেন; সেগুলোকে কেউ সিরিয়াসলি নেবেন, কেউবা আবার বাঁকা চোখে দেখবেন।

তাহলে চলুন আমরা নির্বাচনী মাঠটা একটু ঘুরে দেখিড়আমাদের নেতারা 'ভোট হান্ট' করতে কে কী কৌশল নিচ্ছেন, কে কী করছেন এবং কে কী বলছেন।

এনসিপি নেতাদের কবর জিয়ারত

এনসিপির ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু করে ২০২৪ সালের গণআন্দোলনের নেতা শরিফ ওসমান হাদি এবং ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান আন্দোলনের তিন নেতা শেরেবাংলা ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমউদ্দিনের কবর জিয়ারত করে।

অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন এনসিপির কবর জিয়ারতের মধ্যে ১৯৭১ সাল কি বাদ গেল? এই তরুণ নেতারা যদি মিরপুর স্মৃতিসৌধের পাশে অবস্থিত ১৯৭১এর শহীদ বুদ্ধিজীবীদের কবরগুলো জিয়ারত করে আসতেন, তাহলে তাঁরা কিছু বিব্রতকর প্রশ্ন থেকে রক্ষা পেতেন।

ফখরুলের 'ডেভিল হান্ট'

নির্বাচনের সময় সবাই ভোট হান্টিংয়ে ব্যস্ত। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুলও তাই করছেন। দেশে এখন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর 'অপারেশন ডেভিল হান্ট-২' চালু আছেড়আওয়ামী লীগ হলেই বন্দিশালা আর জয় বাংলার শব্দ শুনলেই জলকামান। নির্বাচনের সময় আশা করা যাচ্ছিল, ডেভিল হান্টের ৩ নম্বর সংকেত জারি করা হবে। কিন্তু এরই মধ্যে মির্জা ফখরুল ইসলাম অভিনব কায়দায় আওয়ামী লীগারদের ভোট হান্টিংয়ে লেগে গেলেন।

সম্প্রতি ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার শোল্টিহরি বাজারে নির্বাচনী গণসংযোগের সময় মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের হাসিনা আপা চলে গেছেন ভারতে। তিনি ভারতে গেছেন ভালো করেছেন। এলাকার সমর্থক-কর্মীদের বিপদে ফেলে গেছেন কেন? আমরা কর্মী-সমর্থকদের জানাতে চাই, আপনারা বিপদে পড়বেন না। আমরা আছি আপনাদের পাশে। যারা অন্যায় করেছে, তাদের শাস্তি হবে। যারা অন্যায় করেনি, তাদের কোনো শাস্তি হতে দেব না।'

মির্জা ফখরুলের 'মানবিক' বাণীতে আওয়ামী লীগাররা *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

জ্ঞানের জগতটা আসলে অনেক বড়

শাহানা হুদা রঞ্জনা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় ফল বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, এসএসসি ও এইচএসসিতে ভালো নাম্বার পাওয়ার পরেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় বারবার কেন ফল বিপর্যয় হচ্ছে? ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের জন্য এই পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। ভর্তি পরীক্ষায় পাশের হার শতকরা ৫ থেকে ৮ হয় কীভাবে? এত পড়াশোনা, কোচিং, পড়ার চাপ, অভিভাবকদের সতর্কতা, সন্তানের শিক্ষার পেছনে মোটা টাকা ব্যয় করার পরেও কেন এই দুর্দশা?

এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে ইতিহাসের দিকে। ১৯৪৯ সালে ভারত-পাকিস্তান ভাগ হবার পর আমেরিকা ভ্রমণে যান ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান জানতে চান নতুন দেশের স্বপ্ন, সমস্যা, আশা ইত্যাদি সম্পর্কে। এরপর হ্যারি এস ট্রুম্যান নেহেরুর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ওনতুন দেশে তোমরা আমাদের কাছে কী চাও॥

জবাবে নেহেরু বলেছিলেনওআমরা চাই যে তোমরা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে সহযোগিতা কর, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিনিয়োগ কর॥ নেহেরু আরও বলেছিলেন,ওতোমরা আমাদের জন্য এমআইটির (ম্যাসাচুসেস্টস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি) মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে দাও॥ এর ফলে দ্রুতই আমেরিকার সহযোগিতায় ভারতে গড়ে ওঠে বিশাল পরিসরের ভারতের আইআইটির মতো প্রতিষ্ঠানগুলো।

একইভাবে পাকিস্তানের নেতৃত্ব আমেরিকা সফরে গেলে পাকিস্তানিরা বলেছিল,ওআমরা অস্ত্র ও সামরিক সাহায্য চাই। আমাদের এতগুলো যুদ্ধবিমান, এতগুলো ট্যাংক ও এতগুলো যুদ্ধজাহাজ দরকার। আমাদের আছে বিশাল সেনাবাহিনী, তারা তোমাদের হয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় কমিউনিজম ঠেকাবে, তাদের বেতনের টাকা নাই। তাদের জন্য টাকা দাও॥

আমেরিকা পাকিস্তানকেও তারা যা চেয়েছিল তাই দেয়। কোরিয়া যুদ্ধফেরত প্রচুর ব্যবহৃত যুদ্ধবিমান, ট্যাংক ও যুদ্ধ জাহাজ পাকিস্তান পায়। সাথে পায় সাড়ে পাঁচ ডিভিশন সৈন্যের বেতন ও খরচ। এসব দিয়েই পাকিস্তান চলেছে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত। (সূত্র: আমাদের উচ্চশিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ব্যর্থতা: গবেষক সিরাজুল হোসেন)

পরবর্তীকালে আমরা দেখছি, বিশ্বের বড় বড় প্রতিষ্ঠানে সিইও, প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভারতীয় স্টুডেন্ট, গবেষক, একাডেমিশিয়ানরা স্থান করে নিয়েছেন। তবে তারা যে সবাই মেধাবি, তা শতভাগ বলা যাবে না। তবে এটি প্রমাণ করে যে, ভারতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বসেরা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মেধা তৈরি করেছে। শুধু রাজনীতির ফাঁদে আটকে রাখছে না।

আধুনিক বিশ্বে শক্তিতে সেরা হওয়া বড় কথা নয়, সেরা হতে হয় বুদ্ধিতে। শুধু ডিগ্রি দিয়েও মানুষ সমৃদ্ধশালী হয় না। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, অন্যভাবে বলা যায় পুরো শিক্ষাব্যবস্থাই পরিণত হয়েছে ডিগ্রি তৈরির কারখানায়। একটা ডিগ্রি পেলেই আমরা খুশি।

আমাদের উচ্চশিক্ষিত সমাজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, তাদের শিক্ষকগণ, একাডেমিকস, তথা ইন্টেলেকচুয়ালদের একটা বড় অংশ কখনও এই ডিগ্রি পাওয়ার পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ করেন নাই। তাই প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সবখানেই ফাঁক থেকে গেছে। শুধু পাশ-ফেল, প্রথম-দ্বিতীয়, স্টার বা জিপিএ পাওয়ার মধ্যেই রয়ে গেছে আমাদের অর্জন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেই বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ও চাকরি ক্ষেত্রেও নেতিবাচক ফলাফল দেখতে পারছি।

এসএসসি ও এইচএসসিতে যাদের পাসের হার অসম্ভব ভালো ছিল, তাদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় পাস করতে পারছে না। দুটি ফলাফলের মধ্যে এতটা ফারাক কেন? এজন্য শুধু শিক্ষার্থীরা একা দায়ী নয়ড় দায়ী স্কুল-কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা, ভর্তি পরীক্ষার সিস্টেম, প্রশ্নোত্তরের দুর্বলতা, ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝার সক্ষমতার অভাব, নোট বই, কোচিং, পড়াশোনার পরিবেশ এবং অভিভাবকদের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত চাপ।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা শুরু থেকেই রাষ্ট্রের কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমরা অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাখাতেও পাকিস্তানি আদর্শ বহন করছি। যে জন্য দেশের বাজেটে শিক্ষার জন্য *বাকি অংশ ২৯ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799
347-621-6640

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email:info@yourdreamhomecare.com
www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্‌স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

KHAN'S
TUTORIAL
MARCH SAT PREP
Enroll Now & Get Up To
$400 OFF
ALL SIGNATURE SAT PACKAGES!
Sale ends Sunday January 25th, 2026
Grade 10 & 11 Students
NYU
MACAULAY
HONORS COLLEGE
FORDHAM
VILLANOVA
UNIVERSITY
Northeastern
University
Northwestern
University
RIT
Penn
THE CITY
UNIVERSITY
OF
NEW YORK
BINGHAMTON
UNIVERSITY
Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

মানসিক চাপ কমানোর ৯ উপায়

পরিচয় ডেস্ক: অফিস ও পরিবারের নানাবিধ দায়িত্ব, কাজের চাপের প্রভাব মনের ওপর পড়ে। আর্থিক সংকট, অসুস্থতা, অবাস্তব প্রত্যাশা, সম্পর্কে বিচ্ছেদ ইত্যাদি নানা কারণে মানসিক চাপ বাড়ে। চাপে থাকলে দিনকে দিন উৎপাদন ক্ষমতা কমতে থাকে। দীর্ঘদিন এমনটা চলতে থাকলে মানসিক অবস্থা ভয়াবহ আকারে রূপ নিতে পারে। তাই জীবনে যাই ঘটুক না কেন, মানসিক চাপকে বিদায় দিয়ে নিজেকে ভালো রাখতে হবে। কিছু অভ্যাস রপ্ত করতে পারলে সহজেই চাপমুক্ত থাকা সম্ভব হবে।

শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকুন

চাপমুক্ত থাকতে শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকুন। হাঁটা, ব্যায়াম, ইয়োগা, অ্যারোবিক ব্যায়াম ইত্যাদি চাপ কমাতে কার্যকর। শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম করুন। এতে মন অনেকটা হালকা হবে।

সুষম খাবার খান

২০২২ সালের গবেষণা অনুযায়ী, যারা বেশি আল্ট্রা-প্রসেসড খাবার ও অতিরিক্ত চিনি খান, তাদের মানসিক চাপ বেশি হয়। দীর্ঘদিন চাপে থাকলে মানুষ সাধারণত বেশি খেয়ে ফেলে এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার বেছে নেয়। ম্যাগনেশিয়াম ও ভিটামিন বি-এর মতো পুষ্টির ঘাটতি হলেও মানসিক চাপ বাড়ে। তাই প্রসেসড খাবার কমিয়ে প্রাকৃতিক ও পুষ্টিকর খাবার বেশি খাওয়ার অভ্যাস করুন।

স্ক্রিন টাইম কমান

দিনের অধিকাংশ সময় মোবাইল, কম্পিউটার, ট্যাব নিয়ে ব্যস্ত না থেকে নির্দিষ্ট সময় পর এগুলো থেকে দূরে থাকুন। অধিক স্ক্রিন টাইম স্ট্রেস বাড়ায়, ঘুমের ক্ষতি করে। আর ঘুম ঠিকঠাক না হলে মানসিক চাপ বাড়ে।

নিজের যত্ন নিন

ভালো থাকার জন্য নিজের যত্ন নিন। দিনের কিছুটা সময় বাইরে হাঁটুন, কুসুম গরম পানিতে গোসল করুন, পছন্দের বই পড়ুন, শখের কাজ করুন।

ডায়েরি লিখুন

আপনার যে কারণে কষ্ট হচ্ছে, সে কারণ এবং নিজের ভাবনা ও অনুভূতিগুলো লিখে রাখুন। এতে মানসিক চাপ কমবে এবং মন হালকা হবে।

ক্যাফেইন কম গ্রহণ করুন

অতিরিক্ত ক্যাফেইন স্ট্রেস বাড়ায়, ঘুমের ক্ষতি করে। দিনে ৪০০ মি.গ্রা. এর বেশি ক্যাফেইন (প্রায় ৪৫ কাপ কফি) গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন। ভালো থাকতে গ্রিন টি, চা, স্মুদি পান করতে পারেন।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে খাবারের পুষ্টিগুণ ও প্রয়োজনীয়তা যেভাবে বদলে যায়

পরিচয় ডেস্ক: এক গবেষণায় ৩৯ বছর বা তার বেশি বয়সী এক লাখ মানুষের খাদ্যাভ্যাস পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, যারা ফল, সবজি, আস্ত দানা শস্য, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং বাদাম সমৃদ্ধ খাবার খেয়েছেন, তারা ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত কোনো দীর্ঘস্থায়ী রোগ ছাড়াই সুস্থ আছেন। এটি একটি বহুল স্বীকৃত তথ্য যে সুষম খাদ্যাভ্যাস আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে সেরা কাজগুলোর একটি। কিন্তু জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে নির্দিষ্ট কিছু খাবার বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিবিসির প্রতিবেদনে তেমনই কিছু বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার খাদ্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে, যার আওতায় প্রতি সপ্তাহে পরিবারগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য পেত। এর উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ যেন তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায় এবং একই সঙ্গে সারা দেশে খাদ্য সমানভাবে বণ্টন করা যায়। চিনি গ্রহণ ও স্বাস্থ্যের মধ্যে এই শক্ত সম্পর্ক জন্মের পরও যে বজায় থাকে, তা খুব একটা বিস্ময়কর নয়। সহজভাবে বললে, যেকোনো বয়সেই অতিরিক্ত মিষ্টিজাতীয় খাবার আমাদের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু অন্য কিছু খাবারের ক্ষেত্রে পুষ্টিগুণ নির্ভর করে আপনি জীবনের কোন পর্যায়ে আছেন তার ওপর। উদাহরণস্বরূপ, ছোট শিশুদের দুগ্ধজাত খাবার এবং ননীযুক্ত দুধের চর্বি প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন, কিন্তু ২০ বা ৩০ বছর বয়সী কারো জন্য এমন ডায়েট খুব একটা স্বাস্থ্যকর বলে বিবেচিত হবে না। যুক্তরাজ্যের ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডনের পুষ্টি বিজ্ঞানী ফেদেরিকা আমাতির মতে, শিশুদের উচ্চ শক্তির চাহিদার কারণে তাদের পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাবার প্রয়োজন। আমতি বলেন, ‘শৈশবে খাবার আক্ষরিক অর্থেই শরীর এবং মস্তিষ্ক গঠন করে।’ স্বাস্থ্যকর ক্যালোরির পাশাপাশি শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, মস্তিষ্কের বিকাশ এবং পেশির বৃদ্ধির জন্য আয়রন, আয়োডিন এবং বিভিন্ন ধরণের ভিটামিন প্রয়োজন। এর অর্থ হলো প্রচুর পরিমাণে ফল ও সবজি, হোলগ্রেইন (আস্ত দানা শস্য), শিম ও ডালজাতীয় খাবার, বাদাম ও বীজের মতো উন্নত মানের চর্বি এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলা উচিত।

আমাতি বলেন, ‘গর্ভধারণ থেকে শুরু করে প্রথম এক হাজার দিন এবং স্কুল জীবন পর্যন্ত শিশুরা দ্রুত বেড়ে ওঠে এবং তারা তাদের ভবিষ্যতের হাড়ের ভরের বেশিরভাগ অংশ এই সময়েই তৈরি করে। তাই এই পর্যায়ে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান। এগুলো স্বাভাবিক হাড় গঠন এবং সুস্থ সর্বোচ্চ হাড়ের ভর অর্জনে অপরিহার্য, যা পরবর্তী জীবনে অস্টিওপোরোসিস ও হাড় ভাঙার ঝুঁকি কমায়।’

কার্যক্ষেত্রে আমাতি বলেন, এর মানে হলো নিয়মিত ক্যালসিয়ামের উৎসড়্যেমন দুধ, দই, পনির, টফু বা ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধ পানীয় এবং সূর্যের আলো ও মাছ-ডিমের মতো খাবার থেকে ভিটামিন ডি গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। শৈশবে সঠিক খাবার খেলে পরবর্তী জীবনে স্বাস্থ্য ভালো থাকেড়এর জোরালো প্রমাণ রয়েছে। ২০২৩ সালের একটি গবেষণায় গবেষকরা শিশুদের খাদ্যাভ্যাস পর্যবেক্ষণ করেন এবং তরুণ বয়সে তাদের স্বাস্থ্যের সাথে তা তুলনা করেন। তারা দেখেছেন, যেসব শিশু সাত বছর বয়সে যুক্তরাজ্যের ‘ইটওয়েল গাইড’-এর তিন বা ততোধিক সুপারিশ মেনে চলেছিল, ২৪ বছর বয়সে তাদের হৃদরোগের ঝুঁকি যারা কোনো সুপারিশ মানেনি তাদের তুলনায় অনেক কম ছিল।

কৈশোর এবং ২০ এর কোঠা

শৈশব গুরুত্বপূর্ণ সময় হলেও, কৈশোর এবং ২০ এর কোঠায় আমরা যা খাই তা-ও ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে। আমাতির মতে, জীবনের এই পর্যায়ে আমরা হাড় ও পেশী গঠন সম্পন্ন করি এবং পড়াশোনা, কাজ ও সামাজিকতায় অনেক সময় ব্যয় করতে শুরু করিড়্যা পুষ্টির চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। আমাতি বলেন, ‘কৈশোর এবং প্রারম্ভিক প্রাপ্তবয়স্ক সময়টি পুষ্টির জন্য আরেকটি বড় সুযোগের জানালা। ২০ এর কোঠায় বৃদ্ধি ধীর হয়ে যায়, কিন্তু পরবর্তী জীবনে হার্ট এবং মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য রক্ষার অভ্যাস তৈরির জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দশক। আমরা দেখি যে হৃদরোগের অনেক ভিত্তি এই বয়সেই তৈরি হয়ে যায়, যদিও লক্ষণগুলো অনেক পরে প্রকাশ পায়।’

কোন বয়সে প্রোটিনের চাহিদা কতটুকু

পরিচয় ডেস্ক: এখনকার মানুষ আগের চেয়ে বেশি ফিটনেস সচেতন। আর ফিটনেসের জন্য অনেকেই প্রতিদিন অনেক ধরনের প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার খেয়ে থাকেন। ডিমের সাদা অংশ, প্রোটিন শেক, সাপ্লিমেন্টসহ নানানকিছু একদিনে খান। প্রশ্ন হলো, শরীরের জন্য কি আসলেই একদিনে এতটা প্রোটিন প্রয়োজন? না। প্রয়োজন নেই। বয়স অনুযায়ী প্রোটিনের চাহিদা আলাদা। প্রয়োজনের বেশি প্রোটিন গ্রহণ করলে উপকার নয়, বরং ক্ষতিই হতে পারে।

পুষ্টিবিদদের মতে, সাধারণত একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক প্রোটিনের প্রয়োজন শরীরের প্রতি কেজি ওজন অনুযায়ী প্রায় ০.৮ গ্রাম। অর্থাৎ ৭০ কেজি ওজন হলে দিনে ৫৫৫৬ গ্রাম প্রোটিন যথে ষ্ট। অথচ অনেকেই ফিটনেসের নামে এর চেয়ে অনেক বেশি প্রোটিন খান, যা কিডনি ও লিভারের উপর চাপ ফেলতে পারে।

শিশু ও কিশোরদের শরীরের বৃদ্ধি দ্রুত ঘটে। ৪-৮ বছর বয়সে দিনে প্রায় ২০-২৫ গ্রাম, ৯-১৩ বছরে ৩০৩৫ গ্রাম প্রোটিন দরকার। ১৪-১৮ বছর বয়সে ছেলেদের প্রয়োজন ৫০-৫৫ গ্রাম, মেয়েদের ৪৫-৫০ গ্রাম। এই সময় ডিম, দুধ, ডাল, মাছ খাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

২০-৫০ বছর বয়সে কাজের চাপ ও শারীরিক সক্রিয়তা বেশি থাকে। পুরুষদের দিনে গড়ে ৫৫-৬০ গ্রাম, নারীদের ৪৫-৫০ গ্রাম প্রোটিন যথেষ্ট। যারা নিয়মিত ব্যায়াম করেন, তাদের প্রয়োজন কিছুটা বেশি হতে পারে। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের প্রোটিন চাহিদাও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি।

শীতে মুলা খেলে যেসব উপকার পাবেন

পরিচয় ডেস্ক: শীতের সহজলভ্য সবজি মুলা। এর দামও কম। এ সবজিতে অধিক পরিমাণে ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে। এ কারণে শীতে মুলা খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। একইসঙ্গে শীতকালীন সর্দি-কাশি থেকে সুরক্ষিত থ াকা যায়। আবার মুলায় থাকা উচ্চ মাত্রার ফাইবার কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং হজম প্রক্রিয়াকে উন্নত করে। এছাড়াও মুলার রয়েছে আরও স্বাস্থ্য উপকারিতা, যা অনেকেই জানেন না।

মুলার অন্যান্য স্বাস্থ্য উপকারিতা

মুলাতে পটাশিয়াম আছে। আর এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

অ্যান্থোসায়ানিনের একটি ভালো উৎস হলো মুলা, যা হার্টকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

মুলায় থাকা ভিটামিন সি ও ফসফরাসের মতো উপাদান ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে। ব্রণ নিরাময়েও সহায়তা করে এ সবজি।

মুলায় ক্যালোরি খুব কম থাকে এবং ফাইবার বেশি থাকে। তাই এটি ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। যারা প্রতিদিন সালাদ হিসেবে মুলা খান, তাদের দেহে কখনো ফাইবারের ঘাটতি থাকে না। ফাইবারের কারণে পাচনতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করে।

লিভার ও পাকস্থলীর বর্জ্য দূর করতে সাহায্য করে মুলা। পাশাপাশি রক্ত পরিশোধন করতেও ভূমিকা রাখে।

শীতে রোগ মোকাবিলায় পালংশাক

পরিচয় ডেস্ক: বাজারে এখন শীতের নানারকম শাকসবজি পাওয়া যাচ্ছে। এই সময় বিভিন্ন রকম রোগের প্রকোপও বাড়ে। শীতে সুস্থ থ াকতে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো জরুরি। সেক্ষেত্রে ডায়েটে রাখতে পারেন পালং শাক। নিয়মিত এই শাক খেলে নানা ধরনের উপকারিতা মেলে।

যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: পালং শাকের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং এ রয়েছে। এর ফলে সর্দি-কাশি থেকে দূরে থাকা সম্ভব। পালং শাকের মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট দেহের প্রদাহ মোকাবিলায় বিশেষ উপকারী।

হজমশক্তি বাড়ায়: পালং শাকের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফাইবার থাকায় তা হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এছাড়া পালংয়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ এবং উদ্ভিজ্জ এনজাইম থাকায় খাবার সহজেই হজম হয়।

ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখে: পালং শাকে থাকা ভিটামিন ই এবং আয়রন ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়। এই শাকে পানির পরিমাণ বেশি থাকায় শরীরে পানির ভারসাম্য বজায় থাকে। পালং শাকে উপস্থিত বিটা ক্যারোটিন চোখের নীচের ফোলা ভাব কমায়। সেই সঙ্গে ত্বকের শুষ্ক ভাব দূর করতে সাহায্য করে।

ক্লান্তি দূর করে: পালং শাকে থাকা আয়রন, ফোলেট এবং ম্যাগনেশিয়াম দেহে শক্তি বাড়ায়। এর ফলে ক্লান্তি দূর হয়।

ওজন নিয়ন্ত্রণ করে : শীতের সময়ে বিভিন্ন নিমন্ত্রণ- অনুষ্ঠানে খাওয়াদাওয়া বেশি হতে পারে। এতে ওজন বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। সে ক্ষেত্রে ওজন নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে পালং শাক। কম ক্যালোরি এবং ফাইবারে পূর্ণ হওয়ায় এই শাক ওজন বৃদ্ধি করে না।

দেশি কই মাছের ঝোল

পরিচয় ডেস্ক: সারা সপ্তাহ অফিস করে ছুটির দিনে রান্নাঘরে বেশি সময় কাটাতে মন চাইছে না? ইচ্ছাকেই না হয় এবার গুরুত্ব দিলেন। ছুটির দিনে গরম ভাতের সঙ্গে হালকা একটা তরকারি হলেই যথেষ্ট। রেঁধে ফেলুন দেশি কই মাছ।

উপকরণ: দেশি কই মাছ ৬টি, আলু ২টি, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদা ও রসুন বাটা এক চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনে গুঁড়া এক চা-চামচ করে, জিরা গুঁড়া আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচ পাঁচ-ছয়টি, ধনেপাতাকুচি দুই টেবিল চামচ, লেবুর রস এক চা-চামচ এবং সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি : লবণ, হলুদ ও লেবুর রস মেখে মাছ আধা ঘণ্টা রেখে দিন। এরপর ফ্রাইপ্যানে তেল গরম করে লালচে করে ভেজে তুলে নিন। এই তেলে মোটা কুচি করা আলু, লবণ ও হলুদ মেখে বাদামি করে ভেজে নিন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম করে পেঁয়াজ বাদামি করে ভেজে আদা ও রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনে গুঁড়া, লবণ এবং সামান্য পানি দিয়ে কষিয়ে নিন। এরপর আলু দিয়ে আবার কষিয়ে পরিমাণমতো ঝোলের পানি দিন। ফুটে উঠলে ভাজা মাছ দিয়ে ঢেকে দিন পাঁচ-সাত মিনিটের জন্য। পরে কাঁচা মরিচ, ধনেপাতাকুচি ও জিরা গুঁড়া দিয়ে নেড়েচেড়ে দুই-তিন মিনিট রান্না করে লবণ চেখে নামিয়ে নিন।

গোলাপি মুলা দিয়ে দেশি পুঁটি মাছ

পরিচয় ডেস্ক: বাড়িতে পুঁটি মাছ থাকলে অল্প মসলায় সুস্বাদু একটি পদ তৈরি করতে পারেন।

উপকরণ: দেশি পুঁটি মাছ ৩০০ গ্রাম, গোলাপি মুলা ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা ১ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া এক চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ফালি পাঁচ থেকে ছয়টি, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি: দেশি পুঁটি মাছ কেটে ধুয়ে লবণ দিয়ে মেখে রাখুন। মুলার খোসা ফেলে একটু বাঁকা গোল করে কেটে রাখুন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি সামান্য ভেজে আদা ও রসুন বাটা দিন। পরে অল্প পানি দিন। এবার হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া এবং লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। তারপর লবণ মাখা মাছ আবারও ধুয়ে কষিয়ে অন্য পাত্রে উঠিয়ে রাখুন। পরে মুলা কষিয়ে অল্প পানি দিন। ফুটে উঠলে কাঁচা মরিচ ফালি কষানো মাছ দিয়ে ২-৪ মিনিট রান্না করুন। শেষে লবণ দেখে ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে সুগন্ধি বের হলে নামিয়ে নিন। রেডি হয়ে গেল গোলাপি মুলা দিয়ে দেশি পুঁটি।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি Ittadi

ITTADI GARDEN & GRILL

73-07 37th Road Street, Jackson Heights NY 11372, Tel: 718-429-5555

শিম-টমেটো দিয়ে ইলিশের রসা

পরিচয় ডেস্ক: হালকা মসলায়ও সুস্বাদু করে ইলিশ রান্না করা যায়। এই গরমে হালকা মসলা ও উপকরণে ইলিশ মাছের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ: শিম ৫০০ গ্রাম, টমেটো ৩টি, ইলিশের টুকরা ৬ পিস, পেঁয়াজকুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা হাফ চা-চামচ, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া এক চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ফালি ৫-৬টি, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।

প্রণালি: শিম কেটে ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি হালকা ভেজে অল্প পানি দিন। পরে আদা-রসুন বাটা, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া এবং লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। তারপর শিম কষিয়ে নিন। কষানো হলে ঝোলের পরিমাণমতো পানি দিন। ফুটে উঠলে টমেটো ফালি দিন। আবারও ফুটে উঠলে কাঁচা ইলিশ মাছের টুকরা দিন। এবার ঢাকনাসহ রান্না করুন ৪-৫ মিনিট। শেষে কাঁচা মরিচ ফালি আর ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল শিম-টমেটো দিয়ে ইলিশের রসা।

সরিষার তেলে বিফ তেহারি

পরিচয় ডেস্ক: অফিস সেরে বাড়ি ফিরেছেন, তখনই যদি জানতে পারেন দলবেঁধে আত্মীয়রা বাড়ি আসছে; তাহলে চটজলদি কী করবেন তাই ভাবতে না বসে রেঁধে ফেলুন সরিষার তেলে বিফ তেহারি।

উপকরণ : গরুর মাংস ১ কেজি, চিনিগুঁড়া চাল ১/২ কেজি, দুধ ১/২ কাপ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি দেড় কাপ, শুকনা মরিচ গুঁড়া ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদ অনুযায়ী, সরিষার তেল ১ কাপের চেয়ে সামান্য কম, তেহারি মসলা ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ১০/১২টি, ছোট আলু সেদ্ধ ২ কাপ।

তেহারি মসলার উপকরণ : আস্ত ধনে ১ টেবিল চামচ, আস্ত জিরা ১ টেবিল চামচ, এলাচ ১০/১২টি, ২ ইঞ্চি দারুচিনি ৬-৭টি, কালো গোলমরিচ ৭-৮টি, তেজপাতা ৩টি, একটি জায়ফলের ৪ ভাগের ১ ভাগ, জয়ত্রী ২ টুকরা। সব উপকরণ শুকনা তাওয়ায় ভেজে গুঁড়া করে নিতে হবে।

প্রণালি : দুধের সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে রেখে দিতে হবে ১০ মিনিট । এরপর মাংসের সঙ্গে এই মিশ্রণ এবং স্বাদ অনুযায়ী লবণ মিশিয়ে রেখে দিতে হবে ১/২ ঘণ্টা। চুলায় ১/২ কাপ তেল দিয়ে তাতে ১ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ দিয়ে হালকা বাদামি করে ভেজে নিতে হবে । এবারে এতে আদা বাটা, রসুন বাটা, শুকনা মরিচ গুঁড়া দিয়ে কষিয়ে নিয়ে ম্যারিনেট করে রাখা মাংস দিয়ে দিতে হবে । তেল ওপরে উঠে এলে সেদ্ধ করে রাখা আলু দিয়ে দিতে হবে। তিন কাপ গরম পানি দিয়ে ঢেকে মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে। নামানোর আগে তেহারি মসলা ১ টেবিল চামচ ছড়িয়ে দিয়ে নামাতে হবে। আরেকটি পাত্রে ১/৪ কাপ সরিষার তেলের সাথে ১/৪ কাপ পেঁয়াজ হালকা বাদামি করে ভেজে নিতে হবে। এবারে এতে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখা চাল এবং লবণ দিয়ে ভেজে নিতে হবে ৫ মিনিট। চার কাপ ফুটন্ত পানি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে পাঁচ মিনিট। এর মধ্যে রান্না করা মাংস মিশিয়ে দমে রাখতে হবে ২০ মিনিট। ২০ মিনিট পর ঢাকনা খুলে গরম গরম পরিবেশন করুন ।

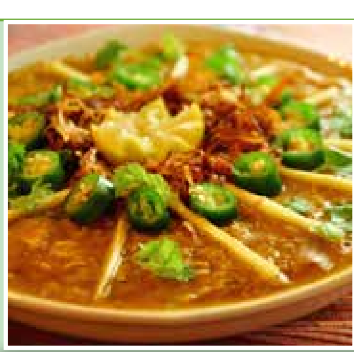
ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

G HALAL
Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432,
UNDER RENOVATION
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তৈরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

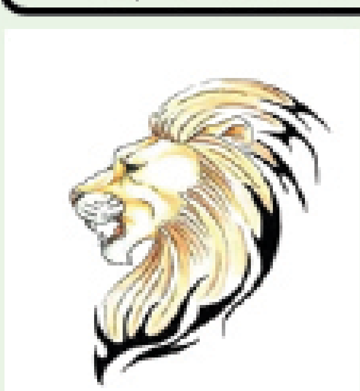

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION** (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

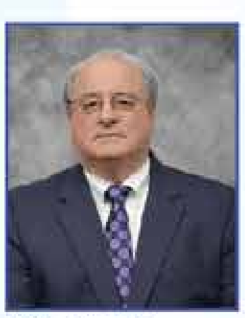
Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

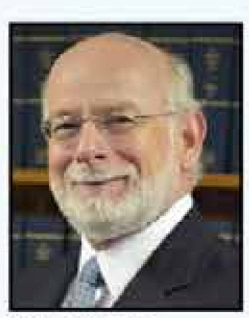
Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান উত্তেজনায় কূটনৈতিক খেল দেখাচ্ছে

১৪ পৃষ্ঠার পর

রাষ্ট্র ভাঙনের দিকে নিয়ে যায়। উপসাগরীয় দেশগুলোর লক্ষ্য ইরানের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নাটকীয়ভাবে বদলে দেওয়া নয়, বরং এমন বিশৃঙ্খলা এড়ানো, যা ব্যয়বহুল, অনিশ্চিত এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। এই মূল্যায়ন শুধু কাতারের নয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সৌদি আরব ও ওমানও সংলাপ ও আস্থাবর্ধক পদক্ষেপের মাধ্যমে তেহরানের সঙ্গে উত্তেজনা কমানোর পথে হাঁটছে। তাদের উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বকে সামরিক উত্তেজনার ঝুঁকি বোঝানোর চেষ্টা ছিল এই অঞ্চলের সামগ্রিক মনোভাবের প্রতিফলন।

এই প্রেক্ষাপটে কাতারের মধ্যস্থতা আঞ্চলিক বিশৃঙ্খলা ঠেকানোর একটি বাস্তব পথ দেখায়। যোগাযোগ চালু রাখা, সীমিত সমঝোতা সম্ভব করা এবং চরমপন্থী কৌশল নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে দোহা ভুল হিসাবের ঝুঁকি কমাতে চায়। এসব উদ্যোগ চোখে পড়ার মতো বড় সাফল্য আনে না এবং অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবেই আড়ালে থাকে। কিন্তু এসব না থাকলে সংঘাত আরও সহজেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত।

একটি ক্রমবর্ধমান মেরুকৃত অঞ্চলে উত্তেজনা কমানোর মূল্য সহজেই অবমূল্যায়িত হয়। এটি সামরিক শক্তির প্রদর্শনের মতো দৃশ্যমান নয়, কিংবা কঠোর প্রতিরোধের মতো সরলও নয়। তবু ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে কাতারের ভূমিকা দেখায় যে সীমিত, ধীর এবং অসম্পূর্ণ হলেও কূটনীতিই এখনো এমন একটি উপায়, যা বড় যুদ্ধ এড়াতে পারে। যে অঞ্চলে যুদ্ধের মূল্য কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে না, সেখানে কাতারের এই ভূমিকা হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই।

সুলতান আল-খুলাইফি কনফ্লিক্ট অ্যান্ড হিউম্যানিটারিয়ান স্টাডিজ সেন্টারের জ্যেষ্ঠ গবেষক, কাতার, আল-জাজিরা থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

যুক্তরাষ্ট্র জামায়াতকে নিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠল কেন

১৪ পৃষ্ঠার পর

সমষ্টিগত অগ্রগতিকে ঠেলতে থাকে পেছন দিকে। সকলকে পিছিয়ে দিয়ে নিজেরা এগোতে চায়। নিজেরা নয়, চূড়ান্ত বিচারে প্রত্যেক মৌলবাদীই ব্যক্তিগত, নিজের জন্য কাজ করছে; নিজের মুক্তি ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। মৌলবাদীরা আবার ভোগবাদীও বটে, তাদের স্বর্গ ভোগের উপকরণ দিয়ে ঠাসা। পুঁজিবাদীদের স্বর্গের সঙ্গে তাদের স্বর্গের মৌলিক কোনো ব্যবধান নেই। পুঁজিবাদের আদর্শিক মুখচ্ছবি দুটি। একটি উদারনৈতিক, অপরটি ফ্যাসিবাদী; উদারনীতি অত্যন্ত ভদ্র, ফ্যাসিবাদ ভয়ংকররূপে আক্রমণাত্মক। ভেতরে তাদের আবার একই কারবার। উদারনীতি ভান করে নিরপেক্ষতার কিন্তু সংসারে নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই, বিশেষ করে সেই পরিস্থিতিতে, যেখানে লড়াই চলছে শুভের সঙ্গে অশুভের, ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে সমষ্টিগত মঙ্গলের। এই যুদ্ধে উদারনীতি যদি বলে সে নিরপেক্ষ তাহলে বুঝতে অসুবিধা কোথায় যে আসলে সে ব্যক্তির পক্ষেই, সমষ্টির পক্ষে নয়। উদারনীতি অবাধ প্রতিযোগিতায় বিশ্বাস করে, যার অর্থ সে প্রবলের সমর্থক, দুর্বলের বিপক্ষে।

ফ্যাসিবাদও তাই; সেও প্রবলকে বিকশিত করতে চায়, দুর্বলকে লাঞ্ছিত করে। দুয়ের মধ্যে তফাত ওই ভদ্রতারই। ফ্যাসিবাদ ভদ্রতার ধার ধারে না, সে নগ্ন উন্মোচিত, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রতি তার সমর্থনটা উগ্র ও প্রত্যক্ষ, রাখঢাক করে না, উদাহরণ ট্রাম্প। ধর্মীয় ফ্যাসিবাদীরাও পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকেই রক্ষা করতে চায়, তারাও ব্যক্তিস্বার্থ দেখে, সমষ্টি স্বার্থের বিপরীতে। তারাও উগ্র, তারাও ভয়ংকর।

মৌলাবাদী ও পুঁজিবাদীরা যে পরস্পরের আপনজন, সেটা পরিষ্কার হয় সমাজতন্ত্রের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা লক্ষ্য করলে। উভয়েই সমাজতন্ত্রবিরোধী। তার কারণ সমাজতন্ত্র ব্যক্তিকে বড় করে তোলে না; ব্যক্তিকে সে রক্ষা করতে চায় সমষ্টিকে বিকশিত করে। একের বোঝা সে দশের ওপর চাপায় না; বোঝাটিকে দশের সম্পত্তিতে পরিণত করে, যাতে দশজনই চলতে পারে সমান বেগে, অগ্রগতি ঘটে সকলের। পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রকে শত্রু মনে করে; পুঁজিবাদ চায় অল্পলোকের মঙ্গল, অন্য সকলের শোষণ ঘটিয়ে। ধর্মীয় মৌলবাদ বলে সমাজতন্ত্রকে সে ঘৃণা করে, কারণ সমাজতন্ত্র হচ্ছে বস্তুবাদী। কিন্তু মৌলবাদীরাও ভেতরে ভেতরে বস্তুবাদীই, তারাও সুখ চায়, যে সুখ বস্তুর দখলদারির ওপর নির্ভর করে, যে জন্য তালেবানরা মাদ্রাসায় থাকে না, অস্ত্র হাতে নিয়ে সিংহাসন দখলে লিপ্ত হয়। আর বিশ্বের সর্বত্রই দেখা যায়, দেখা গেছে অতীতেও যে, ধর্মীয় মৌলবাদীরা ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে পবিত্র বলে মনে করে; ধনী ধনীই থাকবে, যেমন গরিব থাকবে গরিব, তারা শুধু দেখে সকলেই তাদের প্রচারিত ধর্মের পথে আসে কিনা, নাকি বিচ্যুত হচ্ছে।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

ভোটের মাঠে আওয়ামী নেতাদের ডিমান্ড, রুমিনের হাঁস

১৬ পৃষ্ঠার পর

হয়তো খুশি হবেন, কিন্তু তাঁরা দল বেঁধে বিএনপিকে ভোট দিতে যাবেন কি না, তা দেখার কৌতূহল অনেকেরই থাকবে।

প্রচারে আওয়ামী লীগ নেতাদের ডিমান্ড বাড়ছে

নির্বাচনের প্রচারে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের বেশ ডিমান্ড আছে। যদিও আওয়ামী লীগ নির্বাচন করতে পারছে না, তবে স্থানীয় অনেক নেতা অন্য দলগুলোর পক্ষে বিভিন্ন সভাসমিতিতে বক্তব্য রাখছেন।

সম্প্রতি শরীয়তপুর-৩ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মিয়া নুরুদ্দিন আহম্মেদ অপুর পক্ষে নির্বাচনী সভার আয়োজন করে স্থানীয় বিএনপি। সভায় বিএনপি প্রার্থী অপুকে সমর্থন জানিয়ে মহিষার ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম চৌকিদার বক্তব্য দেন। তিনি 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' বলে বক্তৃতা শেষ করেন।

জামায়াতে ইসলামীও পিছিয়ে নেই। কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনে জামায়াতের নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহেরের জনসভায় বক্তৃতা করেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা সালাউদ্দিন আহমেদ। নায়েবে আমির বলেন, 'সালাউদ্দিনের বাবা এই এলাকায় আমার অভিভাবক ছিলেন। সে কী বলতে চেয়েছে, আপনারা বুঝেছেন তো? কোথায় ভোট দেওয়ার কথা বলেছে, আপনারা বুঝে নিয়েন।'

রুমিনের হাঁস ধানের শীষ খেয়ে বড় হচ্ছে

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রুমিন ফারহানা কিছুদিন আগেও ছিলেন বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক। বিএনপির জোট-কৌশলে তিনি মনোনয়ন থেকে ছিটকে পড়েন, এখন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে নির্বাচন করছেন। তিনি যে নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে হাঁস পেলেন, সেটা নিয়ে অনেকেই অনেক কৌতুক করেছেন। এখন বিষয়টা পরিষ্কার হলো। তাঁর সঙ্গে বিএনপির অনেক স্থানীয় নেতা-কর্মী হাঁসের পেছনে দাঁড়িয়েছেন। বলা যায়, ধানের শীষের ধান খেয়েই হাঁস বড় হচ্ছে। ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার বাবা অলি আহাদ ছিলেন বায়ান্নর ভাষাসৈনিক ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ।

অনেকে বলছেন, রুমিন ফারহানার রাজনৈতিক নক্ষত্র সামনে আরও উজ্জ্বল হতে পারে। যদি বিএনপি ক্ষমতায় যায় এবং রুমিন নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেন, তাঁর হাঁস হয়তো তখন সোনার ডিম দিতে শুরু করবে। হাজার হোক, ধানের শীষের ধান খেয়ে বড় হওয়া হাঁস!

সাবেক স্বামীস্ত্রীর লড়াই এবং ফ্যামিলি ফিউড

স্বামীস্ত্রীর লড়াই হচ্ছে। আপনি বলবেন, এ আর নতুন কী, সেটা তো সব ঘরেই হচ্ছে! তা ঠিক, কিন্তু সেই লড়াই যখন ঘরের বাইরে চলে আসে, তখন খবর হয়ে যায়। কুড়িগ্রাম-৪ (চিলমারী-রৌমারী-রাজীবপুর) আসনের নির্বাচনী মাঠে এবার দেখা গেছে এক ব্যতিক্রমী চিত্র। একই আসনে সাবেক স্বামী ও স্ত্রী ভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাঁরা দুইজন সাবেক স্বামী ও স্ত্রী হলেও বর্তমান স্বামীস্ত্রীর মধ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার নজির অতীতে অনেকবার দেখা গিয়েছে।

জাতীয় পার্টি (লাঙ্গল) থেকে প্রার্থী হয়েছেন কে এম ফজলুল মণ্ডল। তিনি রৌমারী উপজেলার চরশৌলমারী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বলে জানা গেছে। অন্যদিকে তাঁর সাবেক স্ত্রী মোছা. শেফালী বেগম বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি) থেকে সংসদ সদস্য পদে নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন।

নির্বাচন নিয়ে একই পরিবারে একাধিক ধারা বা ফ্যামিলি ফিউড নতুন কিছু নয়। তবে এই পরিবার সাবেক তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের হওয়ায় আলোচনা আরও বেশি। মাহফুজ আলমের বড় ভাই মাহবুব আলম লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপির) শাপলা কলি প্রতীকে জামায়াত ঐক্যজোটের হয়ে নির্বাচন করছেন। তাঁর বাবা আজিজুর রহমান ওই আসনের বিএনপির প্রার্থী শাহাদাত হোসেন সেলিমের পক্ষে পথসভা করে তাঁর পক্ষে ভোট চাইছেন। বাবা বলেছেন, পরিবার ও রাজনীতি ভিন্ন। মাহফুজ আলম কোন দলের এবং কাকে সমর্থন করবেন, তা এখনো জানা যায়নি। তিনি আগেই বলে দিয়েছেন, এনসিপি যেহেতু জামায়াতের সঙ্গে জোট করছে, তাই তিনি এনসিপির সঙ্গে নেই।

জি এম কাদেরের হিজড়াবিপত্তি

জাতীয় পার্টি শেষ পর্যন্ত নির্বাচন করার সুযোগ পেল। তারা ভয়ভীতি নিয়ে ১৯৬ আসনে নির্বাচন করছে। নুরুল হক নুরুর গণ অধিকার পরিষদ ও এনসিপির কর্মীদের বিরোধিতার কারণে প্রতিটি আসনেই জাতীয় পার্টির কিছুটা ভয়ভীতি আছে। তবে রংপুর-৩ আসনে জি এম কাদেরের চ্যালেঞ্জ আরও বড়। সেখানে তৃতীয় লিঙ্গ উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি মোছা. আনোয়ারা ইসলাম রানী দ্বিতীয়বারের মতো সংসদ নির্বাচনের মাঠে নেমেছেন। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনেও রংপুর-৩ আসনে ঈগল প্রতীকে নির্বাচন করে তিনি দ্বিতীয় হয়েছিলেন এবং ২৩ হাজার ৩৩৯ ভোট পেয়েছিলেন। এবার আনোয়ারা ইসলাম রানী নির্বাচন করছেন হরিণ প্রতীকে। তবে গতবারের মতোই রানীর বিরুদ্ধে নির্বাচনটা কাদেরের জন্য একটু ট্রিকি বা নাজুক হতে পারে; কারণ, তিনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সদস্য।

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন

আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

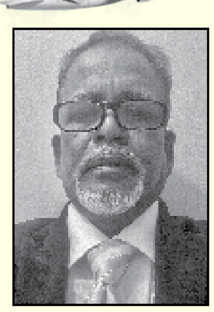

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

VOTE FOR
MARY
FEBRUARY 3rd
EARLY VOTING JAN 24 - FEB 01
PAID FOR BY MARY JOBAIDA FOR ASSEMBLY
DEMOCRAT RUNNING AS AN
INDEPENDENT ON THE PEOPLE FIRST PARTY
AFFORDABLE INCLUSIVE NEW YORK
PLEASE SUPPORT
SCAN HERE TO DONATE
LONG ISLAND CITY|ASTORIA
MARY★JOBAIDA
FOR
NYS ASSEMBLY DISTRICT-36
WWW.MARYFORASSEMBLY.COM

বিগত নির্বাচনে শুধু কেঁদেছি, এবার

৯ পৃষ্ঠার পর

জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১১টায় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার সালান্দর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে এক নির্বাচনী পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন। পথসভায় মির্জা ফখরুল বলেন, “আমি আপনাদের পরিচিত মানুষ। ১৯৮৬ সাল থেকে আপনারা আমাকে চেনেন। তখন আমি পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলাম। আজ পর্যন্ত কেউ আঙুল তুলে বলতে পারবে না যে, আমি আপনাদের আমানতের খেয়ানত করেছি।চ

নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তিনি বলেন, “আমি রাজনীতি করেছি বাপ-দাদার জমি বিক্রি করে। ঢাকায় যে গাড়ি ব্যবহার করি, সেটি ২০ বছর আগের। আজ যে গাড়িতে এসেছি, সেটিও আমার নয়ড়একজন সমর্থকের।চ ভোটারদের উদ্দেশে বিএনপি মহাসচিব বলেন, “আপনারা অনেক বছর ভোট দিতে পারেননি। এবার সুযোগ এসেছে। আমাকে ধানের শীষে ভোট দিলে আমি সংসদে গিয়ে আপনাদের জন্য কাজ করতে পারব। আমি কাজ করা মানুষ।চ তিনি আরও বলেন, “আমরা ভিক্ষা নিয়ে বাঁচতে চাই না, আমরা কাজ করে বাঁচতে চাই। ঠাকুরগাঁওয়ে অনেক উন্নয়ন করতে হবে। আমাদের মা-বোন ও যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষিত করে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে হবে।চ

পথসভায় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতাকর্মীসহ বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার

৯ পৃষ্ঠার পর

বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন,ওআজ থেকে প্রায় আড়াই বছর আগে যখন স্বৈরাচার এ দেশের মানুষের কাঁধের ওপর চেপে বসেছিল, সেই সময় বিএনপি ৩১ দফার সংস্কার প্রস্তাব জনগণের সামনে পেশ করেছিল। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার আসার পর তারা যে সংস্কার কমিশন গঠন করেছে, সেখানেও আমরা আমাদের প্রস্তাবনা দিয়েছিৎ

তিনি আরও যোগ করেন,ওসংস্কারের অনেক বিষয়ে মিল থাকলেও কিছু বিষয়ে আমাদের দ্বিমত আছে। তবে আমরা কোনো লুকোছাপা করিনি, জনগণের সামনে প্রকাশ্যে বলেছি কোনটিতে আমাদের সম্মতি আছে আর কোনটিতে ডিজঅ্যাগ্রিমেন্ট [দ্বিমত] আছেৎ

আন্দোলনের শহীদদের স্মরণ করে তারেক রহমান বলেন,ওমানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য রংপুরের আবু সাইদ ও চট্টগ্রামের ওয়াসিমসহ হাজারো মানুষ জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদের এই আত্মত্যাগের মূল্যায়ন করতে হলে মানুষের ভোটের অধিকার, কথা বলার অধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা যে “জুলাই সনদেচ স্বাক্ষর করেছি, তাকে আমাদের অবশ্যই সম্মান করতে হবেৎ

দেশের প্রকৃত পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন,ও৫ আগস্ট দেশে পরিবর্তন এসেছে। মানুষ এখন ভাগ্যের পরিবর্তন চায়। শুধু বড় বড় ফ্লাইওভার বা বিল্ডিং নয়, মানুষের প্রয়োজন কর্মসংস্থান এবং নিরাপত্তা। মানুষ চায় নির্বিঘ্নে রাস্তায় হাঁটতে এবং শান্তিতে ঘুমাতেৎ

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি আশ্বস্ত করে বলেন,ওনিরাপদ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে আপনাদের সমর্থন প্রয়োজন। বিএনপির অতীত ইতিহাস আছে কীভাবে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। ইনশাআল্লাহ, আপনাদের সমর্থনে বিএনপি আবারও সেই নিরাপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলবেৎ

বিশাল এই জনসভায় রংপুর বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে হাজার হাজার নেতা-কর্মী ও সাধারণ মানুষ সমবেত হন। বক্তারা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিএনপির অঙ্গিকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্র বিস্ফোরণ:

৮ পৃষ্ঠার পর

স্ট্যান্ডার্ডকে নিশ্চিত করেছেন পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান রেজানুর রহমান। যদিও বাংলাদেশ প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল, তবে ট্রাইব্যুনাল এর চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কম অর্থ দেওয়ার আদেশ দিয়েছে। পেট্রোবাংলার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, তারা এখনো রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি পাননি, তবে রায়ের একটি সারসংক্ষেপ পেয়েছেন। গত মঙ্গলবার বাপেক্সের এক বোর্ড সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

পেট্রোবাংলা চেয়ারম্যান রেজানুর রহমান বলেন,ওএটি একটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিষয়। আমরা পূর্ণাঙ্গ রায় হাতে পেলে সেটি আইনি মতামতের জন্য অ্যাটর্নি জেনারেলের কার্যালয়ে পাঠাব এবং সেই অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেৎ উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে কানাডা-ভিত্তিক নাইকো রিসোর্সেসের সহযোগী প্রতিষ্ঠান নাইকো রিসোর্সেস (বাংলাদেশ) লিমিটেড ফেনী ও ছাতক গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেড (বাপেক্স)-এর সাথে একটি যৌথ অংশীদারিত্ব চুক্তি সই করে। একটি পৃথক চুক্তির আওতায় ফেনী গ্যাসক্ষেত্র থেকে উত্তোলিত গ্যাস ক্রয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল পেট্রোবাংলা।

তবে ছাতকের টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে খনন কাজ চালাতে গিয়ে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে। ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে একটি কূপ খননের সময় প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে এবং একই বছরের জুনে দ্বিতীয় দফায় আবার বিস্ফোরণ হয়। এই ঘটনায় গ্যাসক্ষেত্রের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি প্রাণহানি এবং মারাত্মক পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটে।

পরবর্তীতে সরকারি তদন্তে নাইকোর খনন প্রক্রিয়ায় গুরুতর ত্রুটি পাওয়া যায়। এর প্রেক্ষিতে লোকসানের ক্ষতিপূরণ চেয়ে নাইকোর বিরুদ্ধে বাংলাদেশি আদালতে মামলা করে পেট্রোবাংলা।

বিস্ফোরণের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস, পরিবেশগত ক্ষতি এবং অর্থনৈতিক লোকসানের কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশ বাপেক্সের জন্য ১১৮ মিলিয়ন ডলার এবং সরকারের জন্য অতিরিক্ত ৮৯৬ মিলিয়ন ডলার মিলিয়ে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল।

মেলানিয়া ট্রাম্পের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্রে

৭ পৃষ্ঠার পর

হয় মেলানিয়া ট্রাম্পের জীবন ও ভূমিকা নিয়ে নির্মিত একটি তথ্যচিত্রের প্রিমিয়ার অনুষ্ঠানের। সেখানেই বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে আমন্ত্রিত ছিলেন এআর রহমান। এ সময় প্রিমিয়ারে উপস্থিত ছিলেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো, জনপ্রিয় র্যাপার ওয়াকা ফ্লকা ফ্লেম এবং জর্ডান বেলফোর্টড়যার জীবন অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে ‘দ্য উলফ অফ ওয়াল স্ট্রিট’। সেই প্রিমিয়ারে যোগ দিতেই যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এআর রহমান।

এ ছাড়া রাজনৈতিক অঙ্গনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের মধ্যেও উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক সিটির সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামস, যুক্তরাষ্ট্রের সেকেন্ড লেডি উষা ভ্যান্স, স্বাস্থ্যসচিব রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র ও রাজস্বসচিব স্কট বেসেন্ট। এমন তারকাখচিত আয়োজনে এআর রহমানের উপস্থিতি যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

‘মেলানিয়া’ শিরোনামের সেই তথ্যচিত্রটি শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাচ্ছে। তথ্যচিত্র ‘মেলানিয়া’-তে ফার্স্টলেডির ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবন তুলে ধরা হয়েছে। এতে তাকে শুধু ফ্যাশন আইকন বা কূটনৈতিক চরিত্রেই নয়, বরং ডোনাল্ড ট্রাম্পের একজন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা হিসেবেও দেখানো হয়েছে।

এ তথ্যচিত্র নির্মাণে আমাজনের এমজিএম স্টুডিওর সাথে প্রায় ৪০ মিলিয়ন ডলারের চুক্তি হয়েছে। তথ্যচিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্যে দেখা যায়, প্রেসিডেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ পোশাকে মেলানিয়া নিরাপত্তারক্ষীদের নির্দেশনা দিচ্ছেন।

শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে দেড় হাজারের বেশি প্রেক্ষাগৃহে তথ্যচিত্রটি মুক্তি পাওয়ার কথা। তবে মুক্তির আগ পর্যন্ত অগ্রিম টিকিট বিক্রি আশানুরূপ হয়নি। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত মাত্র তিনটি টিকিট বিক্রির খবর পাওয়া গেছে। এমন পরিস্থিতিতেই প্রিমিয়ারে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন অস্কারজয়ী সুরকার এআর রহমান।

যুক্তরাষ্ট্রের চাওয়া পূরণ না করলে

৭ পৃষ্ঠার পর

পর তিনি সিনেট কমিটির সামনে কথা বলতে রাজি হয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযানের বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসন মার্কিন আইনপ্রণেতাদের সঙ্গে ছলনা করেছে এবং শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতার সীমাহীন ব্যবহার করেছে।

ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে ৩ জানুয়ারি প্রাণঘাতী সামরিক অভিযান চালিয়ে দেশটির বামপন্থী প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে তুলে নিয়ে যায় মার্কিন বাহিনী। তাঁদের কারাকাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে নেওয়া হয়।

বিচারের অপেক্ষায় থাকা মাদুরো দম্পতিকে নিউইয়র্কের একটি আটককেন্দ্রে রাখা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র মাদক পাচার-সংক্রান্ত অভিযোগ করেছে। যদিও তাঁরা এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

প্রস্তুত করা বক্তব্যে কারাকাসে সামরিক অভিযান চালানোর বিষয়ে দৃঢ় সাফাই গেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। মার্কো রুবিও বলছেন, যুক্তরাষ্ট্র ‘দুজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে’। তিনি মাদুরোকে ‘আইনসম্মত রাষ্ট্রপ্রধান নয়, বরং অভিযুক্ত একজন মাদক কারবারি’ বলে উল্লেখ করেছেন।

‘কোনো মার্কিন নাগরিকের প্রাণহানি কিংবা সামরিক দখলদারত্ব ছাড়াই’ এ অভিযান শেষ করা হয়েছেড়যোগ করেন রুবিও। তিনি আরও বলেন, ‘ইতিহাসে এমন নজির খুব কমই আছে, যেখানে অল্প বিনিয়োগে এত বড় সাফল্য অর্জন করা গেছে।’

ভেনেজুয়েলার কর্মকর্তারা জানিয়েছে, মার্কিন সামরিক অভিযানের সময় প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে গিয়ে শতাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ভেনেজুয়েলার পাশাপাশি কিউবার নাগরিকও রয়েছেন।

ভেনেজুয়েলার নির্বাচনে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের পক্ষ থেকে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ থাকায় যুক্তরাষ্ট্র ও অধিকাংশ পশ্চিমা দেশ নিকোলা মাদুরোকে বৈধ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি।

মাদুরোকে তুলে নেওয়ার পর ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন দেলসি রদ্রিগেজ। তিনি মাদুরোর সরকারে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাওয়া, দেলসি রদ্রিগেজ মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর স্বার্থ রক্ষায় কাজ করবেন।

ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর অ্যামি

৭ পৃষ্ঠার পর

করি, এই মুহূর্তে প্রয়োজন সাহস, সহনশীলতা এবং একে অপরের প্রতি বিশ্বাস। আমি বিশ্বাস করি আমাদের সঠিক জিনিসের জন্য রুখে দাঁড়াতে হবে। এবং যা ভুল, তা ঠিক করতে হবে। আজ, আমি গভর্নর পদের জন্য আমার প্রার্থিতা ঘোষণা করছি।” তিনি একটি ভিডিও বার্তায় আরও বলেন: “এই সময়ে এমন নেতার প্রয়োজন যারা রুখে দাঁড়াতে পারবেন এবং এই প্রশাসনের রাবার স্ট্যাম্প হবেন না, বরং যারা সাধারণ ঐকমত্য খুঁজে বের করতে এবং আমাদের রাজ্যের সমস্যাগুলো সমাধান করতে ইচ্ছুক।” তার প্রার্থিতাকে স্থিতিশীল নেতৃত্বের আহ্বান হিসেবে তুলে ধরে ক্লোবুচার বলেন, মিনেসোটার এমন কাউকে প্রয়োজন যিনি আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারবেন, জননিরাপত্তা রক্ষা করতে পারবেন এবং রাজনৈতিক বিভেদকে আরও গভীর না করে ফেডারেল সরকারের ক্ষমতার অপব্যবহারের মোকাবিলা করতে পারবেন। তিনি বলেন, “আমি সিনেটে আমার কাজ পছন্দ করি, কিন্তু আমি যেকোনো চাকরির চেয়ে আমাদের রাজ্যকে বেশি ভালোবাসি।”

ক্লোবুচারের এই ঘোষণাটি এমন এক সময়ে এসেছে যখন মিনেসোটায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে, যা ফেডারেল সরকারের আগ্রাসী অভিবাসন প্রয়োগ প্রচেষ্টা এবং রাজ্যজুড়ে সম্প্রদায়গুলোকে নাড়িয়ে দেওয়া ধারাবাহিক সহিংস ঘটনার দ্বারা ইন্ধন পেয়েছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে, মিনিয়াপলিসে ফেডারেল এজেন্টদের গুলিতে দুই মিনেসোটাবাসী ড় রেনি গুড এবং অ্যালেক্স প্রেটি ড় নিহত হয়েছেন, যা প্রতিবাদ এবং অভিবাসন কৌশল নিয়ে নতুন করে তদন্তের জন্ম দিয়েছে। ক্লোবুচার বারবার ফেডারেল কর্মকর্তাদের এই বৃদ্ধির সমালোচনা করে বলেছেন যে আইসিই (ওঈঊ) “আমাদেরকে কম নিরাপদ করে তুলছে” এবং এর কার্যক্রমকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে অভিহিত করেছেন।

চার মেয়াদের সিনেটর (২০০৬ সালে প্রথম সিনেটে নির্বাচিত) এবং হেনেপিন কাউন্টির প্রাক্তন অ্যাটর্নি ক্লোবুচার প্রভাবশালী ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রবেশ করেছেন। তার দল থেকে কোনো বড় প্রতিদ্বন্দ্বী এগিয়ে আসেননি এবং রাজ্যজুড়ে তার দীর্ঘদিনের বিজয়ের রেকর্ড প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিরুৎসাহিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে। নির্বাচিত হলে, ক্লোবুচার মিনেসোটার প্রথম মহিলা গভর্নর হবেন। সিনেট থেকে তার সরে যাওয়ার ফলে বর্তমান গভর্নর একটি বিশেষ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত একজন অস্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন। ২০৩০ সালের আগে সিনেটে পুনর্নির্বাচনের জন্য তিনি প্রার্থী হচ্ছেন না।

তার প্রচারণার ভিডিওতে ক্লোবুচার রাজ্যের সাম্প্রতিক দুর্দশাগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন, যার মধ্যে গত গ্রীষ্মে মিনিয়াপলিস এলাকার একটি গির্জায় গণ গুলিবর্ষণ এবং প্রাক্তন স্টেট হাউস স্পিকার মেলিসা হর্টম্যান ও তার স্বামীর হত্যাকাণ্ড অন্তর্ভুক্ত। ক্লোবুচার রাজ্যের কর্মসূচিগুলোতে কথিত দুর্নীতির মোকাবিলা করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যে বিষয়টি ওয়ালজের নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর একটি কারণ ছিল। ‘ফিডিং আওয়ার ফিউচার’-কে কেন্দ্র করে একটি বিশাল শিশু যত্ন এবং অলাভজনক সংস্থার জালিয়াতি প্রকল্পের তদন্ত জাতীয় মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাজনৈতিক আক্রমণের ইন্ধন জুগিয়েছে। ক্লোবুচার বলেছেন যে তিনি কঠোরভাবে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবেন, এই অঙ্গীকার করে যে “যারা করদাতাদের অর্থ চুরি করে তারা জেলে যাবেচ এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের অপব্যবহার রোধ করতে রাজ্যের ব্যবস্থাগুলো ঢেলে সাজানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

গভর্নর পদপ্রার্থী নির্বাচনটি বেশ প্রতিযোগিতামূলক হতে চলেছে। রিপাবলিকানরা ইতিমধ্যেই একটি জনাকীর্ণ প্রাথমিক নির্বাচনের মুখোমুখি, যেখানে প্রাক্তন স্টেট সিনেটর স্কট জেনসেন, মাইপিলো-র সিইও মাইক লিন্ডেল, হাউস স্পিকার লিসা ডেমুথ, প্রতিনিধি ক্রিস্টিন রবিন্স এবং ব্যবসায়ী কেন্ডাল কোয়ালস অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। মিনেসোটা প্রায় ২০ বছরে কোনো রিপাবলিকান গভর্নরকে নির্বাচিত করেনি, কিন্তু রিপাবলিকান নেতারা রাজ্যের সাম্প্রতিক অস্থিরতার মধ্যে একটি সুযোগ দেখতে পাচ্ছেন।

মিনেসোটায় সীমান্ত প্রয়োগ অভিযান

৭ পৃষ্ঠার পর

বসবাসকারী ব্যক্তিরাও ফেডারেল আইনের অধীনে ব্যবস্থার সম্মুখীন হতে পারেন। হোম্যানের মতে, নিরাপত্তা ও দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োগ প্রোটোকলগুলিতে সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে, যার মধ্যে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ বন্দীদের মুক্তির সময় কাউন্টি জেল থেকে উন্নত বিজ্ঞপ্তি প্রদানের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন, এই সমন্বয় ফেডারেল এজেন্টদের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে হেফাজতে নেওয়ার সুযোগ করে দেয়, যা কর্মকর্তা, বন্দী এবং জনসাধারণের ঝুঁকি হ্রাস করে। মার্কিন শুল্ক ও সীমান্ত সুরক্ষা বিভাগসহ অতিরিক্ত ফেডারেল কর্মী মোতায়েনকে কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে পরিচালিত হুমকি ও সহিংসতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হোম্যান বলেন, পরিস্থিতি স্থিতিশীল হলে সম্পদের স্তর পুনরায় মূল্যায়ন করা হবে।

হোম্যান পুনর্ব্যক্ত করেন যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জে. ট্রাম্পের প্রশাসন সব পক্ষের জীবনহানি রোধ করার চেষ্টা করার পাশাপাশি অভিবাসন প্রয়োগের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে। তিনি কঠিন পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করার জন্য ফেডারেল কর্মকর্তাদের প্রশংসা করেন এবং বৃহত্তর সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নতির কথা তুলে ধরেন, যা প্রশাসনের মতে মানব পাচার, মাদক চোরাচালান এবং প্রাণহানি হ্রাস করেছে। মার্কিন করদাতাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ঝুঁকির মুখে থাকায় এবং শরণার্থীদের জন্য এক ডজনেরও বেশি কল্যাণমূলক সুবিধার অর্থায়ন অব্যাহত থাকার প্রেক্ষাপটে, কেনটাকির রিপাবলিকান সিনেটর র্যান্ড পল একটি দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন।

পল শরণার্থী, আশ্রয়প্রার্থী এবং অবৈধ অভিবাসীদের জন্য করদাতাদের অর্থায়নে প্রদত্ত সুবিধাগুলো বন্ধ করার জন্যওএন্ড ওয়েলফেয়ার ফর নন-সিটিজেনস অ্যাক্টঙ্ক বিলটি উত্থাপন করেছেন। দ্য সেন্টার স্কয়ারের পূর্ববর্তী প্রতিবেদন অনুসারে, শরণার্থীদের জন্য প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলারের চলমান অর্থায়ন অনুমোদনের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে।

রিফিউজি অ্যান্ড এন্ট্রান্ট অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে বাইডেন প্রশাসনের অধীনে শরণার্থী কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থায়ন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের শেষ বছর, ২০২১ অর্থবছরে এই অর্থায়ন ২ বিলিয়ন ডলারের কম ছিল, যা পরবর্তী অর্থবছরেড়সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের প্রথম বছরেড়প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়।

সরকার স্বীকার করা সত্ত্বেও যে অনেক শরণার্থীকে যাচাই-বাছাই করা হয়নি, করদাতাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের বোঝা বহন করতে হতে পারে, কারণ এই শরণার্থীদের অনেকেই করদাতাদের অর্থায়নে পরিচালিত এক ডজনেরও বেশি সুবিধার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছেন।

ন্যাশনাল ইমিগ্রেশন ল সেন্টারের মতে, শরণার্থীরা যে সুবিধাগুলো পাওয়ার যোগ্য তার মধ্যে রয়েছে: সাপ্লিমেন্টাল সিকিউরিটি ইনকাম (ঝঝও), সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (ঝঘঅচ), উইমেন, ইনফ্যান্টস অ্যান্ড চিলড্রেন (ডওঈ), ঐটউ পাবলিক হাউজিং এবং সেকশন ৮ হাউজিং ভাউচার, জরুরি মেডিকেড, অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট স্বাস্থ্য পরিকল্পনা ও ভর্তুকি, ফুল-স্কোপ মেডিকেড, চিলড্রেন্স হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রোগ্রাম (ঈঐওচ), ফেডারেল ছাত্র সহায়তা এবং পেল গ্রান্ট, জউঅখ ওউ, ওয়ার্কফোর্স ইনোভেশন অ্যান্ড অপরচুনিটি অ্যাক্ট পরিষেবা, অফিস অফ রিফিউজি রিসেটলমেন্টের মাধ্যমে শরণার্থী পুনর্বাসন কর্মসূচি এবং টেম্পোরারি অ্যাসিস্ট্যান্স ফর নিডি ফ্যামিলিস (এঅঘঋ)।

জ্ঞানের জগতটা আসলে অনেক বড়

১৬ পৃষ্ঠার পর

বরাদ্দ খুব কম। বরাদ্দ কম বলে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা ও দক্ষতা কম, গবেষণা কম, মেধাবী কম, ভালো শিক্ষক কম এবং পরিশেষে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিশ্ব র‍্যাংকিং এ আমাদের অবস্থান একেবারে নীচে।

শিক্ষা এখন জিপিএ-নির্দেশক একটি সার্টিফিকেট। কাজেই জিপিএ নিশ্চিত করার জন্য অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা ছুটে বেড়াচ্ছে কোচিং সেন্টারের দ্বারে দ্বারে। এই কোচিং এর উদ্দেশ্য, যতটা না সাবজেক্ট বুঝতে পারা, তার চাইতেও বেশি পড়াকে ভাতের গোলা বানিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে তুলে দেওয়া। এর ফলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে আমাদের সন্তানরা। এমনিতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় আসন সংখ্যা কম, সেই আসন সংখ্যার বিপরীতে কৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আরো কম। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সংখ্যা খালি থাকছে। এক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের খুঁজে দেখা উচিত ফাঁকটা কোথায়? কেন এত জিপিএ নম্বর পেয়েও শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা অবধি যেতে পারছে না। স্কুল-কলেজের পড়াশোনার মান কি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছে? ভর্তি পরীক্ষাসহ অন্যান্য পরীক্ষার ফল আরো খারাপ হতে পারে আগামী বছরগুলোতে। বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনে নামছে, সড়ক অবরোধ, রাত-বিরাতে মিটিং-মিছিল করেই দিন কাটছে। এতে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে বাধ্য। পড়াশোনার পরিবেশ একবার বিঘ্নিত হওয়া মানে, বারবার নানাভাবে প্রকৃত শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমার বাবা বলতেন, “টেক্সট বই পুরোটা পড়। ক্লাসের বইয়ের অধ্যায় বা টেক্সট সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলে, যেখান থেকেই প্রশ্ন আসুক, তুমি কোথাও আটকাবে না। রেফারেন্স বই কিনে নিজেরা প্রশ্নের উত্তর তৈরি করো। পেপার পড়, বই পড়, রেজাল্ট ভালো হতে বাধ্য। নিজেকে পড়তে হবে, তোমাদের টিচার নোট তৈরি করে দিবে, আর তুমি তা গলাধঃকরণ করবে, তা হবে না” পাঠ্যবই ভালো ও গোছালোভাবে না পড়া এবং গভীরভাবে আত্মস্থ না করাই বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করার অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। গণমাধ্যমে তিনি বলেছেন, “শিক্ষার্থীদের গাইড নির্ভরতা কমাতে হবে। মুখস্থ না করে শুরু থেকে মূল বই ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে। বুঝে পড়তে পারলে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় খুব বেশী জটিলতায় পড়তে হবে না”

শিক্ষা বিষয়ক বিশেষজ্ঞরাও এখন একই কথা বলছেন। তারা মনে করেন, শিক্ষার্থীরা সাধারণত বোর্ড পরীক্ষার জন্য গাইড বই বা সাজেশনের ওপর নির্ভর করে পড়াশোনা করে; কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন হয় মূল পাঠ্যবইয়ের ভেতর থেকে। কাজেই টেক্সট বই পুরোটা পড়তে হবে। বইয়ের যেকোনো অধ্যায় থেকে যেকোনো ধরনের প্রশ্ন হতে পারে, নোটবই থেকে নয়। নিজের মতো করে সেগুলোর উত্তর দিতে হবে। যে কারণে দেশের বাইরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যখন স্কলারশিপের জন্য আবেদন করা হয়, তখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেখে আবেদনকারীদের মধ্যে কে কত ভালো লিখতে পারছে, কতটা শক্তভাবে ও যুক্তি দিয়ে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় প্রতিটা বিষয়ে আলাদাভাবে পাস করতে হয়। কোনো শিক্ষার্থী মোট নম্বরে ভালো করলেও যদি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে, যেমন ইংরেজি বা বাংলায় নূন্যতম নম্বর না পায়, তবে সে সামগ্রিকভাবে ফেল বলে গণ্য হয়। এছাড়া ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং হয়। এমসিকিউ অংশে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যায়। এভাবে অনেকেই নম্বর হারায়।

ছাত্র-ছাত্রীর ওপর চাপ কমানোর জন্য যে সংক্ষিপ্ত সিলেবাস করা হয়েছে, তাতে শিক্ষার্থীদের মূল ভিত্তি দুর্বল থেকে যাচ্ছে। যে ক্লাসে, একজন শিক্ষার্থীর যতটা জানা উচিৎ, তা জানছে না। এমসিকিউ-এর ওপর অতিরিক্ত নির্ভর করায় লিখিত পরীক্ষায় অদক্ষতা তৈরি হয়। এদিকে ভর্তি পরীক্ষায় শুধু এমসিকিউ নয়, লিখিত অংশেও ভালো নম্বর পেতে হয়। অনেক শিক্ষার্থী লিখিত উত্তর উপস্থাপনায় দুর্বল, পর্যাপ্ত নম্বর পায় না।

প্রশ্ন উঠছে জিপিএ ৫-যারা পাচ্ছে, তারা কি সবাই জিপিএ ৫ পাওয়ার মতো যোগ্য? জিপিএ ৫-এর মানের সাথে জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের মানের অসঙ্গতি চোখে পড়ছে উচ্চশিক্ষা নিতে গিয়ে। আর তাই এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ ৫ পাওয়ার হার বাড়লেও, উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতার ঘাটতি থাকায় ভর্তি পরীক্ষায় অনেকেই সফল হতে পারছে না।

দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষায় যে ধস নেমেছে তা বেশ কয়েক বছর ধরেই লক্ষ্য করছি। আর এটি হয়েছে সরকারের নীতির কারণেই। কী পরিমাণ ধসে গেছে এর প্রমাণ ভর্তি পরীক্ষার এই ফল। এই দায় এককভাবে কারো নয়, আবার এ দায় সবারই।

শিক্ষার মানের কতটুকু উন্নতি ঘটলো, এটা বোঝাতে আমাদের দেশে সাধারণভাবে পাসের হারকে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু পাসের হার যে শিক্ষার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে না, এর প্রমাণ ভর্তি পরীক্ষায় এই ফল বিপর্যয়। শিক্ষার্থীকে বুঝতে হবে পরীক্ষায় পাশের পড়া একরকম, আর কোথাও নির্বাচিত হওয়ার জন্য পড়া আরেকরকম।

কঠিন কঠিন নানা তত্ত্ব জানলেই হবে না, একে যথাযথ জায়গায়, যথাভাবে উপস্থাপন করতে হবে। অনেকে মূল বিষয়টা না বুঝেই পরীক্ষার খাতায় লিখে ফেলে। প্রাসঙ্গিক নয়, এমন বিষয়ও তুলে ধরে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তরের বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিত খুব গুরুত্বপূর্ণ।

চিন্তা প্রক্রিয়ার দক্ষতা ও স্বচ্ছতা ছাড়া কোনো জ্ঞান আদতে জ্ঞান নয়। ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের বোঝার ও লেখার সক্ষমতা বাড়াতে হবে, শুধু মুখস্থ বিদ্যা নয়। আধুনিক যুগে ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টিভঙ্গি, জানার পরিধি বিস্তৃত ও বিজ্ঞানসম্মত হতে হবে।

আমাদের শিক্ষার দুর্বলতা বুঝাতে আফ্রিকার কঙ্গোর কেঙ্গা নামে এক জাতিগোষ্ঠীর এই গল্পটি উল্লেখ করছি: আফ্রিকার কঙ্গোর উত্তরে গভীর ইতুরি রেইন ফরেস্টের ভেতরে বাস করে ব্যাম্বুতি পিগমি জাতি, যারা এখনও মূলত শিকারি সংগ্রাহক। এদের সারা জীবন এমন একটি গভীর জঙ্গলে কাটে, যেখানে গাছের কারণে ১০-১৫ ফুটের বেশি কোনো দিকেই দৃষ্টি যায় না। তাই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এরা কখনও এর চেয়ে বেশি দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি। ১৯৫০-৬০ এর দিকে কলিন টার্নবুল নামে এক ব্রিটিশ-আমেরিকান অ্যানথ্রোপোলজিস্ট (নৃবিজ্ঞানী) ইতুরি রেইন ফরেস্টের ভেতরে বাস করা ব্যাম্বুতি পিগমিদের নিয়ে গবেষণা করতে যান। কেঙ্গা নামে একজন তরুণ ব্যাম্বুতি পিগমিকে গবেষক টার্নবুল তার সহকারী নিযুক্ত করেন। একদিন টার্নবুলের সাথে কেঙ্গা বনের প্রান্তে চলে আসে যেখান থেকে দূরের পাহাড় দেখা যায়। কোনোদিন দূরের পাহাড় না দেখা কেঙ্গা পাহাড় দেখে প্রশ্ন করে, “মেঘগুলো মাটিতে নেমে গেছে কেন?”

আর একবার খোলা জায়গায় গিয়ে কেঙ্গা দেখে দূরে কতগুলো মহিষ চরছিল। কেঙ্গা সেগুলো দেখে প্রশ্ন করে, “এগুলো কি পোকা?” সারাজীবন যারা ১০-১৫ ফুটের বেশী দেখেনি, তাদের ব্রেইন পার্সপেক্টিভ (মস্তিষ্কের দৃষ্টিকোণ)থেকে দূরত্ব পরিমাপের “সিনারজিস্টিক” প্রক্রিয়াকরণ শেখেনি। টার্নবুল বলেন, “এগুলো পোকা নয় এগুলো মহিষ, দূরে আছে তাই এগুলো ছোট দেখাচ্ছে” কেঙ্গা সেটা বিশ্বাস করতে চায় না।

কেঙ্গার ভুল ভাঙাতে টার্নবুল যখন তাকে হাঁটিয়ে মহিষগুলোর কাছে নিয়ে যায়, তখন বিস্মিত হয় কেঙ্গা। সে বলে, “কোন জাদুর বলে তুমি পোকাকে মহিষ বানিয়ে ফেললে?” দূরের জিনিস দেখেনি বলে কেঙ্গার মস্তিস্কে দৃষ্টিকোণ (পার্সপেক্টিভ) ও দূরত্ব নিয়ে স্থির চিন্তা (কনসিসটেন্সি) তৈরি হয়নি। (সূত্র: গবেষক সিরাজুল হোসেন)

সেই ব্যাম্বুতি পিগমিদের মতো দৃষ্টিসীমার মধ্যে যেটুকু দেখা যায়, বা যতটুকু দেখা যায়, সেটুকু দেখলে চলবে না। জ্ঞানের জগৎটা অনেক বড়, বিশ্বজুড়েই জ্ঞানের এই জগৎ বিস্তৃত। নিজের মাথা খাটাতে না পারলে এবং মস্তিষ্ককে দক্ষ করতে না পারলে কেঙ্গাদের মতোই অবস্থা হবে সবার।

স্কুল-কলেজে আমাদের কিছু জ্ঞান দেওয়া হয়, কিছু তত্ত্ব শেখানো হয়। কীভাবে পড়বো, লিখবো, কীভাবে বেশি নাম্বার পাবো, তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরবো তা শেখানো হয়। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা কিন্তু কিছুটা অন্যরকম। কোনো একটি তত্ত্ব বা পদ্ধতি শেখানো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মূল কাজ নয়। অনেককিছু শিখে নিজের মতো করে গ্রহণ করাই হলো উচ্চশিক্ষা। আর সেই পরিসরে পা রাখতে চাইলে সেভাবেই নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।

যথাযথভাবে শিক্ষিত হতে হলেও ভালো শিক্ষাব্যবস্থা ও ভালো স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন। প্রায় চার হাজার বছর আগে ঈশোপনিষদে বলা হয়েছিল, “যারা অবিদ্যা অনুশীলন করে, তারা অজ্ঞানের ঘোর ও অন্ধকারময় লোকে প্রবেশ করে”

আসল সত্য হচ্ছে জ্ঞান, যা অনেক বিস্তৃত। টিকতে হলে সেই জ্ঞানের দিকেই আমাদের যেতে হবে। এই ফল বিপর্যয়ের গলদও হচ্ছে ওই অবিদ্যা ও অজ্ঞানতা। শিক্ষাব্যবস্থার এই গলদটা যতদিন পর্যন্ত না চিহ্নিত করা যাবে, ততদিন অবস্থার কোনো উন্নতি হবে না।

ঋণখেলাপি ও দ্বৈত নাগরিকত্বের

৮ পৃষ্ঠার পর

নাকচ করে দেন ইসি মাছউদ।
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন,“না, আমি এটা বিশ্বাস করি না। কারণ, লোকাল গভমেন্ট নির্বাচনে একই দিনে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের, মেম্বারের এবং সংরক্ষিত মহিলা আসনে ভোট হয় । তিনটা ভোট যদি তিনভাবে ভাগ করে অনেক ক্যান্ডিডেট যদি গণনা করা সম্ভব হয়, তাহলে এখানে কেন সম্ভব হবে না?”
তফসিলের পর নির্বাচন কমিশনের একাধিকবার সিদ্ধান্ত বদল নিয়ে সমালোচনার জবাবে তিনি দাবি করেন, এতে কমিশনের কার্যক্রম প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে না।
ইসি মাছউদ বলেন,“মোটেই প্রশ্নবিদ্ধ না। প্রয়োজনের তাগিতে আইন পরিবর্তন করা হয়। সুষ্ঠু, সুন্দর নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন মনে করেই পরিবর্তন আনা হয়েছে। এতে নির্বাচনে কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত হবে না। বরং নির্বাচনের জন্য এটা সহজ হবে”

বাংলাদেশে আসন্ন নির্বাচনে তারেক

৯ পৃষ্ঠার পর

তারেক রহমান। তিনি বলেন, তার হৃদয়টা ভীষণ ভারি হয়ে আছে।
তিনি বলেন, “তবে মায়ের কাছ থেকে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি, তা হলো যখন কোনো দায়িত্ব আপনার ওপর আসে, তখন সেই দায়িত্ব পালন করতেই হবে।চ
টাইম জানায়, গত বছরের ডিসেম্বরের শেষদিকে পরিচালিত জনমত জরিপে দেখা গেছে, বিএনপির প্রতি সমর্থন প্রায় ৭০ শতাংশ। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন ছিল ১৯ শতাংশ।
সাক্ষাৎকারটিতে তারেক রহমানকে “নরম স্বভাবের ও অন্তর্মুখীচ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বেশি কথা বলার চেয়ে শুনতে পছন্দ করেন। লন্ডনে নির্বাসিত জীবনে তার প্রিয় সময় কাটত সবুজে ঘেরা রিচমন্ড পার্কে হাঁটাহাঁটি করে, নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়ে কিংবা ইতিহাসের বই পড়ে।
তার প্রিয় চলচ্চিত্র এয়ার ফোর্স ওয়ান। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “আমি সম্ভবত ছবিটি আটবার দেখেছি।চ
টাইমের ভাষ্য অনুযায়ী, তারেক রহমান একজন “নীতিকেন্দ্রীক রাজনীতিকচ, যিনি যেকোনো বিষয়ে প্রাসঙ্গিক তথ্য ও পরিসংখ্যান উপস্থাপন করতে সক্ষম।
দেশে ফেরার পর থেকে নিজের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরছেন তারেক রহমান। তিনি ১২ হাজার মাইল খাল খননের কথা বলেছেন।
ভূমি অবক্ষয় রোধে বছরে ৫ কোটি গাছ লাগানো; ঢাকায় ৫০টি উন্মুক্ত সবুজ স্থান গড়ে তোলা; বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা; প্রবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াতে কারিগরি কলেজ পুনর্গঠন এবং “ফ্যামিলি কার্ড” “কৃষক কার্ড” প্রণয়নসহ নানা পরিকল্পনার কথা তিনি শুনিয়েছেন।
তারেক রহমান বলেন, “আমি যদি আমার পরিকল্পনার অন্তত ৩০ শতাংশ বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে আমি নিশ্চিত বাংলাদেশের জনগণ আমাকে সমর্থন করবে।চ
২০০৭২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে তারেক রহমানকে ১৮ মাস কারাবন্দি রাখা হয়। কারাগারে থাকাকালে তিনি নির্যাতনের শিকার হন, যার ফলে তার মেরুদণ্ডে সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যায় তিনি এখনো ভুগছেন। মূলত চিকিৎসার জন্যই তিনি যুক্তরাজ্যে যান। এ বিষয়ে তিনি বলেন, “শীত বেশি হলে আমার পিঠে ব্যথা শুরু হয়।চ
তারেক রহমান ‘দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার এবং সহিংস রাজনীতির প্রতীক’ হিসেবে চিহ্নিত!
টাইম ম্যাগাজিনে আরো লেখা হয়েছে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে তারেক রহমানের ফেরত আসা যতটা উল্লাসের সৃষ্টি করেছে, ততটাই তার অতীতের দুর্নীতি ও সহিংসতার অভিযোগগুলোকে নতুন করে আলোচনায় তুলে এনেছে। সম্প্রতি টাইম ডট কম-এ প্রকাশিত একটি এক্সক্লুসিভ প্রতিবেদনে তারেক রহমানকে ‘দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার এবং সহিংস রাজনীতির প্রতীক’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা তার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের উপর ছায়া ফেলেছে। প্রতিবেদনে তার অতীতের কেলেঙ্কারি, জেলবাস এবং আন্তর্জাতিক সমালোচনার বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।
টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিবেদক চার্লি ক্যাম্পবেলের লেখা এই নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারেক রহমানকে অনেক বাংলাদেশী এখনও উপহাসপূর্ণভাবে ‘খাম্বা তারেক’ নামে ডাকেন। এই ডাকনামটি একটি অভিযোগিত দুর্নীতি কেলেঙ্কারির সাথে যুক্ত, যেখানে হাজার হাজার বিদ্যুৎ খুঁটি (খাম্বা) তার একজন সহযোগীর কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্যে কেনা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে, কিন্তু সেগুলো কখনো বিদ্যুৎ গ্রিডে সংযুক্ত করা হয়নি। তারেক রহমান এই অভিযোগগুলোকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করলেও, প্রতিবেদনে একটি ফাঁস হওয়া ২০০৮ সালের মার্কিন কূটনৈতিক ক্যাবলে তাকে ‘ক্লেপটোক্র্যাটিক সরকার এবং সহিংস রাজনীতির প্রতীক’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ক্যাবলে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার খ্যাতি ‘স্পষ্টভাবে এবং ঘন ঘন ঘুষ দাবি করার’ জন্য।
প্রতিবেদনে তারেক রহমানের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের অন্ধকার দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। ২০০৭-২০০৮ সালে বাংলাদেশের সামরিক-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়কালে তিনি ৮৪টি অভিযোগে ১৮ মাসের জন্য কারাগারে ছিলেন। এই অভিযোগগুলোর মধ্যে ছিল অর্থ আত্মসাৎ, মানি লন্ডারিং এবং আওয়ামী লীগের একটি কনভয়ে গ্রেনেড হামলা সংগঠিত করার মতো গুরুতর অভিযোগ। কারাগারে তিনি নির্যাতনের শিকার হন, যা তার মেরুদণ্ডের সমস্যা সৃষ্টি করেছে, কিন্তু প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এই অভিযোগগুলো তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা উত্থাপিত হলেও, তার বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব না থাকলেও সেগুলোকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত বলে মনে করা হয়।
এছাড়া, বিএনপির শাসনকালে (২০০১-২০০৬) বাংলাদেশকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল চার বছর ধরে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। প্রতিবেদনে তারেককে তার সমালোচকরা ‘লোভী এবং অধিকারসম্পন্ন ইউনিভার্সিটি ড্রপআউট’ বলে বর্ণনা করেছেন, যার একমাত্র যোগ্যতা তার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত রাজনৈতিক উত্তরাধিকার। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ভর্তি হলেও দ্বিতীয় বছরে পড়াশোনা ছেড়ে দেন এবং পরে ব্যবসা ও রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তার রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ার সাথে সাথে দুর্নীতি এবং শাসনব্যবস্থায় অযাচিত হস্তক্ষেপের অভিযোগও বেড়েছে।
তারেক রহমানের এই নেগেটিভ চিত্র সত্ত্বেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি তার অভিযোগগুলোকে অস্বীকার করেন এবং বলেন যে তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার তার পূর্ববর্তী দণ্ডাদেশগুলো বাতিল করেছে। তবে টাইমের প্রতিবেদন সতর্ক করে যে, তারেকের ফেরত আসা বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন করে দুর্নীতির চক্র শুরু করতে পারে, বিশেষ করে যখন দেশটি অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এবং যুবকদের অসন্তোষের মুখোমুখি।
এই প্রতিবেদনটি তারেক রহমানের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লেখা, যেখানে তিনি তার অতীতকে ‘রাজনৈতিক প্রতিহিংসা’ বলে বর্ণনা করেছেন। তবে আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় এমন চিত্রণ তার রাজনৈতিক ভাবমূর্তির উপর প্রভাব ফেলতে পারে, বিশেষ করে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের আগে। উৎস: টাইম ডট কম

নারীরা কখনোই জামায়াতের প্রধান

৮ পৃষ্ঠার পর

নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, আমরা তা পরিবর্তন করতে পারি না”
জাতীয় নির্বাচনে জামায়াত কতজন নারীকে মনোনয়ন দিয়েছেড় এমন প্রশ্নের জবাবে জামায়াতের আমির বলেন,“সংসদ নির্বাচনে একজনও না। তবে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমরা ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশ নিয়েছি, যেখানে আমাদের বোনেরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং সফল হয়েছেন। তবে ভবিষ্যতে আমরা সংসদের জন্যও সেই প্রস্তুতি নিচ্ছি”
শফিকুর রহমান আরও বলেন, “অন্যান্য দলগুলোতেও আপনারা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারী দেখতে পাবেন না, কারণ এটি বাংলাদেশের একটি সাংস্কৃতিক বিষয়। (তবে) আমরা এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি”
সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে সাংবাদিক জামায়াতের এই অবস্থানের বিরোধিতা করে বলেন,“চমৎকার। আপনি বলছেন যে তারা একটি সংগঠনের প্রধান হতে পারবেন না, অথচ তারা ১৭ কোটি মানুষের একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। সুতরাং পরিষ্কারভাবেই নারীরা নেতৃত্বের অবস্থানে থাকার যোগ্যতা রাখেন”
জবাবে শফিকুর রহমান বলেন,“এমনকি বিশ্বের অধিকাংশ দেশও এটাকে সম্ভব বলে মনে করেনি। এটাই বিশ্বের বাস্তবতা”
সাংবাদিক যখন পাল্টা যুক্তি দিয়ে বলেন, বাংলাদেশসহ অনেক দেশেই নারী নেতৃত্ব ছিল; তখন শফিকুর রহমান উত্তর দেন,“খুব অল্প কিছু দেশে”
এরপর আলোচনাটি বিএনপির সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর অতীতের রাজনৈতিক জোটের দিকে মোড় নেয়, যেই সময় বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভালো কাজ করেছেন কি নাড়এমন প্রশ্নের জবাবে জামায়াত আমির বলেন,“এটা আমাদের সিদ্ধান্ত নয়। এটা তাদের দলের সিদ্ধান্ত”

সংলাপ: লালফিতা ও টাকা পাচারের

৮ পৃষ্ঠার পর

বাণিজ্যের জন্য কৌশলগত ভাবনা- শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন ব্যবসায়ীরা। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং ও ফিন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক এ কে এম ওয়ারেসুল করিম সভায় “বাংলাদেশের জন্য ব্যবসাবান্ধব অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন- বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
অনুষ্ঠানে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স (আইসিসি) বাংলাদেশের সভাপতি মাহবুবুর রহমান বলেন,“সামনে জাতীয় নির্বাচন। নতুন সরকার গঠিত হলে সরকারের সঙ্গে বেসরকারি খাতকে একই টেবিলে বসে কাজ করতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত দেড় বছরে সরকার যেন বেসরকারি খাত থেকে অনেকটাই দূরে সরে গেছে। এই দূরত্ব বজায় থাকলে দেশি বা বিদেশি কোনো বিনিয়োগই টেকসইভাবে আসবে না”
তিনি বলেন,“আশা করব বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ সব রাজনৈতিক দল সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করবে। একই সঙ্গে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক থাকবে। কোনো অবস্থাতেই ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হতে দেওয়া যাবে না”
এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ বলেন,“আপনারা হয় সরকারে থাকবেন, না হয় বিরোধী দলে থাকবেন। মাঝামাঝি কোনো অবস্থান নেই, এটা নিশ্চিত। তাই বলতে চাই, লালফিতার কথা অনেকেই বলেছেন। আমার কাছে মনে হয়, লালফিতা কোনো সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব। সরকার যদি চায়, লালফিতা পায়ের নিচে থাকবে”
তিনি বলেন,“বেসরকারি খাত কর্মসংস্থান তৈরির জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ পাচ্ছে না। এ জন্য ব্যবসায়ী ও সরকারড়দুই পক্ষই দায়ী। কারণ, টাকা বিদেশে গেছে। যারা টাকা পাচার করেছে, দেশের সম্পদ বিদেশে নিয়ে গেছে, তাদের অবশ্যই শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এই কমিটমেন্ট (প্রতিশ্রুতি) আপনাদের কাছ থেকে চাই”
এফবিসিসিআইয়ের সাবেক সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন বলেন,“একটি তৈরি পোশাক বা উৎপাদন শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে যেখানে একটি নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি লাইন থাকা যথেষ্ট, বাস্তবে সেখানে উদ্যোক্তাকে একাধিক বিকল্প ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। ফলে যে বিনিয়োগ সরাসরি উৎপাদন খাতে যাওয়ার কথা ছিল, তার বড় একটি অংশ ব্যয় হয়ে যাচ্ছে শুধু ইউটিলিটি ব্যবস্থাপনায়”
তিনি বলেন,“অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, যেখানে একটি কারখানায় ৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা ছিল, সেখানে ইউটিলিটি নিশ্চিত করতেই খরচ হয়ে যাচ্ছে ৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত”
তিনি আরও বলেন,“এই বিপুল অর্থের বড় অংশ আসে ব্যাংকঋণ থেকে, ফলে সুদের বোঝা বাড়ে, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং শেষ পর্যন্ত শিল্পটি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলের কাছে নীতি সহায়তা চান তিনি”
সভায় মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা কামাল বলেন,“লালফিতা বা রেড টেপড়এটা নিয়ে আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই। লালফিতা শুধু আছে তা নয়, এটি এখন এত ভারী হয়ে গেছে যে এটাকে কাটতে গেলে একটুদুটো কাঁচি দিয়ে হবে নাড়অনেক বড় কাঁচি লাগবে”
তিনি বলেন,“ব্যুরোক্রেসি (আমলাতন্ত্র) আজ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই ব্যুরোক্রেসি এখন এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে তারা কার্যত রেগুলেটর নয়ড়তারা রাজা আর আমরা প্রজা। তহসিলদার থেকে শুরু করে সচিব পর্যন্ত এই মানসিকতা বিস্তৃত”
তিনি আরও বলেন,“আমাদের সম্পদ আছে, মানুষ আছে, উদ্যোক্তারা অত্যন্ত অ্যাগ্রেসিভ ও উদ্যমী। সমস্যা একটাইড়আমাদের কাজ করতে দেওয়া হয় না। এ জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে অনুরোধ করছি, যারাই ক্ষমতায় আসবেন, ব্যুরোক্রেসিকে নিয়ন্ত্রণে আনুন, আইনুকানুন সংক্ষিপ্ত ও সহজ করুন, পারমিশনের জট কমান”
বিসিআই সভাপতি আনোয়ার উল আলম চৌধুরী পারভেজ বলেন,“আমরা সবাই এ দেশের নাগরিক। আমরা যেখানে খুশি যেতে পারি, কথা বলতে পারি, মতপ্রকাশ করতে পারি। কিন্তু কেন আমি কোথায় গেলাম, কোথায় গেলাম নাড়এই প্রশ্নে আমাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হবে, এই ভয়টা কাজ করে। এটা কোনো স্বাধীনতার লক্ষণ হতে পারে না”
তিনি বলেন,“আমাকে কথা বলার সুযোগ দিতে হবে। এই সুযোগ, এই স্বাধীনতা, এই নিরাপত্তাড়আমরা সবাই আমাদের রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে আশা করি। ব্যবসা করতে হলে আগে এই স্বস্তিবোধ, সুরক্ষা ও সম্মান নিশ্চিত করতে হবে”
নিট পোশাক মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সাবেক সভাপতি ফজলুল হক বলেন,“দেশে সরকারি সহায়তা আছে, কিন্তু সেটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণমূলক; প্রতিযোগিতাবান্ধব নয়। যদি সত্যিকার অর্থেই আমলাতান্ত্রিক জটিলতা বা “রেড টেপ” ভাঙা যায়, তাহলে শুধু গার্মেন্ট খাত নয়, পুরো শিল্প খাত অনেক দূর এগিয়ে যাবে”
বাংলাদেশ ওষুধশিল্প সমিতির মহাসচিব মোহাম্মদ জাকির হোসেন বলেন, “ব্যবসায়ীদের জনগণের শত্রু নয়, উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে দেখতে হবে। নীতিমালা প্রণয়নে ব্যবসায়ীদের যুক্ত করা প্রয়োজন। ওষুধশিল্পে ব্যবসা করতে ৪৭টি লাইসেন্স ও নিয়মিত নবায়ন বড় বাধা। আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি ও হয়রানির কারণে উদ্যোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন”
ব্যবসায়ীদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জামায়াতের আমির জানান, তার দল দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে লালফিতা কারো হাতে থাকতে দেবে না। লালফিতাকে কাঁচি দিয়ে কেটে টুকরা টুকরা করা হবে।
তিনি বলেন, ঘুষকে “স্পিড মানি” নামে বৈধ করার সংস্কৃতি শিল্প খাতকে প্রথম ধাক্কা দেয়। শিল্পেদ্যোক্তারা ঘুষের কারণে ব্যবসা করতে গিয়ে বিপাকে পড়েন। চাঁদাবাজেরা ব্যবসায়ীদের রাতের ঘুম হারাম করে দেয়। নির্ধারিত সময়ে কারখানা চালু করা না গেলেও ব্যাংকঋণের সুদ চলতে থাকে। এতে উদ্যোক্তা শুরুতেই ক্ষতিগ্রস্ত হন। এ পরিস্থিতি চিরতরে বদলাতে হবে।
শফিকুর রহমান বলেন, ঘুষের কারণে দেশি ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা ও সম্পদ থাকা সত্ত্বেও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হন না। দেশি বিনিয়োগকারীরা যদি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন, তাহলে বিদেশি বিনিয়োগ আসবে কেন, রাষ্ট্রকে আগে এ প্রশ্নের সমাধান করতে হবে। তিনি বলেন, অবৈধভাবে বিদেশে পাচার করা অর্থ সম্মানের সঙ্গে দেশে ফিরিয়ে আনতে আহ্বান জানানো হবে। কাউকে অপমান করার জন্য নয়, এর উদ্দেশ্য জাতির কল্যাণ। যারা অর্থ ফেরত দেবেন, রাষ্ট্র তাদের সম্মান দেবে।

সুষ্ঠু নির্বাচন হলে বাংলাদেশে জামায়াত জিততে পারবে না বললেন সাবেক ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রিংলা

৮ পৃষ্ঠার পর

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়িতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। সাবেক ভারতের হাইকমিশনার শ্রিংলা বলেন, “কেউ তাদের আগে নিয়ে আসছে। তারপরও নির্বাচনে অনিয়ম হলেই তারা ক্ষমতায় আসতে পারবে, নইলে অসম্ভব।”
তিনি আরও দাবি করেন, জামায়াতে ইসলামী কখনোই ‘ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনে’ উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়নি। অতীতে দলটি পাঁচ থেকে সাত শতাংশের বেশি ভোট পায়নি বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তার ভাষ্য অনুযায়ী, জামায়াতের তেমন জনসমর্থন নেই।
বাংলাদেশের নির্বাচন প্রসঙ্গে শ্রিংলা বলেন, ভারতের পক্ষ থেকে বরাবরই বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে, যেখানে সব রাজনৈতিক দল অংশ নিতে পারবে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে তিনি তেমন পরিবেশ দেখছেন না বলেও মন্তব্য করেন। তার মতে, নির্বাচন আদৌ হবে কি না এবং হলেও কী পরিস্থিতিতে হবেড়এ নিয়ে অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা উদ্বেগ রয়েছে।
বাংলাদেশের ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও মন্তব্য করেন শ্রিংলা। তিনি বলেন, বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনকালে তার অনেক বন্ধুর সঙ্গে কথা হয়েছে এবং তারা মনে করেন, এ সিদ্ধান্ত বড় ভুল। তার ভাষ্য অনুযায়ী, বর্তমান সরকার অন্তর্বর্তীকালীন; জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয়। এমন একটি সরকার দেশের খেলাধুলার ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয় বলেও তিনি মত দেন।

নির্বাচিত হলে জামায়াত কোনো

৮ পৃষ্ঠার পর

ওপর প্রতিশোধ নেব না। অন্যায়ভাবে কাউকে মামলায় আসামি করা হবে না। জামায়াত অন্যায়ভাবে একটা মানুষকেও মামলার আসামি করেনি’

তিনি বলেন, জামায়াত নেতাদের হত্যা করা হয়েছে, বারবার কারারুদ্ধ করা হয়েছে, দলীয় অফিস বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, বুলডোজার দিয়ে বাড়িঘর ভেঙে ফেলা হয়েছে, দলের নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে এবং অবশেষে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ‘এতকিছুর পরেও, ৫ আগস্ট রাতে আমরা ঘোষণা করেছি যে, আমরা কোনো প্রতিশোধ নেব না।

আবরার ফাহাদের প্রসঙ্গ টেনে জামায়াতে ইসলামীর আমির বলেন, শহীদ এই শিক্ষার্থী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তিনি বলেন, ‘আবরার ফাহাদ নিজেই এক বিদ্রোহী বিপ্লবের নাম। আধিপত্যের বিরুদ্ধে কলম ধরাই ছিল তার একমাত্র ‘অপরাধ’, যার জন্য তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে’

তিনি বলেন, ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে যে, বাংলাদেশের সাহসী যুবসমাজ আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ভয় করে না। গত বছরের জুলাইয়ে যাদের নেতৃত্বে জাতি সংগ্রাম করে মুক্তি অর্জন করেছে, সেই সব শহীদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাই’

কুষ্টিয়া প্রসঙ্গে জামায়াত আমির বলেন, পদ্মা ও গড়াই নদী অববাহিকা অঞ্চল কার্যত অব্যবস্থাপনার কারণে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, ‘উজান থেকে পানি এলে তা নদীর মধ্যে থাকে না। দুই তীর উপচে পড়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। বছরের পর বছর নদী ভাঙনে অসংখ্য মানুষের স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেছে’

তিনি নদীকে আল্লাহর এক বিশেষ নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এই নিয়ামত ধীরে ধীরে ধ্বংস করা হয়েছে। প্রতি বছর নদী খননের জন্য বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়, কিন্তু সেই টাকা উধাও হয়ে যায়, আর নদীর বালু কখনোই তোলা হয় না।

ডা. শফিকুর রহমান আগস্টের পর যারা চাঁদাবাজিতে জড়িত, তাদেরকে এ পথ থেকে সরে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘যদি কষ্টের কারণে আপনারা এসব কাজে জড়ান, তাহলে সেখান থেকে সরে আসুন। আল্লাহ আমাদের যে হালাল রিজিক দিয়েছেন, তা থেকে আমরা ভাগ করে নিতে প্রস্তুত’

তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামি এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চায়, যেখানে নারী ও পুরুষ-বিশেষ করে যুবসমাজ-সকলের জন্য সম্মানজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকবে, যাতে তারা নিজেদের শক্তি দেশ গঠন ও অগ্রগতির কাজে লাগাতে পারে।

সমাবেশে ১১-দলীয় জোটের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। কুষ্টিয়া জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির ও কুষ্টিয়া-২ আসনের প্রার্থী আবদুল গফুর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

এছাড়া জামায়াতের সেক্রেটারি সুজা উদ্দিন জোয়ার্দার, কুষ্টিয়া-৩ আসনের প্রার্থী আমির হামজা, কুষ্টিয়া-১ আসনের প্রার্থী বেলাল উদ্দিন, কুষ্টিয়া-৪ আসনের প্রার্থী আফজাল হোসেন এবং কুষ্টিয়া শহর জামায়াতের আমির এনামুল হক সমাবেশে বক্তব্য দেন।

নির্বাচনে নিষেধাজ্ঞা, হাসিনার

৯ পৃষ্ঠার পর

মৃধা বলেন, তিনি যে দলকে সমর্থন করেন, সেই দলকে নিষিদ্ধ করার পর নির্বাচন নিয়ে তাঁর তেমন আগ্রহ নেই। এরপরও তিনি হয়তো ভোট দেবেন। কিন্তু ব্যালটে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক না থাকায় কোন দলকে ভোট দেবেন, তা নিয়ে এখনো দোটানায় আছেন।

প্রায় ৫০ বছর বয়সী মাঝি রিপন মৃধা জানান, পরিবারের সদস্যরা ভয় পাচ্ছেন যে ভোট না দিলে তাঁরা আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন। কারণ, কয়েক দশকের হত্যাকাণ্ড, গুম, নির্যাতন এবং রাজনৈতিক দমন-পীড়নের ঘটনায় হাসিনা ও তাঁর দল এখনো ব্যাপক ক্ষোভের মুখে রয়েছে।

হাসিনার শাসনামলে আওয়ামী লীগের প্রধান দুই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও জামায়াতে ইসলামী পদ্ধতিগত নিপীড়নের শিকার হয়েছে। জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। দলটির কয়েকজন নেতার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে এবং অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। বিএনপির হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও ছিলেন। গত ডিসেম্বরে তিনি মারা গেছেন। তাঁর ছেলে এবং বিএনপির বর্তমান চেয়াম্যান তারেক রহমান ১৭ বছর লন্ডনে নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে ডিসেম্বরেই দেশে ফিরেছেন।

বাংলাদেশে নির্বাচনের প্রস্তুতি চলার মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত হচ্ছে। এতে নিহতের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু এখন অন্যান্য দলের সাধারণ সমর্থকদের মতো আওয়ামী লীগের সাধারণ সমর্থকেরা রেহাই পাচ্ছেন না। নেতাদের বিগত দিনের কর্মকাণ্ডে সৃষ্ট ক্ষোভের কারণে তাঁরা রোষানলের শিকার হচ্ছেন।

রিপন মৃধা আল-জাজিরাকে বলেন, ‘আমরা যদি ভোট না দিই, তাহলে আমরা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারি। সে কারণে আমাদের পরিবারের সদস্যরা ভোটকেন্দ্রে যাবে।’

যেসব এলাকায় একসময় আওয়ামী লীগ আধিপত্য ছিল, সেখানে দলটির পুরোনো সমর্থকদের সঙ্গে আলাপ করে বোঝা যায়, তাঁদের মনোভাব বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অনেকে ভোটকেন্দ্রে যাবেন বলে জানালেও অন্যরা আদৌ ভোট দেবেন না বলে জানিয়েছেন।

গোপালগঞ্জে রিকশাচালক সোলায়মান মিয়া বলেন, তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা এ বছর ভোট দেবেন না। তাঁর ভাষায়, ‘ব্যালটে নৌকা ছাড়া নির্বাচন কোনো নির্বাচন না।’ গোপালগঞ্জের অনেক বাসিন্দা তাঁর সঙ্গে একমত।

‘আওয়ামী লীগ ফিরবে’

ঢাকার কেন্দ্রস্থল গুলিস্তান এলাকায় রয়েছে আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয়। সরকারবিরোধী বিক্ষোভের সময় সেখানে ভাঙচুর ও আগুন লাগানো হয়। এর পর থেকে পরিত্যক্ত ওই ভবনে গৃহহীনেরা আশ্রয় নিয়েছেন। ভবনের কিছু অংশ গণশৌচাগার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কার্যালয়ের বাইরে হকার আবদুল হামিদ বলেন, কয়েক মাস ধরে এই এলাকার আশপাশে আওয়ামী লীগের কর্মীদের দেখেননি। তিনি বলেন, ‘আপনি এখানে আওয়ামী লীগের কোনো সমর্থককে পাবেন না। কেউ সমর্থক হলেও তা কখনো স্বীকার করবে না। আওয়ামী লীগ আগেও সংকটে পড়েছে, কিন্তু কখনো এ রকম প্রায় অদৃশ্য হয়ে যায়নি।’

কাছেই আরেকজন হকার সাগর, উলের তৈরি মাফলার বিক্রি করছেন, যেগুলোতে বিএনপি এবং তার সাবেক মিত্র ও বর্তমানে প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রতীক রয়েছে।

সাগর বলেন, ‘এই দলগুলোর মাফলার ভালোই বিক্রি হচ্ছে।’

তবু এরপর আওয়ামী লীগ কিছু সমর্থক দলের ফিরে আসার বিষয়ে আশাবাদী।

ছাত্রলীগের সাবেক নেতা আরমান বলেন, ‘দল হয়তো কৌশলগত নীরবতা পালন করে থাকতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে হারিয়ে যাওয়া অনেক দূরের বিষয়।’

আরমান আলজাজিরাকে বলেন, ‘আওয়ামী লীগ ফিরে আসবে। আর যখন ফিরবে, শেখ হাসিনাকে নিয়েই ফিরে আসবে।’

তবে ঢাকার রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও জোবান ম্যাগাজিনের সম্পাদক রেজাউল করিম রনি এতটা নিশ্চিত নন। তিনি মনে করেন, ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের টিকে থাকা কঠিন হবে।

রেজাউল করিম রনি আলজাজিরাকে বলেন, ‘যদি আওয়ামী লীগকে ছাড়া নির্বাচন হয়ে যায়, তাহলে তাদের ভোটাররা ধীরে ধীরে স্থানীয় পর্যায়ে একধরনের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে। তারা স্থানীয়ভাবে মিশে যাবে, যে দল বা শক্তি তাদের এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করবে, তাদের সঙ্গে মিশে যাবে। এভাবে তারা দৈনন্দিন জীবন সাজাতে শুরু করবে।’

রেজাউল করিম বলেন, এতে একবার নির্বাচন হয়ে গেলে আওয়ামী লীগের জন্য তার সমর্থকদের ফিরে পাওয়া কঠিন হবে। তিনি বলেন, যদিও দলের সমর্থকদের একটি অংশ এখনো হাসিনা ছাড়া দলের ভবিষ্যৎ দেখতে পান না, তারপরও দলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাঁর শাসনামলে কর্তৃত্ববাদী শাসনের কারণে হতাশ।

রেজাউল করিম বলেন, ‘সমর্থকেরা বিভক্ত থাকায়, হাসিনা থাকুক বা না থাকুক, আওয়ামী লীগের জন্য আগের রাজনৈতিক অবস্থানে ফিরে আসাটা অত্যন্ত কঠিন—প্রায় অসম্ভব।’

‘রাজনৈতিকভাবে নিশ্চিহ্ন মনে হচ্ছে’

অন্য বিশ্লেষকেরা যুক্তি দিচ্ছেন, আপাতবিরোধী মনে হলেও জামায়াতে ইসলামীর জনসমর্থনের সাম্প্রতিক জোয়ারে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ পুনরুত্থানে একধরনের প্রাসঙ্গিকতা পাওয়া যেতে পারে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় জামায়াত পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। শেখ হাসিনাসহ দলটির সমালোচকেরা তাদের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে বারবার এই ভূমিকার কথা টেনে আনছেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে দুবার নিষিদ্ধ হয়েছিল। শেখ হাসিনার শাসনামলে দলটির শীর্ষ নেতাদের ফাঁসি হয়েছিল ও কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তবু দলটি টিকে আছে এবং জনমত জরিপ অনুযায়ী, আগামী ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে তারা তাদের ইতিহাসের সেরা ফলাফল করার সন্ধিক্ষণে রয়েছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ আল-জাজিরাকে বলেন, ‘জামায়াতের বর্তমান রাজনৈতিক তৎপরতা, প্রভাব ও দৃঢ় অবস্থান, যাকে এমনকি আধিপত্যের প্রদর্শন বলা যেতে পারে, তা বিস্ময়করভাবে আওয়ামী লীগের জন্য একধরনের আশীর্বাদ হিসেবে দেখা যেতে পারে।’

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, আওয়ামী লীগের প্রতি মানুষের আগ্রহ দলটির আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক কাঠামোর চেয়েও অনেক গভীরে বিস্তৃত। ফলে রাজনীতি থেকে দলটির পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ মানে শুধু দলটির নেতৃত্ব নয়। দলটি সাংস্কৃতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য শক্তির সঙ্গেও যুক্ত।

গণতান্ত্রিক শাসন নিয়ে কাজ করা মার্কিন চিন্তন প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) একটি নির্বাচনপূর্ব জরিপ অনুযায়ী, আওয়ামী লীগের এখনো প্রায় ১১ শতাংশ জনসমর্থন রয়েছে।

যদিও চলমান নির্বাচনী প্রচারে দলটির কোনো উপস্থিতি নেই। বরং তাদের নেতাদের ভারত থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করতে দেখা গেছে। এর মধ্যে নয়াদিল্লির ফরেন করেসপন্ডেন্টস ক্লাবে ‘বাংলাদেশে গণতন্ত্র বাঁচান’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার একটি বিতর্কিত ভাষণও রয়েছে। এটি ছিল ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তাঁর প্রথম বক্তব্য।

আগে ধারণ করা অডিও বার্তায় শেখ হাসিনা বলেন, ‘জাতীয় শত্রুর এই বিদেশি আজ্ঞাবহ পুতুল সরকারকে যেকোনো মূল্যে উৎখাত করতে বাংলাদেশের সাহসী ছেলেমেয়েদর অবশ্যই শহীদের রক্তে লেখা সংবিধান রক্ষা ও পুনর্বহাল করতে হবে। আমাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে হবে, সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হবে এবং গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।’

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার বলেছে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এ ধরনের একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি দেওয়ায় তারা ‘স্তম্ভিত ও মর্মাহত’।

দেশের মাটিতে শেখ হাসিনার দল তাদের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা টিকিয়ে রাখতে হিমশিম খাচ্ছে, যা দলটির টিকে থাকা নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক চিন্তন প্রতিষ্ঠান আটলান্টিক কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক সিনিয়র ফেলো মাইকেল কুগেলম্যান যুক্তি দেখিয়েছেন, কঠোর গণতান্ত্রিক মানদণ্ডে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগকে ছাড়া কোনো নির্বাচন পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তিনি বলেন, এটি এমন নির্বাচন হবে, যার পাশে একটি ‘দাগ বা প্রশ্নচিহ্ন’ থেকে যাবে।

একই সঙ্গে কুগেলম্যান বলেন, শেখ হাসিনার তদারকিতে চালানো দমন-পীড়ন এবং নির্বাচনী মাঠ নিজেদের অনুকূলে নেওয়ার অতীতের অপচেষ্টার কারণে অনেক বাংলাদেশির চোখে আওয়ামী লীগ একটি বৈধ রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য হওয়ার অধিকার হারিয়েছে।

২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনে শেখ হাসিনা নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছিলেন। এসব নির্বাচনে কারসাজি হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। বিরোধী দলগুলো এসব নির্বাচন বর্জন করে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর দমন-পীড়ন চালানো হয়েছিল।

তবু কুগেলম্যান মনে করেন, দক্ষিণ এশিয়ার বংশানুক্রমিক রাজনৈতিক দলগুলোর বৈশিষ্ট্য এমন যে তারা খুব কমই বিলুপ্ত হয়।

কুগেলম্যান আলজাজিরাকে বলেন, ‘আওয়ামী লীগ এখন খুব খারাপ অবস্থায় থাকলেও এবং বাংলাদেশে তারা রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছিটকে পড়লেও ভবিষ্যতে তাদের সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিকে অবশ্যই উড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না। রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব দ্রুত পরিবর্তিত হতে পারে।’

আওয়ামী লীগের বর্তমান সংকটকে দলটির চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির দুঃসময়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন কুগেলম্যান। হাসিনার শাসনামলে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিএনপি কার্যকর কোনো রাজনৈতিক বা নির্বাচনী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হিমশিম খাচ্ছিল, বর্তমানে ক্ষমতার সবচেয়ে শক্তিশালী দাবিদার হিসেবে দলটি ফিরে এসেছে।

কুগেলম্যান বলেন, আওয়ামী লীগ সম্ভবত একটি ‘অপেক্ষা করার কৌশল’ অবলম্বন করবে। যত দিন শেখ হাসিনা রাজনীতিতে সক্রিয় থাকবেন, তিনি হয়তো ‘রাজনৈতিক সমীকরণের মধ্যেই থাকতে’ চাইবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়কে উত্তরসূরি হিসেবে ঘোষণা করতে পারেন।

কুগেলম্যান বলেন, ‘এতে সময় লাগতে পারে। এই অঞ্চলের রাজনীতির ধরন বিবেচনা করলে দেখা যায়, তা বেশ অস্থির ও পরিবর্তনশীল। ভবিষ্যতে যদি কোনো সুযোগ তৈরি হয় এবং আওয়ামী লীগ একটি কার্যকর রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে মাঠে নামার মতো অবস্থানে পৌঁছাতে পারে, তবে দলটি ভালোভাবে ফিরে আসতে পারে। তবে আপাতত দলটি কার্যত পুরোপুরি স্থবির বা অকার্যকর হয়ে পড়েছে।’

রাজবাড়ীর সেই নৌকাচালক মৃধার জন্য এটি কোনো স্বস্তির কিছু নয়, নিজ দলের ভবিষ্যৎ ঘিরে এই অনিশ্চয়তা তাঁকে খুবই বিচলিত করে তুলেছে।

১৯৭৫ সালে সেনা অভ্যুত্থানে শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে মৃধা বলেন, ‘বঙ্গবন্ধু (শেখ হাসিনার বাবাকে ভালোবেসে এ নামে ডাকা হয়) সপরিবার নিহত হওয়ার পর আওয়ামী লীগ কীভাবে টিকে থাকার লড়াই করেছিল, সে কথা আমার বাবা প্রায়ই বলতেন।’ ওই ঘটনা আওয়ামী লীগকে প্রথমবারের মতো বড় সংকটে ফেলেছিল।

‘তবে এই বছরটি রাজনৈতিকভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মতো মনে হচ্ছে,’ বলেন মৃধা। - আলজাজিরা

সরকারি কলেজের শিক্ষকরা ৮ লাখ

৯ পৃষ্ঠার পর

আসতে হতো না। এখন সবাই বলে, একটা সুযোগ এসেছে, তাই মন্ত্রণালয়ে চলে আসেন। আমার রুমের সামনে অনেক লোক আসত। আমি তাদের ডিঙিয়ে রুমে যেতাম’

প্রকল্পসংক্রান্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ‘নতুন নীতিমালায় প্রকল্প বাস্তবায়নে উপকারভোগীদের সম্পৃক্ত করার পর তারা ঠিকাদারদের প্রশ্ন করে যে, আপনার ব্যবহৃত ইট-সুড়কি তো ভালো না। ফলে এখন প্রকল্পগুলোতে কোনো কর্মকর্তা আর পিডি (প্রকল্প পরিচালক) হতে চান না’

তিনি আরও বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের ভূমিকা অতীতের এ ধরনের যেকোনো সরকারের তুলনায় অনেক বেশি জটিল। কারণ এটি একটি নজিরবিহীন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে গণঅভ্যুত্থানের পর গঠিত হয়েছে।

১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় অর্থ ও পরিকল্পনা উপদেষ্টা হিসেবে নিজের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, ‘সে সময় নীতিনির্ধারণ ছিল তুলনামূলকভাবে সহজ’

তিনি বলেন, ‘তখন কাজটা অনেক সহজ ছিল। এবার সত্যি বলতে আমি এই দায়িত্ব নিতে চাইনি, কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করেছে’

তিনি আরও বলেন, ‘এবার কাজটা অনেক বেশি জটিল’

পরিকল্পনা উপদেষ্টা জানান, বর্তমান সরকারের প্রকৃতি স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করাও তার কাছে কখনো কখনো কঠিন হয়ে পড়ে।

তিনি বলেন, ‘আমরা এনজিওর মতো কাজ করছি না, আবার পুরোপুরি স্বাভাবিক বা রাজনৈতিক সরকার হিসেবেও কাজ করছি না। আমি নিজেও এখনও বোঝার চেষ্টা করছি, এটি ঠিক কী ধরনের সরকার’

তিনি জানান, অত্যন্ত অস্থিতিশীল একটি সময়ে সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করায় এর ম্যান্ডেট ও চরিত্র স্বভাবতই জটিল।

তিনি বলেন, ‘একদিকে অন্তর্বর্তী সরকার গণঅভ্যুত্থানের চেতনা থেকে এসেছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যাশাগুলো বহন করছে; অন্যদিকে এর একটি আংশিক সাংবিধানিক ভিত্তিও রয়েছে’

সব মিলিয়ে, এটি এমন একটি সরকারব্যবস্থা যা বাংলাদেশ আগে কখনো প্রত্যক্ষ করেনি বলে মন্তব্য করেন ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ইস্ট কোস্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজম জে চৌধুরী, ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্সের চেয়ারম্যান তোফাজ্জল হোসেন, দ্য ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ, ব্র্যাক ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সৈয়দ আবদুল মোমেন, ইসলামী ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. এম কামাল উদ্দিন জাসিম এবং মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সামসুল ইসলাম।

সেমিনারে আরও বক্তব্য দেন ইআরএফ সভাপতি দৌলত আক্তার মালা এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The
Highest Rate
Our Experienced Nurse Will
Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
আমরা
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অতটা

১২ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রকে একটি বার্তা দেওয়া হচ্ছে—যুক্তরাষ্ট্র যতটা ভাবে, আমরা ততটা তাদের ওপর নির্ভরশীল নই। যদি লক্ষ্য হয় যুক্তরাষ্ট্রকে দরকষাকষির টেবিলে আনা, তাহলে এটি কাজে লাগতে পারে। একই সঙ্গে তিনি এই চুক্তি বাস্তবে কতটা চাপ তৈরি করতে পারবে, তা নিয়ে সংশয়ও প্রকাশ করেন।

ভারত-ইইউ এফটিএ প্রসঙ্গে, যাকে প্রায়ই 'মাদার অব অল ডিলস' বলা হয় এবং যার লক্ষ্য প্রায় ২০০ কোটি মানুষের একটি যৌথ বাজার তৈরি করা, অভিজিৎ জোর দিয়ে বলেন, বাণিজ্য চুক্তি কেবল শুরু মাত্র।

তিনি বলেন, 'বাণিজ্য চুক্তি শুধু একটি সূচনা। বিক্রি করার মতো পণ্য থাকতে হবে এবং বাজারকেও সেই পণ্য চাইতে হবে। তার মতে, বর্তমান সময়ে প্রতিযোগিতা কেবল শুল্ক কমানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।

কর্তৃপক্ষের তথ্যমতে, এই চুক্তির আওতায় ইইউতে ভারতের ৯৯ শতাংশ রপ্তানির ওপর শুল্ক উঠে যাবে এবং ভারতে ইইউর ৯৭ শতাংশের বেশি রপ্তানিতে শুল্ক কমবে। এতে বৈশ্বিক জিডিপির প্রায় এক-চতুর্থাংশ অন্তর্ভুক্ত হবে। ভারতের বস্ত্র, পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, হস্তশিল্প, জুতা ও সামুদ্রিক পণ্য খাত উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে ইউরোপ লাভবান হতে পারে মদ, গাড়ি, রাসায়নিক ও ওষুধ শিল্পে।

অভিজিৎ বলেন, ভারত বস্ত্র, চামড়া ও গয়নার মতো খাতে অগ্রাধিকার দিচ্ছে, তবে ফলাফল একেক ক্ষেত্রে একেক রকম হতে পারে।

তিনি বলেন, 'গয়না ও চামড়ায় আমরা অবশ্যই প্রতিযোগিতামূলক, আর বস্ত্রে হয়তো কিছুটা কম—যদিও সেটা বস্ত্রের ধরন অনুযায়ী বদলায়। একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, ভিয়েতনাম ও বাংলাদেশও প্রতিযোগিতামূলক এবং 'তারা আমাদের থেকে কিছুটা এগিয়ে রয়েছে'।

ভারতের প্রধান দুর্বলতা হিসেবে তিনি লজিস্টিকস ও দ্রুত সরবরাহ ব্যবস্থার কথা তুলে ধরেন।

অভিজিৎ বলেন, 'আমি যখন যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলি, তারা বলে ভারতীয়রা ধীরগতির। আমাদের পরিবহন ব্যবস্থা কার্যকর নয়, বন্দরগুলো ধীর—এই সব বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের মোট পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৩৬ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে রপ্তানি ছিল প্রায় ৭৬ বিলিয়ন ডলার এবং আমদানি ৬০ বিলিয়ন ডলার।

চীনের সঙ্গে তুলনা টেনে অভিজিৎ বলেন, দ্রুত সরবরাহের কারণে সেখানকার সরবরাহকারীরা প্রায়ই বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকে।

তিনি বলেন, 'একই দামে যদি একটি দেশ দ্রুত পণ্য সরবরাহ করতে পারে, ক্রেতারা সেই দেশকেই বেছে নেবে। ভারতের উচিত 'চীনের মতো দক্ষতার স্তরে পৌঁছানো', তাহলেই বাণিজ্য চুক্তির পূর্ণ সুফল পাওয়া সম্ভব হবে।

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের দক্ষতায় পিছিয়ে পড়া কাটিয়ে উঠতে হবে। যদি আমরা চীনের মতো দক্ষতা অর্জন করতে পারি, তাহলে এই চুক্তিগুলো থেকে লাভ নিশ্চিতভাবেই আসবে। কিন্তু এটা স্বয়ংক্রিয় নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে টানাপোড়েনপূর্ণ বাণিজ্য সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তার মতে, কিছু ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত উচ্চ মার্কিন শুল্ক—যার মধ্যে রাশিয়ার তেল কেনা সংক্রান্ত শুল্কও রয়েছে—বিশ্ব বাণিজ্য প্রবাহে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। ভারত এসব ব্যবস্থাকে 'অন্যায্য, অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য' বলে অভিহিত করেছে এবং বলেছে, তাদের জ্বালানি নীতি জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত।

অভিজিৎ বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ভারত এখনো পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি।

তিনি বলেন, 'আমরা বুঝতে পারিনি কেন ট্রাম্প এতটা ভারতবিরোধী। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের সঙ্গে দরকষাকষিতে খুব একটা আগ্রহ দেখায়নি। তিনি উল্লেখ করেন, চুক্তি নিয়ে প্রকাশ্যে দেওয়া অনেক দাবি পরে অস্বীকার করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, 'মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মাঝে মাঝে দাবি করেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে কথা বলেছেন এবং একটি চুক্তি হবে। কিন্তু সেটা আদৌ সত্য কি না, তা স্পষ্ট নয়, কারণ পরে তা অস্বীকার করা হয়। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমস্যাটা ঠিক কোথায়, বা দরকষাকষিতে এর প্রভাব কতটা—তা আমরা এখনো পুরোপুরি বুঝতে পারিনি।

ইউরোপ কি বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের বিকল্প হতে পারে—এই প্রশ্নে তিনি বলেন, বাজারের আকার এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, 'ভারত বড় বাজার, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বিশাল। তার পর্যবেক্ষণ, ইউরোপ বিলাসপণ্য ও যন্ত্রপাতিতে শক্তিশালী হলেও, যুক্তরাষ্ট্রকে পুরোপুরি প্রতিস্থাপন করতে পারে না।

তিনি বলেন, 'ইউরোপে বিলাসপণ্য ও যন্ত্রপাতির উৎপাদন বেশি, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র একটি বিশাল বাজার। ভারত বড় বাজার হলেও তুলনীয় নয়। ফলে এই চুক্তি আমাদের কতটা ভূরাজনৈতিক সুবিধা দেবে, তা স্পষ্ট নয়। এখন ইউরোপ ও ভারত—দুই পক্ষই কিছুটা প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, কিছু করার চেষ্টা করছে এবং দেখছে কী হয়।

এই এফটিএ কি বৈশ্বিক অস্থিরতা ও সরবরাহ-শৃঙ্খল বিঘ্ন থেকে ভারতকে সুরক্ষা দিতে পারবে—এমন প্রশ্নে অভিজিৎ বলেন, সবকিছুই বাস্তবায়নের ওপর নির্ভর করবে।

তিনি বলেন, 'এটা পুরোপুরি নির্ভর করছে ভারত কতটা এর সুযোগ নিতে পারে তার ওপর। তিনি যোগ করেন, 'শুল্ক হলো দামের একটি মাত্র অংশ। সরবরাহ-শৃঙ্খলের নির্ভরযোগ্যতা, পরিবহন দক্ষতা ও সরবরাহের সময়সীমা—এই সবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই আবারও বলছি, এটা স্বয়ংক্রিয় নয়।

তথ্যসূত্র টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়া

পছন্দ হোক বা না হোক,

১২ পৃষ্ঠার পর

নিয়ে অবশ্যই আলোচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী।

চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে উইঘুর মুসলিম ও অন্যান্য জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর দমন-পীড়ন এবং হংকংয়ের গণতন্ত্রপন্থী সংবাদমাধ্যম ব্যক্তিত্ব জিমি লাইকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে বিশ্বজুড়ে কড়া সমালোচনা রয়েছে। এ ছাড়া সম্প্রতি ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এমআই-৫ সতর্ক করেছে যে চীনে ব্রিটিশ বিরোধী গুপ্তচরবৃত্তি দিন দিন জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও চীনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা জরুরি বলে মনে করছে ব্রিটিশ সরকার। সফরের আগে প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বলেন, 'বিগত কয়েক বছর ধরে চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুব একটা স্থিতিশীল ছিল না। কখনো সুসম্পর্ক, আবার কখনো তিক্ততা—এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছে। কিন্তু পছন্দ হোক বা না হোক, যুক্তরাজ্যের জন্য চীন অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও বলেন, 'বিশ্বের অন্যতম বড় অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে চীনের সঙ্গে একটি কৌশলগত ও ধারাবাহিক সম্পর্ক রাখা আমাদের জাতীয় স্বার্থেরই অংশ। এর মানে এই নয় যে আমরা সব চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে যাব। বরং যেখানে আমাদের দ্বিমত আছে, সেখানেও আমরা আলোচনার পথ খোলা রাখতে চাই।

প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের এই গুরুত্বপূর্ণ সফরে তাঁর সঙ্গে রয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী পিটার কাইল এবং ট্রেজারি বিভাগের অর্থনৈতিক সচিব লুসি রিগবি। এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরে বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার পরপরই বেইজিং সফর করেছিলেন পিটার কাইল। এ ছাড়া চ্যান্সেলর র‍্যাচেল রিভস এবং বর্তমান উপপ্রধানমন্ত্রী ডেভিড ল্যামিও গত বছর চীন সফর করেছেন।

স্টারমার মনে করছেন, গত কয়েক বছর চীনের ব্যাপারে যুক্তরাজ্যের 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' মনোভাব আদতে দেশটিকে দুর্বল করেছে। তাঁর মতে, আবারও সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগই যুক্তরাজ্যকে শক্তিশালী করবে।

ডাউনিং স্ট্রিটের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, সম্প্রতি কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ চীন সফর করেছেন। এমনকি ফ্রান্স ও জার্মানির রাষ্ট্রপ্রধানরা গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকবার বেইজিং গেছেন।

কিন্তু আট বছর আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে'র সফরের পর যুক্তরাজ্যের কোনো প্রধানমন্ত্রী চীন সফরে যাননি। কিয়ার স্টারমার মনে করেন, এর ফলে সমমনা পশ্চিমা দেশগুলোর তুলনায় যুক্তরাজ্য অনেকটাই 'একঘরে' হয়ে পড়েছিল।

এদিকে, আগামী এপ্রিলে নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চীন সফরের কথা রয়েছে। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের অনেকেই চীনের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের এই ঘনিষ্ঠ হওয়াকে সন্দেহের চোখে দেখছেন।

সম্প্রতি লন্ডনে চীনের নতুন একটি দূতাবাস নির্মাণের অনুমতি দিয়েছে স্টারমার সরকার। কাজ শেষ হলে এটিই হবে ইউরোপের সবচেয়ে বড় চীনা দূতাবাস। এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন কনজারভেটিভ পার্টির ছায়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রীতি প্যাটেল।

তিনি এ সিদ্ধান্তকে 'নতিস্বীকার' হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, 'আমাদের রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে একটি স্পাই-হাব বা গোয়েন্দা কার্যক্রমের কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনায় স্টারমার ইতিমধ্যেই চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। চীন আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি, অথচ স্টারমার বেইজিংকে তোষণ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

চীনের প্রেসিডেন্ট সি জিন পিংয়ের সঙ্গে স্টারমারের এটিই প্রথম দেখা নয়। এর আগে ২০২৪ সালের নভেম্বরে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে জি-২০ সম্মেলনে তাঁদের মধ্যে বৈঠক হয়েছিল।

চীনের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের চুক্তিতে নাখোশ ট্রাম্প

১২ পৃষ্ঠার পর

এই বৈঠকে অন্তত ১০টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পকে নিয়ে নির্মিত এক তথ্যচিত্রের প্রিমিয়ারে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাজ্য চীনের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বাড়ানোকে তিনি কীভাবে দেখছেন। জবাবে তিনি বলেন, 'ওটা তাদের জন্য খুবই বিপজ্জনক।'

ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ডাউনিং স্ট্রিট জানায়, কিয়ার স্টারমারের চীন সফর এবং এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াশিংটন আগে থেকেই অবগত ছিল। ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট আরও উল্লেখ করে, মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিজেরও আগামী এপ্রিল মাসে চীন সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক নিয়ে ট্রাম্প আর কোনো মন্তব্য না করে আলোচনার দিক ঘুরিয়ে কানাডার প্রসঙ্গ তোলেন এবং সেখানেও একই ধরনের সতর্কবার্তা দেন। তিনি বলেন, 'কানাডার জন্য এটা আরও বেশি বিপজ্জনক, আমার মনে হয়।' ট্রাম্প আরও বলেন, 'কানাডা ভালো অবস্থায় নেই। তারা খুব খারাপ অবস্থায় আছে, আর চীনকে সমাধান হিসেবে দেখা যাবে না।'

চলতি সপ্তাহের শুরুতে ট্রাম্প হুমকি দেন, কানাডা যদি চীনের সঙ্গে সাম্প্রতিক এক অর্থনৈতিক চুক্তি বাস্তবায়ন করে, তাহলে তিনি কানাডার ওপর শুল্ক আরোপ করবেন। সম্প্রতি কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি বেইজিং সফরে গিয়ে এসব চুক্তি করেন। এই মন্তব্যগুলো আসে এমন এক সময়ে এল, যখন কিয়ার স্টারমার বলেছেন—চীন প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে আলোচনার পর যুক্তরাজ্য ও চীনের সম্পর্ক এখন 'ভালো ও শক্ত অবস্থানে' রয়েছে। বৃহস্পতিবার বেইজিংয়ের গ্রেট হল অব দ্য পিপলে সির সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়।

শুক্রবার কিয়ার বলেন, সির সঙ্গে 'খুব ভালো বৈঠক' হয়েছে এবং এতে 'আমরা যে মাত্রার সম্পৃক্ততা চেয়েছিলাম, ঠিক সেটাই পাওয়া গেছে।' তিনি বেইজিংয়ে ব্যাংক অব চায়নায় অনুষ্ঠিত ইউকে-চায়না বিজনেস ফোরামের এক সভায় বলেন, 'আমরা আন্তরিকভাবে আলোচনা করেছি এবং বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে।

কারণ যুক্তরাজ্যের দেওয়ার মতো অনেক কিছু আছে।'

এ পর্যন্ত কিয়ার স্টারমারের চীন সফর থেকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে ভিসামুক্ত ভ্রমণ চুক্তি, হুইস্কির ওপর শুল্ক কমানো এবং চীনে উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তুলতে অ্যাস্ট্রাজেনেকার ১০ দশমিক ৯ বিলিয়ন পাউন্ড বিনিয়োগের ঘোষণা। এ ছাড়া সংগঠিত অপরাধ ও অবৈধ অভিবাসনের মতো বিষয়ে ভবিষ্যৎ সহযোগিতার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

চীনে ব্রিটিশ চেম্বার অব কমার্সের চেয়ারম্যান ক্রিস টরেন্স কিয়ার স্টারমারের বেইজিং সফরকে 'সফল' বলে মন্তব্য করেছেন। টরেন্স বিবিসিকে বলেন, 'যুক্তরাজ্যের জন্য চীনের দিকে তাকানো যৌক্তিক। চীন তাদের বড় বাণিজ্যিক অংশীদারদের একটি।' তিনি আরও বলেন, পশ্চিমা অনেক নেতা সম্প্রতি বেইজিং সফর করেছেন বা শিগগিরই করবেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পও, যিনি এপ্রিল মাসে চীন সফরে যাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

টরেন্স বিবিসিকে বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র হয়তো অন্য দেশগুলোকে চীনের সঙ্গে চুক্তি করার জন্য নিষেধাজ্ঞা দিচ্ছে বা শুল্ক চাপাচ্ছে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র নিজেই চীনের সঙ্গে একটি চুক্তি করতে পারে। বাস্তবে আমরা আশা করছি, এ বছরই এমন কিছু হবে।'

স্যার কিয়ার স্টারমারের পরবর্তী গন্তব্য ছিল সাংহাই। চীন সফরের শেষ ধাপে তিনি সেখান থেকে জাপানের রাজধানী টোকিওতে যাবেন। সেখানে তিনি জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচির সঙ্গে একটি কার্যকরী নৈশভোজে অংশ নেবেন।

মার্কিন ডলার:‘আহত পরাশক্তি’ নাকি এখনো বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী মুদ্রা?

১০ পৃষ্ঠার পর

গত এক দশকে বিশ্ব বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কমেছে, আর চীনের বেড়েছে। বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথে, যেখানে বিশ্বের ৮৫ শতাংশ মানুষ বাস করে। দক্ষিণ আফ্রিকার থিঙ্ক ট্যাঙ্কওইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল ডায়ালগ২-এর বিশ্লেষক সানুশা নাইডু বলেন,ওডলারে লেনদেন করলেই একটা গোপন খরচ বা হিডেন কস্ট যুক্তরাষ্ট্রের পকেটে যায়। এখন দেশগুলো প্রশ্ন তুলছেড়কেন আমরা আমেরিকাকে এই টাকা দেব২ নিজস্ব মুদ্রায় সরাসরি লেনদেন হলে এই খরচ বাঁচে এবং মুদ্রা বিনিময়ের ঝুঁকি কমে। তবে ইউনিভার্সিটি অফ প্রিটোরিয়ার অধ্যাপক ড্যানি ব্র্যাডলো বলেন, স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্যে ব্যবহারিক চ্যালেঞ্জ আছে। যেমন বতসোয়ানা ও মেক্সিকোর মধ্যে বাণিজ্য কম। তাই একে অপরের মুদ্রা জমিয়ে রাখার চেয়ে ডলার ব্যবহার করাই তাদের জন্য সুবিধাজনক।

লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সের শার্লি ইউ বলেন, স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্যের জন্য সিআইপিএস, ব্রিকস পে এবং এম-ব্রিজের মতো অবকাঠামো আরও শক্তিশালী করতে হবে। যদিও স্থানীয় মুদ্রায় লেনদেন বাড়ছে, তবুও সুইফট ও ডলারের তুলনায় তা নগণ্য। চীনা মুদ্রা ইউয়ান এখনো বিশ্ববাণিজ্যের ১০ শতাংশেরও কম দখলে রেখেছে।

পরিবর্তনের হাওয়া

ব্র্যাডলো বলেন, ডলারের বিকল্প খোঁজার আগ্রহ নাটকীয়ভাবে বেড়েছে। সোনার দাম বাড়াই এর প্রমাণ। দেশগুলো ডলারকে আর পুরোপুরি স্থিতিশীল মনে করছে না। তাই তারা সোনা ও রুপায় বিনিয়োগ বাড়িয়ে ঝুঁকি কমাচ্ছে।

ম্যাক্রো-এডভাইজরির বিশ্লেষক ক্রিস উইফার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিবর্তন এই অবিশ্বাসের কারণ। ওপ্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অনিশ্চিত আচরণ এবং ৩৮ ট্রিলিয়ন ডলারের বিশাল ঋণের কারণে ডলার আগের মতো নিরাপদ মনে হচ্ছে না২ ব্র্যাডলো বলেন, ট্রাম্প ছাড়াও ডলারের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা বিশ্বের জন্য সমস্যা। যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রানীতির কারণে অন্য দেশগুলো বিপদে পড়ে। তাই বহুমুখী ব্যবস্থা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য।

ডলারের কি পতন হবে?

বেশির ভাগ বিশ্লেষক বলছেন, এখনই না। উইফার বলেন,ওতেল বা কাঁচামালের দাম নির্ধারণে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ হিসেবে ডলারই প্রধান থাকবে। বর্তমানে ডলারের কোনো বিকল্প নেই২ গ্লোবাল সাউথ ও ব্রিকস দেশগুলো আসলে ডলারের পুরোপুরি বিকল্প চাইছে না। তারা চাইছে বৈচিত্র্য এবং লেনদেনের বিকল্প ব্যবস্থা, যাতে সুইফটের ওপর নির্ভর করতে না হয়। শার্লি ইউ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ডলারের আধিপত্য ধরে রাখতে সব কিছু করবে। ট্রাম্পওজিনিয়াস অ্যাক্ট২-এর মাধ্যমে ডলারের অবস্থান শক্ত করতে চান। ডলার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় শক্তির ভিত্তি।

ওধীরে জ্বলে যাওয়া২ পতন

সানুশা নাইডু মনে করেন, ডলার এখন একওআহত পরাশক্তি২। যখন কোনো আধিপত্যবাদী শক্তি আহত হয় এবং চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে, তখন তা বিপজ্জনক ও অনিশ্চিত হয়ে ওঠে।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার চার স্তম্ভড়নিরাপত্তা, অর্থ, জ্ঞান ও উৎপাদনড়সবই ডলারের ওপর দাঁড়িয়ে। বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি হলে এই স্তম্ভগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। ডলার হঠাৎ ধসে না পড়লেও এটি ধীরে ধীরে পতনের দিকে যাচ্ছে, যা দ্রুত পতনের চেয়েও বেশি বিপজ্জনক হতে পারে।

উইফার বলেন, মানুষ যদি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও নেতৃত্বের ওপর আস্থা হারায়, তবে শেষ পর্যন্ত চীনা ইউয়ানের উত্থানই ডলারের আধিপত্য ভাঙবে। বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথে।

শার্লি ইউ বলেন,ওপেট্রোডলারের২ বদলে যেদিনওপেট্রোইউয়ান২ বিশ্ববাজারে তেলের দাম নির্ধারণে ব্যবহৃত হবে, সেদিনই ডলারের একচ্ছত্র আধিপত্যের অবসান ঘটবে। ইরান ও রাশিয়ার সঙ্গে চীনের তেল বাণিজ্যে ইতিমধ্যেই ইউয়ানের ব্যবহার বাড়ছে।

তবে বিশ্লেষকদের শেষ কথা হলোড়ডলারের জন্য এখনই বা মধ্যমেয়াদে কোনো বড় হুমকি নেই। এর কারণ ডলারের শক্তি নয়, বরং বিশ্ববাণিজ্যে এখনো এর কার্যকর কোনো বিকল্প না থাকা।- সুমায়া ইসমাইল; আল জাজিরা

বাণিজ্য চুক্তিতে শুল্ক কমবে, মার্কিন

১০ পৃষ্ঠার পর

বাণিজ্য সচিব বলেন, “বাংলাদেশের রেসিপ্রোকাল শুল্কহার বিদ্যমান ২০ শতাংশ থেকে কমবে, তবে কমে কতো হবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। চুক্তি স্বাক্ষরের পর দুইপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে রেট ঘোষণা করবে।চ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নতুন শুল্কহার প্রায় ১৫ শতাংশে নেমে আসতে পারে।

শুল্কহারে ছাড় পেতে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়াতে সম্মত হয়েছে। একই সঙ্গে ই-কমার্সে শুল্ক আরোপ না করা, মৎস্যপণ্য রপ্তানিতে ভর্তুকি প্রত্যাহার, যুক্তরাষ্ট্রের মেধাস্বত্ব (আইপি) সংক্রান্ত শর্ত মানা এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংস্কারে ওয়াশিংটনের প্রস্তাবকে সমর্থন দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে বাংলাদেশড়বলেন বাণিজ্য সচিব।

তিনি আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করার আগে বাংলাদেশ আগামী ৬ জুন টোকিওতে জাপানের সঙ্গে একটি অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব চুক্তি (ইপিএ) স্বাক্ষর করবে।

ই-কমার্সে শুল্ক

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, ডব্লিউটিওর বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী ই-কমার্সের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা আমদানি বর্তমানে শুল্কমুক্ত রয়েছে, যার মেয়াদ আগামী মার্চে অনুষ্ঠেয় ডব্লিউটিওর ১৪তম মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলন সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হবে। আগামী ২৬-২৯ মার্চ ক্যামেরুনের রাজধানী ইয়াউন্ডেতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা জানান, ই-কমার্সের ওপর যাতে কখনও শুল্ক আরোপিত না হয়, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র ডাব্লিউটিওতে প্রস্তাব জমা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব অনুযায়ী, অনলাইনে কোন সেবা কিনে তা ডাউনলোড করলেও তার ওপর কোনো ধরনের শুল্ক আরোপ করা যাবে না। মার্চে অনুষ্ঠেয় মন্ত্রীপর্যায়ের সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ভোটে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের সাবেক সদস্য মোস্তফা আবিদ খান টিবিএসকে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ই-কমার্স শুল্কের ওপর স্থায়ী স্থগিতাদেশ (মোরাটোরিয়াম) চায়। ডব্লিউটিওতে প্রায় একই ধরনের প্রস্তাব করেছে আফ্রিকা, ক্যারিবীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৭৯টি দেশ নিয়ে গঠিত ওএসিপিএস গ্রুপ।

বর্তমানে বাংলাদেশ ডাব্লিউটিওর বিধান অনুযায়ী, কিছু ই-কমার্স পণ্য ও সেবা আমদানি শুল্কমুক্ত রেখেছে, আবার কিছু পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে শুল্ক আরোপ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের শর্তানুযায়ী ই-কমার্স ট্যারিফ ফ্রি করা হলে তাতে এখাত থেকে বাংলাদেশের রাজস্ব আহরণ কমে যাবে। “তবে ই-কমার্স থেকে পণ্য ও সেবা ক্রয়ে বছরে একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কত ডলার ব্যয় করতে পারবে, এসব ব্যাপারে বাংলাদেশ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে,চ বলেও জানান তিনি।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেলের সাবেক মহাপরিচালক মো. হাফিজুর রহমান বলেন, ই-কমার্স সংক্রান্ত অন্য সব আইন ও বিধানের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের এই শর্তের কোনো প্রভাব থাকবে না। “শুধু ই-কমার্সের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা আমদানিতে ট্যারিফ আরোপ করা যাবে না। এতে রাজস্ব আহরণ কমে যাওয়া ছাড়া আর কোন কনসার্ন (উদ্বেগ) নেই।চ

মেধাস্বত্ব অধিকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, মার্কিন তুলা দিয়ে তৈরি পোশাকে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেতে হলে মেধাস্বত্ব অধিকার (আইপিআর) বিষয়ে বাংলাদেশকে বড় ধরনের ছাড় দিতে হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে টিবিএসকে বলেন, “বাংলাদেশ যে প্যাটেন্ট আইন করেছে, সেখানে বেশকিছু বিষয়ে ফ্লেক্সিবিলিটি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এই শর্তের কারণে এটি সংশোধন করে আরও কঠোর করতে হবে।চ

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানি

ডব্লিউটিওর বিধান অনুযায়ী, স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। তবে যুক্তরাষ্ট্র তৈরি পোশাক বাদে অপ্রচলিত কিছু পণ্যে জিএসপি সুবিধা দিলেওড় ২০১৩ সালের রানা প্লাজা ট্র্যাজেডির পর তা স্থগিত করে।

তারপর যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়নের শর্তে জিএসপি সুবিধা পুনর্বহালের কথা থাকলেওড়বাংলাদেশ সে শর্তগুলো পূরণ করতে পারেনি।

বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) মোহাম্মদ হাতেম টিবিএসকে বলেন, ইতোমধ্যে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানি বাড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের তুলায় তৈরি আরএমজিকে (তৈরি পোশাক) দেশটি শুল্কমুক্ত সুবিধা দেবে বলে আমরা জানতে পেরেছি। এটি হলে তা উভয়পক্ষের জন্যই লাভজনক হবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের তুলা আমদানি বাড়ার পাশাপাশি দেশটিতে বাংলাদেশের আরএমজি পণ্যের রপ্তানিও বাড়বে।চ

পাল্টা শুল্ক

গত বছরের জুলাইয়ে ট্রাম্প প্রশাসন বাংলাদেশসহ প্রায় ৯০টি দেশের ওপর অতিরিক্ত ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেয়।

এরপর ১০০টি মার্কিন পণ্যকে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ানোসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একাধিক দফা আলোচনার পর ওয়াশিংটন বাংলাদেশের ওপর পাল্টা শুল্কহার কমিয়ে ২০ শতাংশ নির্ধারণ করে, যা ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হয়।

ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম, সয়াবিন, ভুট্টা, তুলাসহ বিভিন্ন কৃষি পণ্য, বোয়িং কোম্পানির ২৫টি উড়োজাহাজ, এলএনজিসহ বিভিন্ন পণ্য ও সেবা আমদানি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কার্যকর শুরু করে বাংলাদেশ।

পরবর্তীতে এই শুল্কহার আরও কমানোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা তুলায় উৎপাদিত পোশাক রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা আদায়ে আলোচনা অব্যাহত রাখে ঢাকা, যা চূড়ান্ত হয়ে ৯ ফেব্রুয়ারি চুক্তিতে পরিণত হবে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার এখনো যুক্তরাষ্ট্রই। গত অর্থবছর বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিটিতে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮.৬৯ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে ওভেন পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ৪.৯৫ বিলিয়ন ডলার, যা দেশের মোট ওভেন রপ্তানির ২৭ দশমিক ২১ শতাংশ এবং নিটওয়্যার রপ্তানির পরিমাণ ২.৬০ বিলিয়ন ডলার, যা মোট নিটওয়্যার রপ্তানির ১২.২৭ শতাংশ। এ ছাড়া, হোম টেক্সটাইল রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৫০ মিলিয়ন ডলার ও ক্যাপ রপ্তানি হয়েছে ২৫৯ মিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) জানিয়েছে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৩৪৬ মিলিয়ন ডলারের তুলা আমদানি করেছে, যা আগের অর্থবছরে ছিল ২৭৮ মিলিয়ন ডলার। গত অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট তুলা আমদানির প্রায় ১০ শতাংশই এসেছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের রফতানি তিন

১০ পৃষ্ঠার পর

মার্কিন বাণিজ্য ঘাটতি ৩৪ বছরের সর্বোচ্চে

রফতানি ১৬৫ দশমিক ছয় বিলিয়ন ডলার বা পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ কমেছে। শিল্প সরবরাহ ও উপকরণের রফতানি ছয় দশমিক এক বিলিয়ন ডলার কমেছে। এর মধ্যে মূল্যবান ধাতু এবং অপরিশোধিত তেলের রফতানি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। শুধু অপরিশোধিত তেলের রফতানি এক দশমিক চার বিলিয়ন ডলার কমেছে। ভোক্তা পণ্যের রফতানি তিন দশমিক এক বিলিয়ন ডলার কমেছে। পণ্য বাণিজ্য ঘাটতি ৪৭ দশমিক তিন শতাংশ বেড়ে ৮৬ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। যদিও সেবা খাতের আমদানি কমেছে, তবে রফতানি রেকর্ড পরিমাণ হয়েছে। অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন, নভেম্বরে এই বাণিজ্য ঘাটতি চতুর্থ প্রান্তিকের জিডিপিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ২০২৫ সালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে বাণিজ্য ইতিবাচক অবদান রেখেছিল। তবে আমদানি বৃদ্ধি ও রফতানি হ্রাসের ফলে চতুর্থ প্রান্তিকে সেই অবদান কমতে পারে। বিশেষ করে মূলধনী পণ্যের আমদানির কারণে দেশের অর্থনীতিতে চাপ পড়বে। মার্কিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, কম্পিউটার ও সেমিকন্ডাক্টরের আমদানির বৃদ্ধি এবং ভোক্তা পণ্যের রেকর্ড আমদানি বাণিজ্য ঘাটতি চরমে পৌঁছাতে মূল ভূমিকা রেখেছে। শিল্প সরবরাহ সামগ্রীর কম আমদানি এবং মূলধনী পণ্যের নির্দিষ্ট হ্রাসের সত্ত্বেও সামগ্রিক ঘাটতি ইতিহাসের সর্বোচ্চ। অর্থনীতিবিদদের মতে, চতুর্থ প্রান্তিকের জিডিপি প্রবৃদ্ধি পূর্বাভাসের তুলনায় কম হতে পারে। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও মুদ্রানীতি পরিকল্পনাকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করতে হতে পারে। বিশেষ করে বাণিজ্য ঘাটতির ধারাবাহিকতা এবং আমদানি বৃদ্ধি দেশের মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যালান্স অফ পেমেন্টে প্রভাব ফেলতে পারে।

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

info@basharlaw.com
OPEN 6 Days (M-S)
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

‘খাবারের গন্ধ নিয়ে হেনস্তার’

৬ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থী আদিত্য প্রকাশ মাইক্রোওয়েভে দুপুরের খাবারের জন্য ভারতের জনপ্রিয় খাবার পালক পনির গরম করছিলেন। অভিযোগ ওঠে, সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ব্রিটিশ কর্মী ওই খাবারের তীব্র গন্ধ নিয়ে আপত্তি জানান। ওই কর্মী দাবি করেন, তীব্র গন্ধযুক্ত খাবার এই মাইক্রোওয়েভে গরম করার নিয়ম নেই।

আদিত্য জানান, এমন কোনো নিয়মের কথা কোথাও লেখা ছিল না। পরে তিনি যখন জানতে চান ঠিক কোন ধরণের খাবার গরম করা নিষেধ, তখন তাকে বলা হয় স্যান্ডউইচ গরম করা যাবে, কিন্তু কারি বা ঝোলযুক্ত খাবার যাবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, গোপনীয়তার আইনের কারণে তারা বিস্তারিত কিছু বলবে না। তবে তারা সব ধরণের বৈষম্য ও হেনস্তা দূর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গত সেপ্টেম্বরে ওই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছালেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো দায় স্বীকার করেনি।

আদিত্য প্রকাশ বলেন, আমাদের কাছে মামলার মূল বিষয় টাকা ছিল না। আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, ভারতীয় হওয়ার কারণে বা ভারতীয় অভ্যাসের কারণে কাউকে বৈষম্য করলে তার ফল ভোগ করতে হয়।

এই খবরটি প্রকাশের পর ভারতে ফুড রেসিজম বা খাবার নিয়ে বর্ণবাদ নিয়ে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক ভারতীয় বিদেশে খাবার নিয়ে নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করছেন।

তবে অনেকে বলছেন, খাবার নিয়ে বৈষম্য খোদ ভারতেই প্রকট। সেখানে নিরামিষাশী অনেকে আমিষ খাবারকে অশুচি মনে করেন এবং অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমিষ নিষিদ্ধ। এমনকি নির্দিষ্ট কিছু জাতি বা অঞ্চলের মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও মসলার গন্ধ নিয়েও ভারতে নিয়মিত হাসি-ঠাট্টা করা হয়।

কেবল ভারত বা দক্ষিণ এশিয়া নয়; আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এবং এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের মানুষও পশ্চিমা দেশগুলোতে তাঁদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে লজ্জার মুখে পড়েছেন বলে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন।

মাইক্রোওয়েভে খাবার গরম করা নিয়ে ঝামেলার পর আদিত্য প্রকাশ ও তার বাগদত্তা উর্মির বিরুদ্ধে একের পর এক কঠোর ব্যবস্থা নিতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আদিত্যের অভিযোগ, তুচ্ছ ওই ঘটনার জেরে তাদের গবেষণার অনুদান ও শিক্ষকতার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়। এমনকি দীর্ঘ মাস ধরে যাঁর অধীনে তারা পিএইচডি করছিলেন, সেই উপদেষ্টাও তাদের সঙ্গ ত্যাগ করেন।

এই পরিস্থিতির মুখে ২০২৫ সালের মে মাসে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ ও ধারাবাহিক প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের অভিযোগে মামলা করেন। গত সেপ্টেম্বরে দীর্ঘ আইনি লড়াই এড়াতে উভয় পক্ষ একটি সমঝোতায় পৌঁছায়।

সমঝোতার শর্ত অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের ডিগ্রি প্রদান করতে রাজি হয়। তবে একই সঙ্গে তারা কোনো দায় স্বীকার করেনি এবং ভবিষ্যতে তাঁদের ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা বা চাকরির ওপর আজীবনের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল উবার,

৪৬ পৃষ্ঠার পর

দিয়ে দেয়। নতুন আইন অনুযায়ী, অ্যাপগুলোকে চালকদের বাদ দেওয়ার ১৪ দিন আগে নোটিশ দিতে হবে, যদি না তারা “মারাত্মক অসদাচরণের” জন্য অভিযুক্ত হন।

এই আইনটি চালকদের ন্যায্য কারণ ছাড়া বরখাস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করবে, তাদের একটি স্বাধীন আপিল প্রক্রিয়া দেবে এবং বরখাস্ত হওয়ার পর বকেয়া বেতনসহ অ্যাপে পুনর্বহাল হওয়ার একটি পথও তৈরি করবে।

এই বিলটি সাবেক মেয়রের ভেটো বাতিলের জন্য চূড়ান্ত ভোটের জন্য যাওয়ার আগে ২৯ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সিটি হলের সিঁড়িতে বিলটির প্রধান স্পন্সর সিটি কাউন্সিল সদস্য শেখর কৃষ্ণান বলেন, “একসাথে আমরা সেই দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটিয়েছি, যেখানে একজন চালক একদিন তার ফোনের দিকে তাকিয়ে দেখতেন যে তার জীবিকা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।” “আমরা জানি যে আমাদের বিলটি পাশ করার আগে প্রায়শই চালকরা সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন তাদের দিন শুরু করার জন্য প্রস্তুত হতেন, পরিবারের জন্য খাবার জোগাড় করতেন এবং সন্তানদের জন্য নাস্তা তৈরি করতেন, তখন তারা ফোনের দিকে তাকিয়ে দেখতেন যে তাদের চাকরি চলে গেছে।”

২০২৬ সালের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এইচ-

৪৬ পৃষ্ঠার পর

বরাদ্দ থাকবে। এই পদক্ষেপটি নির্মাণ, আতিথেয়তা, ল্যান্ডস্কেপিং এবং সামুদ্রিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো ব্যবসাগুলোর জন্য প্রতি বছর উপলব্ধ ৬৬,০০০ ভিসার সংখ্যাকে প্রায় দ্বিগুণ করেছে, যা এই স্বীকৃতি দেয় যে এই শিল্পগুলোর মার্কিন নিয়োগকর্তারা কর্মী খুঁজে পেতে হিমশিম খাচ্ছেন।

অতিরিক্ত এইচ-২বি ভিসাগুলো উপলব্ধ করার একটি অস্থায়ী নিয়ম আনুষ্ঠানিকভাবে ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত হবে।

রিপাবলিকান ট্রাম্প ২০২৫ সালে হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর অভিবাসনের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক দমন অভিযান শুরু করেন, যেখানে তিনি বৈধ কাগজপত্রবিহীন অভিবাসীদের অপরাধী এবং তাদের সম্প্রদায়ের জন্য বোঝা হিসেবে চিত্রিত করেন। তার প্রশাসন আইনি অভিবাসনের বিভিন্ন রূপের ওপরও কঠোরতা আরোপ করে, যার মধ্যে ছিল ব্যাপক ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা এবং শরণার্থী ও আশ্রয় মামলার পর্যালোচনা।

ডেমোক্র্যাট সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ট্রাম্পের ২০১৭-২০২১ মেয়াদের সময়েও উক্ত ক্যাটাগরিতে ভিসার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল

৬ পৃষ্ঠার পর

তিনি আপনাকে কখনোই হতাশ করবেন না। অভিনন্দন কেভিন!”

যদিও ওয়ার্শ এর আগে শুল্কের সমালোচনা করেছেন, যা ট্রাম্পের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক হাতিয়ার,

তবে তিনি প্রেসিডেন্টের এই নীতির ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি দিয়েছেন এবং দাবি করেছেন যে এটি ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতির কারণ হবে না।

এছাড়াও, ২০১০ সালের একটি বক্তৃতায় তিনি ফেডের “কষ্টার্জিত বিশ্বাসযোগ্যতা” সম্পর্কে কথা বলেছিলেন

এবং বলেছিলেন যে এর জন্য “ওয়াশিংটনের খেয়ালখুশি এবং ওয়াল স্ট্রিটের চাওয়া থেকে কঠোর স্বাধীনতা” প্রয়োজন।

তিনি মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ট্রাম্পের আক্রমণের সমালোচনা করেননি।

“জে পাওয়েল এবং ফেডারেল রিজার্ভের উপর হতাশ হওয়ার অধিকার প্রেসিডেন্টের আছে,” তিনি জুলাই মাসে ফক্স নিউজকে বলেছিলেন। বর্তমান প্রধান জেরোম পাওয়েলের মেয়াদ মে মাসে শেষ হবে।

ফেডের প্রাক্তন গভর্নর ওয়ার্শকে এই মনোনয়ন পাওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে প্রত্যাশিত ছিল।

ট্রাম্প এর আগে ওয়ার্শকে ট্রেজারি সচিবের পদের জন্য বিবেচনা করেছিলেন এবং তার প্রথম মেয়াদে পাওয়েলকে বেছে নেওয়ার আগে তাকে ফেড চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগের কথাও ভেবেছিলেন।

ওয়ার্শকে ২০০৬ সালে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ফেডের বোর্ডে মনোনীত করেছিলেন, যা তাকে এই পদে দায়িত্ব পালনকারী সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে দেয়।

তিনি স্ট্যানফোর্ড থেকে পাবলিক পলিসিতে স্নাতক ডিগ্রি এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

এবার রাজনৈতিক বাস্তবতার

৭ পৃষ্ঠার পর

কিন্তু নতুন বছরের প্রথম কয়েক সপ্তাহ এও দেখিয়েছে যে ট্রাম্প সবকিছু নিজের মতো করে করতে পারবেন না। তাঁর অভ্যন্তরীণ প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিদেশি শক্তিগুলোরও বলার কিছু আছে বিশেষ করে যদি তারা জোটবদ্ধ হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে দাভোসে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির একটি বক্তব্যে ফুটে উঠেছে। তিনি যুক্তি দিয়েছেন, ছোট দেশগুলোকে তাদের স্বার্থরক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। কার্নি বলেন, ‘মধ্যম শক্তির দেশগুলোকে অবশ্যই একসঙ্গে কাজ করতে হবে। কারণ, আমরা যদি আলোচনার টেবিলে না থাকি, তবে আমাদের অন্যের মেনুতে (শিকার) পরিণত হতে হবে।’

দীর্ঘদিন ট্রাম্পের টার্গেটে ছিলেন,

৬ পৃষ্ঠার পর

জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা অভিবাসীদের অবশ্যই দেশকে ভালোবাসা উচিত এবং যোগ করেন, ইলহান ওমরের মতো নয়। তার এই মন্তব্যে দর্শকরা উল্লাসের সঙ্গে সাড়া দেন।

এর কিছুক্ষণ পরেই উত্তর মিনিয়াপোলিসে একটি কমিউনিটি ইভেন্টে অংশ নিচ্ছিলেন ওমর। তখন হঠাৎ এক ব্যক্তি মঞ্চের দিকে ছুটে এসে তার ওপর তীব্র গন্ধযুক্ত তরল স্প্রে করে। তবে, তিনি গুরুতর আহত হননি। হামলার সময় ওমর অভিবাসন আইন প্রয়োগ এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোমের পদত্যাগের দাবি নিয়ে কথা বলছিলেন।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, এই ঘটনা এমন এক সময়ে ঘটল যখন সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর হুমকির মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে অনেক আইনপ্রণেতা জনসভা সীমিত বা বাতিল করতে বাধ্য হচ্ছেন। সোমালিয়ায় জন্ম নেওয়া মুসলিম নারী ওমর ২০১৮ সালে কংগ্রেসে নির্বাচিত হন এবং প্রতিনিধি পরিষদে দায়িত্ব পালনকারী প্রথম দুই মুসলিম নারীর একজন। তাকে বছরের পর বছর চরম বিদ্বেষের মুখোমুখি হতে হয়।

আগে যখন হুমকির মাত্রা বেড়ে যেত, তখন তাকে ক্যাপিটল পুলিশের পক্ষ থেকে ২৪ ঘণ্টা নিরাপত্তা দেওয়া হতো। এই সুরক্ষা প্রদানের বিষয়টি হাউজ স্পিকারের বিবেচনার ওপর নির্ভর করে। তবে গত এক বছর ধরে তিনি এমন নিরাপত্তা পাচ্ছিলেন না। হামলার পর ওমর আনুষ্ঠানিকভাবে অতিরিক্ত নিরাপত্তার অনুরোধ জানান এবং হাউজ স্পিকার মাইক জনসন তা দিতে সম্মত হয়েছেন। এ তথ্য জানিয়েছে বিষয়টির সঙ্গে পরিচিত সূত্র। ওমরের প্রচারণাও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খরচ মেটাতে তহবিল সংগ্রহের আবেদন জানিয়েছে, যা প্রায়শই তার জনসভায় থাকে। ঘটনার পরও তিনি নির্ধারিত কর্মসূচি অব্যাহত রাখেন এবং পরদিন মিনিয়াপোলিসের একটি শপিং সেন্টারে সংবাদ সম্মেলন করেন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ওমর বলেন, তিনি ভয় পাননি এবং নিজেকে সহনশীল হিসেবে দেখেন। তিনি সংঘাতের মধ্যে বেড়ে ওঠার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন, গৃহযুদ্ধের কারণে মাত্র ৮ বছর বয়সে তিনি পরিবারের সঙ্গে সোমালিয়া থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসিত হওয়ার আগে ওমর কয়েক বছর কেনিয়ার একটি শরণার্থী শিবিরে কাটিয়েছেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বারবার বক্তৃতা ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ওমরের সমালোচনা করেছেন। প্রায়শই তিনি ওমরের পটভূমি ও রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে তীব্র, ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করেছেন। সম্প্রতি এক মন্ত্রিসভার বৈঠকে তিনি ওমরের বিষয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করেন। ডিসেম্বরে পেনসিলভেনিয়ার এক সমাবেশে তিনি ওমরের আচরণের অভিযোগ তোলেন এবং প্রশ্ন তোলেন, কেন যুক্তরাষ্ট্র নির্দিষ্ট কিছু দেশ থেকে অভিবাসী গ্রহণ করছে।

এই সপ্তাহের শুরুতে ট্রাম্প তার ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, বিচার বিভাগ ওমরের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে এবং দাবি করেন, দেশে আসার পর থেকে ওমর বিপুল ব্যক্তিগত সম্পদের মালিক হয়েছেন।

ডিসেম্বরের তুলনায় জানুয়ারিতে

৫ পৃষ্ঠার পর

অপরাধ, যা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হিসেবেই গণ্য করা হয়ে থাকে।

জানুয়ারিতে ২৯টি গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে জানিয়ে এমএসএফ বলছে, এসব ঘটনায় আহত ২১ জন মারা গেছেন; গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন ২৬ জন। গণপিটুনির শিকার ১৭ জনকে আহতাবস্থায় পুলিশে সোপর্দ করা হয়। নিহতদের মধ্যে একজন ছিনতাইয়ের অভিযোগে, ১০ জন চুরির অভিযোগে, দুজন খুনের অভিযোগে, একজনকে ডাকাতি, একজনকে পরকীয়া, চারজনকে বাকবিতণ্ডা, একজনকে মাদক ব্যবসা এবং একজনকে চাঁদাবাজির অভিযোগে হত্যা করা হয়।

অন্যদিকে, আটজনকে ডাকাতির অভিযোগে, তিনজনকে চুরির অভিযোগে, দুজনকে পরকীয়া, একজনকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে, তিনজনকে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী হওয়ার অভিযোগে এবং কটূক্তি, প্রতারণা, প্রেম এ ধরনের অপরাধজনিত কারণে ৯ জনকে গণপিটুনি দিয়ে গুরুতর আহত করা হয়।

নির্বাচনি সহিংসতা: জানুয়ারিতে ৪ জনের মৃত্যু, আহত ৫০৯ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষের খবরের মধ্যে জানুয়ারি মাসে মোট ৬৪টি নির্বাচনি সহিংসতার তথ্য দিয়েছে বেসরকারি সংস্থা মানবাধিকার সংস্কৃতি ফাউন্ডেশন (এমএসএফ)।

এসব সহিংসতায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছে ৫০৯ জন। আর ডিসেম্বর মাসে সারাদেশে সাতটি সহিংসতায় একজনের প্রাণহানির পাশাপাশি ২৭ জন আহত হয়েছিলেন।

জানুয়ারি মাসের শেষ দিনে শনিবার সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এমএসএফ-এর মাসিক মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নির্বাচনি সহিংসতা ছিল এ মাসের অন্যতম সবচেয়ে ভয়াবহ মানবাধিকার সংকট। এর বাইরে চলতি মাসে ২৪টি রাজনৈতিক সহিংসতায় ২১৫ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে দুষ্কৃতিকারীর হামলায় মারা গেছেন ছয়জন।

আগের মাসে ১৬টি রাজনৈতিক সহিংসতায় ১২৪ জন আহত হয়েছিলেন। ওই মাসে দুস্কৃতিকারীর হামলায় নিহতের সংখ্যা ছিল ৪ জনে।

তুলনামূলক বিশ্লেষণে এমএসএফ বলছে, এটি প্রমাণ করে যে জানুয়ারি মাসে নির্বাচনি প্রক্রিয়া কার্যত প্রাণঘাতী সহিংসতার দিকে যাচ্ছে।

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ও এমএসএফ সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, নির্বাচনি সহিংসতার ৬৪টি ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৩টি ঘটনা বিএনপি-জামায়াতের সংঘর্ষের।

এছাড়া বিএনপির অন্তর্দ্বন্দ্বে ১৩টি, বিএনপি-স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের ৯টি সংঘর্ষ, গণঅধিকার পরিষদ-স্বতন্ত্রের একটি এবং বিএনপি-এনসিপির মধ্যে একটি ঘটনা ঘটেছে। আর ২৪টি রাজনৈতিক সহিংসতায় বিএনপির অন্তর্দ্বন্দে ১৬টি, বিএনপি-আওয়ামী লীগের সংঘর্ষের দুটি এবং বিএনপি-জামায়াতের পাঁচটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে।

এপস্টিন নথিতে তথ্য: রুশ

৬ পৃষ্ঠার পর

স্বামীকে একটি অস্টিওপ্যাথি কোর্সের জন্য ১০ হাজার পাউন্ড দেওয়ার দাবিও পাওয়া গেছে নথিতে।

মৃত্যুর সাত বছর পরও জেফ্রি এপস্টিনের ছায়া এখনো তার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের তাড়া করে ফিরছে। এক সময়ের বিশ্বের শীর্ষ ধনী বিল গেটসও সেই তালিকার বাইরে নন। ২০১৩ সালের ১৮ জুলাই এপস্টিন নিজের জন্য লেখা এক মেমোতে গেটসের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগের কথা লিখেছিলেন।

সেখানে লেখা ছিলড় আপনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন আপনার যৌনরোগ সংক্রান্ত ইমেইলগুলো মুছে ফেলতে। এছাড়া আপনার লিঙ্গ নিয়ে করা বর্ণনা এবং মেলিন্ডাকে গোপনে দেওয়ার জন্য আমার কাছে আপনার অ্যান্টিবায়োটিক চাওয়ার বিষয়টিও মুছে ফেলার জন্য আপনি আমাকে অনুরোধ করেছিলেন।

এদিকে বিল গেটসের একজন মুখপাত্র এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, এসব দাবি একেবারেই অযৌক্তিক এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি আরও বলেন, এই নথিগুলো কেবল এটাই প্রমাণ করে যে, বিল গেটসের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে না পারার কারণে এপস্টিন কতটা হতাশ ছিলেন এবং তাকে ফাঁসাতে ও মানহানি করতে তিনি কতদূর পর্যন্ত যেতে পারতেন।

অভিযোগকে আজগুবি বললেন বিল গেটস

মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের একজন মুখপাত্র সর্বশেষ প্রকাশিত এপস্টিন নথিতে থাকা অভিযোগের জবাব দিয়েছেন।

মি. গেটস যৌনবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন-এমন তথ্যও সেখানে করা হয়েছে।

তার মুখপাত্র এসব অভিযোগকে একেবারেই হাস্যকর এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে মন্তব্য করেছেন।

২০১৩ সালের ১৮ জুলাইয়ের দুটি ইমেইল এপস্টিনের লেখা বলে মনে হয়, তবে সেগুলো আদৌ বিল গেটসকে পাঠানো হয়েছিল কি-না, তা পরিষ্কার নয়। ইমেইল দুটিই এপস্টিনের নিজস্ব ইমেইল ঠিকানা থেকে পাঠানো এবং আবার সেই একই ঠিকানায় ফেরত এসেছে। মি. গেটসের সঙ্গে যুক্ত কোনো ইমেইল ঠিকানা সেখানে দেখা যায়নি। এছাড়া ইমেইলই স্বাক্ষরবিহীন।

ইমেইলগুলোর একটিতে বিল ও মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন থেকে পদত্যাগপত্রের মতো করে লেখা হয়েছে। সেখানে দাবি করা হয়েছে যে রুশ মেয়েদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কের পরিণতি সামলাতে গেটসের জন্য ওষুধ সংগ্রহ করতে হয়েছিল।

ট্রাম্পের নাম এসেছে বহুবার

যৌন অপরাধী এপস্টিন এর সাথে সম্পর্কিত লাখ লাখ নতুন ফাইল প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ। এর মাধ্যমে সরকারের দিক থেকে এ বিষয়ে সবচেয়ে বড় সংখ্যায় নথি প্রকাশ করা হলো।

এপস্টিন সম্পর্কিত প্রায় ত্রিশ লাখ পাতা, ১ লাখ ৮০ হাজার ছবি এবং ২ হাজার ভিডিও শুক্রবার প্রকাশ করা হয়েছে।

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

বারী হোম কেয়ার

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট Direct Deposit এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা Medicaid এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

চীনের দিকে ঝুঁকছে

১২ পৃষ্ঠার পর

সতর্ক করে বলেছেন, ব্রিটেন ও কানাডার জন্য তাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হিসেবে চীনের দিকে তাকানো “বিপজ্জনকচ।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের মিত্ররা একান্ত প্রয়োজনেই চীনমুখী হয়েছে। আর ট্রাম্পের অস্থির বিশ্বব্যবস্থার দিকে এগোনোর ঘটনাও এখানে প্রভাব ফেলেছে। এখানেই সুযোগ পাচ্ছে বেইজিং।

ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের গবেষক এবং চীনের রাজনীতি বিশ্লেষক সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা জোনাথন সিন বলেন, “চীন (যুক্তরাষ্ট্রের) মিত্রদের ওপর চাপ লাঘব না করে বরং তা আরও জোরালো করেছে, যাতে তারা বেইজিংয়ের অবস্থানের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য হয়। এখন দেখা যাচ্ছে, বেইজিংয়ের এই ধৈর্যশীল নীতি সুফল দিচ্ছে।চ

এই প্রবণতার স্পষ্ট উদাহরণ মিলেছে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সাম্প্রতিক চীন সফরে। ২০১৮ সালের পর এটিই কোনো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রথম চীন সফর, যেখানে বছরের পর বছর ধরে চলা শীতল সম্পর্ক থেকে সরে আসার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

স্টারমার স্পষ্ট করে জানান, তাঁর প্রধান অগ্রাধিকারভিত্তিক ব্যবসায়িক চুক্তি করা। এ জন্য তিনি হংকংয়ের গণতন্ত্রপন্থী কর্মী ও ব্রিটিশ নাগরিক জিমি লাইয়ের কারাবাসের মতো বিতর্কিত বিষয়গুলো এড়িয়ে গেছেন। স্টারমারের সমালোচকদের মতে, তাঁর সরকার সাম্প্রতিক সময়ে লন্ডনে একটি বিশাল নতুন চীনা দূতাবাস অনুমোদন দিয়ে বেইজিংয়ের কাছে নতি স্বীকার করেছেড়যদিও আশঙ্কা রয়েছে, এই দূতাবাস যুক্তরাজ্যের মাটিতে চীনের গুপ্তচর কার্যক্রম বাড়ানোর সহায়ক হবে।

একইভাবে, প্রায় এক দশকের মধ্যে প্রথম কানাডীয় নেতা হিসেবে এই মাসেই বেইজিং সফর করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। তিনি এমন এক দেশের সঙ্গে “বাস্তববাদীচ পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেন, যে দেশটি নিকট অতীতে কানাডীয় নাগরিকদের কারাবন্দি করেছে, কানাডার নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করেছে এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে প্রকাশ্যে অপমান করেছে।

তবু কার্নি অতীতের তিক্ততা না ঘেঁটে চীনের সঙ্গে একটি “নতুন কৌশলগত অংশীদারত্বচ ঘোষণার পাশাপাশি চীনের কিছু বৈদ্যুতিক গাড়ি আমদানির ওপর শুল্ক কমাতে সম্মত হন। একই সঙ্গে তিনি স্পষ্ট করেন, অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকার স্বার্থে কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহাবস্থানের নীতি থেকে সরে আসতেও প্রস্তুত।

জোনাথন সিন বলেন, “গত বছর এই সময়ে যা কল্পনাও করা যেত না, বেইজিং পরিস্থিতিকে তার চেয়েও অনেক দক্ষতার সঙ্গে নিজেদের পক্ষে নিয়ে এসেছে।চ

কিছু চীনা বিশ্লেষকের মতে, যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে না নতি স্বীকার করায়ড়চীনের প্রতি একধরনের ভূরাজনৈতিক সমীহও তৈরি হয়েছে।

বেইজিংয়ের রেনমিন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক ওয়াং ইওয়েই বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরতার ঝুঁকি কমানো এখন আমেরিকার মিত্রদের প্রয়োজন। সেই বিবেচনায় স্বাভাবিকভাবেই তারা চীনকে বেছে নিচ্ছে।চ

তিনি বলেন, “চীনের শক্তি সম্মান আদায় করেছে। চীনের অবস্থানও সম্মান আদায় করেছে।চ

এই সুযোগ কাজে লাগাতে দেরি করেনি বেইজিং। ট্রাম্পের আগ্রাসী পদক্ষেপড়শুল্ক আরোপ থেকে শুরু করে ভেনেজুয়েলা, মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশে বিমান হামলাড়চীনকে, কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই, নিয়মভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা ও বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থার রক্ষক এবং গ্লোবাল সাউথের নেতা হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছে।

চীন দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করে আসছে। গ্রিনল্যান্ড দখলের হুমকি দিয়ে ট্রাম্প যে ন্যাটোর ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছেন, তা এই প্রচেষ্টাকে আরও সহজ করেছে। ন্যাটো জোটকে বেইজিং দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে দেখে।

ডিসেম্বরে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ চীন সফরে গেলে (এ সময় সিচুয়ান প্রদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীদের ভিড়ে পড়েন তিনি), তারপর থেকেই পশ্চিমা নেতারা একের পর এক শি জিনপিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য বেইজিংমুখী হচ্ছেন।

বর্তমান অস্থির বিশ্ব পরিস্থিতিতে চীনকে অপরিহার্য অংশীদার হিসেবে উপস্থাপন করছেন শি। কানাডা ও যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি আয়ারল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিনল্যান্ডের নেতারাও চীন সফর করেছেন। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রিডরিখ মের্ৎসের আসার কথাও রয়েছে।

থিঙ্ক ট্যাঙ্ক ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের জন এল. থর্নটন চীন সেন্টারের পরিচালক রায়ান হাস বলেন, “ট্রাম্প যখন যুক্তরাষ্ট্র ও তার ঐতিহ্যগত অংশীদারদের মধ্যে বিভাজন বাড়াচ্ছেন, তখন চীন বসে বসেই কূটনৈতিক লাভ কুড়িয়ে নিচ্ছে।চ

তিনি আরও বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের মধ্যে দূরত্ব বাড়ায় বেইজিংয়ের জন্য কূটনীতিতে ভুল করার সুযোগও বেড়েছে। এসব দেশকে কাছে টানতে চীনকে ছাড় দিতে হচ্ছে না; কেবল নিজেদের মূল লক্ষ্যগুলোতে দৃঢ় ও পূর্বানুমেয় নীতিতে থাকলেই হচ্ছে।চ

এর ফলে ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার প্রতি চীনের সমর্থন বা গত বছরে চীনের রেকর্ড ১.২ ট্রিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক বাণিজ্য উদ্বৃত্তের মতো বিষয়গুলো নিয়ে ইউরোপ ও পশ্চিমা মিত্রদের পক্ষে চাপ সৃষ্টি করা আরও কঠিন হয়ে উঠতে পারে। এতে করে বেইজিংয়ের দাবি করা স্বশাসিত দ্বীপ তাইওয়ান আন্তর্জাতিকভাবে আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকবে, এবং তাইওয়ানের ওপর চীন নিজস্ব চাপও বাড়াবে। ইতোমধ্যে, কানাডার দুই সংসদ সদস্য সরকারের অনুরোধে তাদের তাইওয়ান সফর সংক্ষিপ্ত করেছেনড়প্রধানমন্ত্রী কার্নির চীন সফরের ঠিক আগে। মার্কেটর ইনস্টিটিউট ফর চায়না স্টাডিজের সিনিয়র অ্যাসোসিয়েট ফেলো ও র‍্যান্ড চায়না রিসার্চ সেন্টারের গবেষক ইয়ানমেই শি বলেন, “বিশেষ করে তাইওয়ান ইস্যুতে দেশগুলো যেন সীমা অতিক্রম না করে, তা নিশ্চিত করতে বেইজিং তার হাতে থাকা সব উপায়ই ব্যবহার করবে।চ

তিনি বলেন, কানাডা ও চীনের ভূমিকা যেন উল্টে গেছে। একসময় কানাডার প্রধানমন্ত্রীদের বেইজিং সফর মানেই ছিল পারমাণবিক শক্তি বা উন্নত শিল্পপ্রযুক্তির প্রস্তাব। এবার কার্নি চীনের বৈদ্যুতিক গাড়িকে কানাডার বাজারে প্রবেশাধিকার দেওয়ার বিনিময়ে কানাডীয় ক্যানোলা তেল আমদানির ওপর বেইজিংয়ের শুল্ক কমানোর সুবিধা আদায় করেছেন।

ইয়ানমেই শি বলেন, “এই ঘটনা চীনের প্রযুক্তি ও শিল্পোন্নয়নের উত্থান এবং পশ্চিমা বিশ্বের প্রযুক্তি ও শিল্প সক্ষমতার অবক্ষয়ের এক করুণ প্রতিচ্ছবি।চ

পশ্চিমা নেতাদের এই সারিবদ্ধ সফর চীনের জন্য এক বড় প্রচারণাগত সাফল্য এনে দিয়েছে। এর আড়ালে চাপা পড়েছে দেশের ভেতরের বাস্তবতাড়মন্দাগ্রস্ত অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক শুদ্ধি অভিযানে দুর্বল হয়ে পড়া সামরিক নেতৃত্ব। চীনের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের এক শিরোনামে বলা হয়, “অস্থির বিশ্বে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চীনের কূটনীতি পরিচালনা করছেন শি।চ গত মাসে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের প্রসঙ্গ আরেকটি শিরোনামে লেখা হয়, “দাভোসে চীনের প্রতি প্রশংসা ছিল আন্তরিক।চ

অনলাইনে
পরিচয় পড়তে
স্ক্যান করুন

37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372

DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

TAX FILING
NOTARY PUBLIC
IMMIGRATION
TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490 OPEN 7 DAYS A WEEK

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।
আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছে।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116

বাংলাদেশে হালাল পণ্য বাজার

১০ পৃষ্ঠার পর

ইউনিলিভার বাংলাদেশে সানসিল্ক হিজাব রিফ্রেশ বাজারে নিয়ে আসে। কিন্তু সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠানটির মোট শ্যাম্পুর বাজারে উল্লেখযোগ্য হিস্যা তৈরি করতে পারেনি হিজাব ব্যবহারকারী নারীদের জন্য আনা সানসিল্ক হিজাব রিফ্রেশ।

অন্য আরো পণ্যের ক্ষেত্রেও এমন উদাহরণ রয়েছে। যেমন অ্যারোমেটিক হালাল সাবান নামে একটি সাবান বাজারজাত হয়েছিল বাংলাদেশে। হালাল শব্দের ব্যবহার ও উপস্থাপন থাকা সত্ত্বেও পণ্যটি দীর্ঘমেয়াদে বাজারে টিকে থাকতে পারেনি। বিপণন বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, শুধু হালাল লেখা থ াকলেই ভোক্তা দীর্ঘদিন একটি ব্র্যান্ডের প্রতি অনুগত থাকেন না। বরং গুণমান, দাম ও অভ্যাসই হালাল বা যেকোনো পণ্যের ভোক্তা ধরে রাখার প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তথ্য অনুযায়ী, হালাল পণ্যের সনদ নিয়েছে দেশের এমন উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে কাজি অ্যান্ড কাজি টি এস্টেট, নেসলে বাংলাদেশ পিএলসি, ব্র্যাক চিকেন, এসিআই, প্যারাগন, স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেড, কিশওয়ান এগ্রো প্রডাক্টস লিমিটেড, ইফাদ মাল্টি প্রডাক্টস, ইউনিলিভার বাংলাদেশ, প্রাণ ডেইরি, আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ, ইস্পাহানি, বম্বে সুইটস, আব্দুল মোনেমসহ আরো বেশকিছু প্রতিষ্ঠান।

দেশের বড় করপোরেটগুলোর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাংলাদেশে হালাল পণ্যের বিষয়ে সচেতনতার প্রভাব পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ভোক্তা আচরণে এখন পর্যন্ত খুব একটা দৃশ্যমান না। সাধারণভাবে কিছু নির্দিষ্ট খাদ্য পণ্য ব্যতীত এ চিত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে শিল্প ও সেবা সব ধরনের পণ্যেই। এ কারণে শুধু খাদ্যপণ্যনির্ভর কোম্পানি ছাড়া তাদের মোট টার্নওভারে হালাল সনদ নেয়া পণ্যের হিস্যা এখনো অনেক কম।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের হালনাগাদ তালিকায়ও দেখা যাচ্ছে, কোম্পানিগুলোর হালাল সনদ নেয়া পণ্যের বেশির ভাগই খাদ্যপণ্য। বিপুল বৈচিত্র্যের পণ্যের মধ্যে বিভিন্ন স্বাদের নর স্যুপের জন্য হালাল সনদ নিয়েছে ইউনিলিভার বাংলাদেশ। চা জাতীয় পণ্যের জন্য হালাল সনদ নিয়েছে কাজি অ্যান্ড কাজি টি এস্টেট। নুডলস ও সিরিয়াল পণ্যের জন্য নিয়েছে নেসলে বাংলাদেশ। ফ্রেশ চিকেন ও হিমায়িত খাদ্যের জন্য নিয়েছে ব্র্যাক চিকেন। ময়দার জন্য হালাল সনদ নিয়েছে এসিআই পিওর ফ্লাওয়ার। চিকেন নাগেটসসহ এ ধরনের বিভিন্ন খাদ্যপণ্যসহ বিস্কিট জাতীয় পণ্যের জন্য সনদ নিয়েছে প্যারাগন। চানাচুর, হালিম মিক্স থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্যাটাগরির পণ্যের জন্য হালাল সনদ নিয়েছে স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ। কিশওয়ান এগ্রো প্রডাক্টসের হালাল সনদের আওতায় থাকা পণ্যের মধ্যে রয়েছে অ্যারোমেটিক চিনিগুঁড়া রাইস, অ্যারোমেটিক কালিজিরাসহ আরো অনেক পণ্য। ইফাদ মাল্টি প্রডাক্টস লিমিটেডের হালাল সনদপ্রাপ্ত পণ্যের পণ্যে আছে বিস্কিট, কেক, নুডলস, চিপসসহ আরো অনেক পণ্য। প্রাণ ডেইরির হালাল সনদপ্রাপ্ত পণ্যের মধ্যে রয়েছে পরাটা, সমুচা, শিঙাড়াসহ আরো বেশকিছু পণ্য।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের বিপণন পরিচালক কামরুজ্জামান কামাল বণিক বার্তাকে বলেন, 'এটা আমাদের ব্যর্থতা যে আমরা হালাল পণ্যের ধারণাকে ক্যাপিটালাইজ করতে পারিনি। একটা ভালো মার্কেট আছে কিন্তু প্রচারের মাধ্যমে বাজার গড়ে তোলার পাশাপাশি এ বাজারের সুবিধা আদায় করা যায়নি। আমাদের দেশে স্থানীয় পর্যায়ে হালাল পণ্য জনপ্রিয় না হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে মুসলিম দেশ বলে ভোক্তারা মনে করেন সবই বোধহয় হালাল। এ রকম মনোভাব কাজ করে বিধায় এটার আর আলাদা প্রয়োজনীয়তা ভোক্তা পর্যায়ে অনুভব করেন না। আমরা যখন বিদেশে যাই, বিশেষ করে নন-মুসলিম কান্ট্রিতে, ইউরোপ-আমেরিকায়ড়ওইখানে হারাম-হালালের পার্থক্য করার প্রয়োজন হয়। দেরিতে হলেও বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন হালাল সনদ দিতে শুরু করেছে। এখন বিএসটিআইও দিচ্ছে, এগুলো ইতিবাচক দিক। আমার ধারণা যে অন্য ছোট উৎপাদনকারীরাও এ ফ্যাসিলিটিসটা আগামী দিনে গ্রহণ করতে পারবে এবং এক্সপোর্ট মার্কেটে একটা কম্পিটিটিভনেস ক্রিয়েট করতে পারবে।'

২০২৫ সালের এপ্রিলে ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন ইন সোশ্যাল সায়েন্স (আইজেআরআইএসএস) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৯০ শতাংশের বেশি মানুষ মুসলিম। এ বিপুল জনগোষ্ঠী ব্যাংকিং, খাদ্য ও পানীয়, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, ওষুধ শিল্প, পর্যটন, ফ্যাশনসহ বিভিন্ন খাতে হালাল পণ্যের ধারণার প্রতি ক্রমবর্ধমান ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করছেন। খাতসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে, এ কথা ঠিক যে হালাল পণ্যের প্রতি ইতিবাচক প্রবণতা বাড়ছে কিন্তু ভোক্তা আচরণে এর সক্রিয় প্রতিফলন এখন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীর দেশ হিসেবে স্থানীয় পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে সব পণ্যই হালাল এমন ধারণা পোষণ করেন ভোক্তারা। আবার বৈশ্বিক পর্যায়ে হালাল পণ্যের বড় বাজার থাকলেও সরকারি নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর দুর্বলতায় হালাল পণ্যের রফতানি বাজারে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করতে পারছে না বাংলাদেশ। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ) আ. ছালাম খান বণিক বার্তাকে বলেন, 'হালাল পণ্যের বাজার শক্তিশালী হচ্ছে না কারণ বাংলাদেশে চর্চার ঘাটতি আছে।

বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের

৪৬ পৃষ্ঠার পর

অধিকার নিয়ে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গোল টেবিল বৈঠক করেছেন। বৃহস্পতিবার (২৯ শে জানুয়ারী) দুপুরে ব্রঙ্কসে তার অফিস মিলনায়তনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তিনি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অভিবাসীদের সুরক্ষায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেন, অভিবাসীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি এবং এটি রাষ্ট্রের সাংবিধানিক অধিকার। আইসড়এর কর্মকান্ডের প্রেক্ষাপটে বৈঠকে তিনি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, যথাযথ আইনি নোটিশ ও আইনগত প্রক্রিয়া ছাড়া কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না এটি সকলের মৌলিক ও সাংবিধানিক অধিকার। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটির কেউ যদি কোনো ধরনের হয়রানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন, অবৈধ আটক বা অন্যায় আচরণের শিকার হন, তাহলে যেন তারা নির্ভয়ে তার অফিসে যোগাযোগ করেন। এ ধরনের যেকোনো ঘটনার বিরুদ্ধে তিনি কমিউনিটির পাশে থেকে অবস্থান নেবেন বলে আশ্বাস দেন। বৈঠকে তিনি আইস বিলুপ্তিরও দাবী জানান। খবর ইউএনএ'র।

কংগ্রেসওম্যান আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিওড়কর্টেজ তার নির্বাচনী এলাকাবাসী বিশেষ করে বাংলাদেশী কমিউনিটির নানা সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্যই এই গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। অত্যন্ত আন্তরিকতায় পূর্ন বৈঠকটি পরিচালনা করেন ওকাসিও কর্টেজের কমিউনিটি লিঁয়াজো বাংলাদেশীড়আমেরিকান নীপা রইস।

বৈঠকের শুরুতে কমিউনিটি নেতাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ জয়নাল আবদীন, আব্দুল ওয়াহিদ চৌধুরী জাকি, মোহাম্মদ এন মজুমদার, ফাহাদ সোলায়মান, শামসুল হক, খলিলুর রহমান, ফরিদা ইয়াসমিন মামুন ইসলাম, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, আহাদ হোসেন, দিয়া ভাসু সেন প্রমুখ।

বৈঠকে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা, অভিবাসীদের আইনী অধিকার, হয়রানি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। এসময় আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিওড়কর্টেজ মনোযোগ সহকারে তাঁদের বক্তব্য শোনেন এবং এসব সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস দেন। কর্টেজ দৃঢভাবে ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশী কমিউনিটির বিরুদ্ধে যেকোনো অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি অবস্থান নেবেন এবং কমিউনিটির নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষায় সক্রিয়ভাবে কাজ করবেন।

কংগ্রেস সদস্য ওকাসিও কমিউনিটি নেতাদের আশ্বাস দিয়ে আরো বলেন যে, ব্যবসা, নিরাপত্তা এবং অধিকার রক্ষায় তিনি সব সময় স্বোচ্চার থ াকবেন। বাংলাদেশীরা শান্তিপূর্ণ ও নিরাপত্তার সাথে নিউইয়র্কে বসবাস করুক এটাই তার প্রত্যাশা বলেও মন্তব্য করেন ওকাসি কমিউনিটি নেতাদের উদ্দেশ্যে বলেন, অভিবাসীরা শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবে বাঁচার অধিকার রাখে। এজন্য আমি সবসময় সকল অভিবাসীদের পাশে থাকবো। তিনি মনোপলি হোমকেয়ার ব্যবসা বন্ধের জন্য গভর্নও ক্যাথি হোকুলের সাথেও কথা বলবেন বলে জানান। এছাড়াও তার অফিসের জন্য দক্ষিণ এশীয় এডভাইজনী কমিটি গঠন করবেন বলে জানান। খবর ইউএনএ'র।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

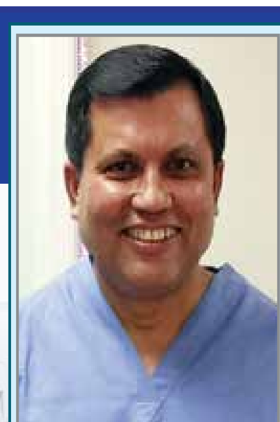

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side)

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

বিশ্বের বৃহত্তম আকাশচুম্বী ভবন

১২ পৃষ্ঠার পর

এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থ ব্যয় করতে গিয়ে সৌদি আরবের পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (পিআইএফ) তাদের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাগুলো থেকে সরে আসছে।

সৌদি আরব এখন তাদের ব্যয় পরিকল্পনায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনছে। নিওম (ঘউঙগ) সিটির ‘দ্য লাইন’-এর মতো কল্পবিজ্ঞান সদৃশ ভবিষ্যৎমুখী প্রকল্পগুলোর চেয়ে এখন বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যেসব প্রকল্প থেকে দ্রুত মুনাফা আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, এখন সৌদি সরকারের মূল নজর ২০৩০ সালের ওয়ার্ল্ড এক্সপো এবং ২০৩৪ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের অবকাঠামো উন্নয়নের দিকে। এ ছাড়া ৬০ বিলিয়ন ডলারের ‘দিরিয়াহ’ সাংস্কৃতিক এলাকা এবং পর্যটন মেগাপ্রকল্প ‘কিদ্দিয়া’র কাজকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমে যাওয়ায় সৌদি আরবের রাজকোষের ওপর চাপ বাড়ছে। ভিশন ২০৩০-এর বিশাল কর্মযজ্ঞ চালানোর জন্য তেলের দাম যতটা থাকা প্রয়োজন, বর্তমান বাজার দর তার চেয়ে অনেক নিচে। ফলে বিশাল সব প্রজেক্টে লাগামহীন অর্থ ঢালার বদলে নতুন করে হিসাব কষতে হচ্ছে সৌদি সরকারকে।

তবে রিয়াদের সেই আলোচিত ‘দ্য মুকাআব’-এর ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত। প্রকল্পটির পাইলিং ও মাটি খোঁড়ার কাজ শেষ হওয়ার পর পরবর্তী সব কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। তবে এই বিশাল ভবনের চারপাশের আবাসন প্রকল্পের কাজগুলো পরিকল্পনা অনুযায়ী চলবে বলে জানানো হয়েছে।

মুকাআব ভবনটি হওয়ার কথা ছিল ৪০০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪০০ মিটার প্রস্থের একটি ভবন। এর ভেতরে একটি বিশাল গম্বুজ থাকার কথা ছিল, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির ডিসপ্লে দিয়ে আবৃত থাকবে। এটি হতো পৃথিবীর বৃহত্তম এআই ডিসপ্লে। দর্শনার্থীরা ৩০০ মিটার উঁচু একটি সিঁড়ি সদৃশ স্থাপত্য বা ‘জিক্কুরাত’ থেকে এই অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ পেতেন।

বলা হচ্ছিল, ‘এই মুকাআব’ ভবনটি আয়তনে এত বিশাল যে এর ভেতরে যুক্তরাষ্ট্রের ২০টি এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং অনায়াসেই এঁটে যাবে।

আবাসনবিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ‘নাইট ফ্রাঙ্ক’-এর হিসাব অনুযায়ী, পুরো নিউ মুরাব্বা প্রকল্পের পেছনে সৌদি আরবের খরচ হতে পারে প্রায় ৫ হাজার কোটি ডলার। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ পার্শ্ববর্তী দেশ জর্ডানের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) সমান। তবে বিশাল এই প্রকল্পের বিপরীতে এখন পর্যন্ত মাত্র ১০ কোটি ডলার সমমূল্যের কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পটির কাজ আগে ২০৩০ সালের মধ্যে শেষ করার কথা থাকলেও এখন তা ১০ বছর পিছিয়ে ২০৪০ সাল নাগাদ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ‘তবে দ্য মুকাআব’ ভবনটির নকশা যখন প্রথম জনসমক্ষে আনা হয়, তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এটি নিয়ে বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ভবনটির কিউব আকৃতির সঙ্গে পবিত্র মক্কার কাবা শরিফের সাদৃশ্য থাকায় অনেকে এর কড়া সমালোচনা করেছিলেন।

অ্যাসেম্বলী ডিষ্ট্রিক্ট ৩৬ এর বিশেষ নির্বাচন ৩ ফেব্রুয়ারী, মেরী জোবায়দার পক্ষে ঐক্যবদ্ধ কমিউনিটি

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্টড়৩৬ এর বিশেষ নির্বাচন আগামী ৩ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার। এস্টোরিয়া ও লং আইল্যান্ড সিটি নিয়ে এই ডিস্ট্রিক্টের নির্বাচনী এলাকা গঠিত। মেয়র জোহরান মামদানী দায়িত্ব নেয়ার পর অ্যাসেম্বলী সদস্য হিসেবে তার এই পদটি খালি হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে এই শুন্য পদে বিশেষ নির্বাচন হচ্ছে। নানা কারণে নির্বাচনটি পুরো কমিউনিটিতে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনে লড়ছে ৩জন প্রার্থী যথাক্রমে বাংলাদেশী আমেরিকান মেরী জোবাইদা, ইকুয়েডোরিয়ান ডায়ান মরেনো ও মিশরীয় রানা আবদেলহামিদ। বিশেষ করে এই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশীড়আমেরিকান প্রার্থী হিসেবে মেরী জুবাইদার জয়ের সম্ভাবনায় বাংলাদেশী কমিউনিটি ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। মেরী জোবাইদাকে সমর্থন জানাচ্ছেন অন্যান্য কমিউনিটিও।

নির্বাচনে আগাম ভোট শুরু হয় গত ২৪ জানুয়ারী শনিবার, চলবে ১ ফেব্রুয়ারী রোববার পর্যন্ত। তবে প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে আগাম ভোট প্রদানের হার খুবই কম পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে মাঝে ২৫ ও ২৬ জানুয়ারী আগাম ভোট গ্রহণ বন্ধ ছিলো। এই আসনে ভোটার প্রায় ৮০ হাজার। সবমিলিয়ে জমে উঠেছে অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্টড়৩৬ এর বিশেষ নির্বাচন।

মূলত: নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনের প্রাইমারীতে জোহরান মামদানীর বিজয়র পর থেকেই আসনটির নির্বাচন কমিউনিটির আলোচনায় উঠে আসে। সেই সাথে প্রার্থী হিসেবে উঠে আসে বাংলাদেশী আমেরিকান মেরী জোবাইদার নাম। গত জুলাই মাসে সম্ভাব্য শূন্য আসনে নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে মাঠে নামেন তিনি। শুরু হয় আগাম গণসংযোগ ও ফান্ড রেইজিং। বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ বিভিন্ন কমিউনিটির সমর্থনে তার প্রার্থীতা নিয়ে শুরু হয় চাঞ্চল্য। একক প্রার্থী হিসেবে নভেম্বর পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারনা চালান তিনি। কিন্তু গত ৪ নভেম্বরের ঐতিহাসিক নির্বাচনে জোহরান মামদানীর বিজয়ের পর পরবর্তী পর্যায়ে একই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতার ঘোষণা দেন ইকুয়েডোরিয়ান ডায়ান মরেনো, মিশরীয় রানা আবদেলহামিদ ও ভারতীয় বংশোদ্ভুত শিবানী ধীর। নিজেকে সাউথ এশিয়ান মুসলিম হিসেবে দাবী করার কারণে এই আসনে সাউথ এশিয়ান এবং মুসলিম হিসেবে মেরী জোবাইদাকে সমর্থন করবেন মেয়র মামদানী এই প্রত্যাশা ছিল সবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই আশাকে গুড়ে বালি দিয়ে মামদানী সমর্থন ঘোষণা করেন ইকুয়েডোরিয়ান প্রার্থীর প্রতি। এর প্রেক্ষিতে এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে বাংলাদেশী কমিউনিটি ঐক্যবদ্ধভাবে সমর্থন করছে মেরী জোবাইদাকে। অপরদিকে নির্বাচন থেকে সরে যান শিবানী ধীর।

এদিকে ডেমোক্রেটিক পার্টির আনুষ্ঠানিক সমর্থন না পেলেও মেরী জোবাইদা থার্ড পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রচারণা চালান। তাকে এনড্রোর্স করেছে অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবারড়অ্যাসাল, বাংলাদেশী আমেরিকান এডভোকেসী গ্রুপ (বাগ), নিউ আমেরিকান ডেমোক্র্যাটিক ক্লাব সহ বিভিন্ন সংগঠন। তিনি ৩ হাজার ভোটারের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে রীতিমত চমক সৃষ্টি করে ভোটার তালিকায় নিজের প্রার্থীতা নিশ্চিত করেন। মাঠের রাজনীতি, ভোটার সংযোগ এবং কমিউনিটি সংগঠনে অন্য প্রার্থীদের তুলনায় তার অবস্থান অত্যন্ত শক্ত বলেই মনে করছেন রাজনীতি বিশ্লেষকরা।

নিউইয়র্কে দক্ষিণ এশীয় ও বাংলাদেশী কমিউনিটির সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষার স্বোচ্চার কণ্ঠস্বর হিসেবে মেরী জোবাইদা ব্যাপকভাবে পরিচিতি। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন, নারী ও শিশু সুরক্ষা এবং কমিউনিটিকে আইনি সহায়তা বিষয়ক কার্যক্রমই তার জনপ্রিয়তার মূল ভিত্তি। তার নির্বাচনী সফল্য আর শক্ত প্রার্থী হিসেবে কমিউনিটির সমর্থন তাকে অনুপ্রাণীত করেছে। এজন্য সংশ্লিস্ট সবার প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ।

অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্টড়৩৬ এর নির্বাচন ঘিরে মেরী জোবাইদার পক্ষে সমর্থন জানিয়ে এগিয়ে এসেছেন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন সংগঠন। তার জন্য ফান্ড রেইজিং হয়েছে কুইন্স, ওজনপার্ক, ব্রুকলীন, ব্রঙ্কসে। ব্যক্তিগতভাবেও অনেকেই ফান্ড রেইজ করে মেরী জোবাইদার হাত শক্তিশালী করার পাশাপাশি নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন। সার্বিক সমর্থন জানিয়েছে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা, বাংলাদেশীড়আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন (বাকা), এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, নিউইয়র্ক প্রভৃতি সংগঠন।

অপরদিকে কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টি সমর্থন জানিয়েছে ডায়ানা মরেনোকে। তবে মাঠ পর্যায়ের ভোটার সংযোগ, কমিউনিটি উপস্থিতি এবং সরাসরি প্রচারনায় তিনি অনেকটাই পিছিয়ে বলে জানা গেছে। এস্টোরিয়া লং আইল্যান্ড সিটির বাসিন্দাদের কাছে ডায়ানা তেমন পরিচিত নন। এছাড়াও মাত্র কয়েকদিন আগে প্রভাবশালী পলিটিকো পত্রিকায় ডায়ানা মরেনো ও রানা আবদেলহামিদের বিরুদ্ধে তাদের স্টাফদের সাথে প্রতারনামুলক আচরণের খবর প্রকাশিত হয়েছে। যা নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে দুজনের প্রচারনাতেই।

রাজনীতি বিশ্লেষকরা মনে করছেন, অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্টড়৩৬ এর এই নির্বাচন কেবল একটি আসনের জন্য নয়, বরং কমিউনিটি ভিত্তিক নেতৃত্ব এবং অভিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দৃশ্যমানতার প্রার্থীদের জন্য এক বড় পরীক্ষা।খবর ইউএনএ’র।

চিকিৎসা সহায়তা চাওয়ার পর

৪৬ পৃষ্ঠার পর

আমাদের ছেলেকে গুলি করার পর, এনওয়াইপিডি আমাদের ফোন এবং পাসওয়ার্ড তাদের হাতে তুলে দিতে বলে এবং তা না করলে পরিণতি খারাপ হবে বলে হুমকি দেয়। আমাদের ছেলে মেঝেতে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকা সত্ত্বেও, এনওয়াইপিডি অভিবাসন সংস্থার (আইসিই)-এর মতো আচরণ করে, আমাদের কাছে জানতে চায় আমরা কোন দেশের, শেষ কবে দেশে গিয়েছিলাম এবং আমাদের মেয়ে এখানে জন্মগ্রহণ করেছে কিনা।

আমাদের ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি, বরং আমাদের জোর করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে এনওয়াইপিডি কর্মকর্তারা আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং আটক রাখে। আমাদের ছেলে বেঁচে আছে কিনা তা আমরা না জানা সত্ত্বেও এনওয়াইপিডি আমাদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে।

অবশেষে যখন এনওয়াইপিডি আমাদের থানা থেকে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়, আমরা দ্রুত হাসপাতালে ছুটে যাই এবং জানতে পারি যে আমাদের ছেলে গুরুতর অবস্থায় আছে। তবুও, এনওয়াইপিডি আমাদের তাকে দেখতে দেয়নি। পরের দিন সকালে, কর্মকর্তাদের “হাসপাতালের নীতি”-র অজুহাতে হয়রানির পর, আমাদের ছেলেকে দেখার জন্য ২৪ ঘণ্টার একটি পাস পেতে আবার ১০৭ নম্বর থানায় যেতে বাধ্য করা হয়। ডেসিস রাইজিং আপ অ্যান্ড মুভিং (উজটগ) এবং পাবলিক অ্যাডভোকেটের অফিসের সহায়তায় আমরা আমাদের ফোন ফেরত পাই এবং কোনো ঝামেলা ছাড়াই আমাদের ছেলেকে দেখার অনুমতি পাই।

এই সবকিছুর পর, আমরা মেয়র মামদানির একটি বিবৃতি দেখতে পাই, যেখানে তিনি আমাদের ছেলেকে গুলি করা, আমাদের হুমকি দেওয়া ও মিথ্যা বলা এবং ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আমাদের ছেলেকে দেখতে না দেওয়া এনওয়াইপিডি কর্মকর্তাদের প্রশংসা করেছেন। আমাদের চোখের সামনে যে কর্মকর্তারা বেপরোয়াভাবে আমাদের ছেলেকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল, মেয়র কেন তাদের প্রশংসা করছেন?

আমরা দাবি করছি যে কুইন্সের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি যেন আমাদের ছেলের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না আনেন। আমরা জানতে চাই, আমরা অ্যাম্বুলেন্স চাওয়ার পর এনওয়াইপিডি কেন এসেছিল? আমাদের ছেলে যখন ভেন্টিলেটরে আছে, তখন তার হাসপাতালের ঘরের বাইরে এনওয়াইপিডি কেন পাহারা দিচ্ছে? এনওয়াইপিডি কেন ছলনা করে এবং কোনো কারণ ছাড়াই আমাদের ফোনগুলো কেড়ে নিয়েছে? আমাদের কেন অমানবিক আচরণ করা হয়েছে, অসম্মান করা হয়েছে এবং অপরাধীর মতো ব্যবহার করা হয়েছে, অথচ এনওয়াইপিডি-ই এসেছিল এবং আমাদের ছেলেকে গুলি করেছিল, যেন তারা তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই এসেছিল?

প্রসঙ্গত, এর আগে গত ২৫ জানুয়ারী এন্‌ওয়াইপিডির পক্ষ থেকে জানানো হয়, এনওয়াইপিডি কর্মকর্তারা সোমবার সকালে কুইন্সে ২২ বছর বয়সী এক যুবককে গুলি করে আহত করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই যুবক একটি বড় ছুরি নিয়ে তাদের দিকে তেড়ে এসেছিল এবং পরিস্থিতি শান্ত করার জন্য বারবার চেষ্টা করার পরেও এই ঘটনা ঘটে।

ঘটনাটি ২৫ জানুয়ারী সকাল প্রায় ১০:৩০ মিনিটে ব্রায়ারউডের পার্সনস বুলেভার্ড এলাকায় ঘটে।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই ব্যক্তি দেয়ালের দিকে কাঁচ ছুড়ে মারছে এমন একটি কলে সাড়া দিতে গেলে, সে ছুরিটি বের করে এবং কর্মকর্তাদের দিকে এগিয়ে আসে। তার এক আত্মীয় তাকে থামানোর ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

কর্মকর্তারা তাকে ছুরিটি ফেলে দেওয়ার জন্য বারবার সতর্ক করেন এবং দুটি ঘরের মধ্যে একটি দরজা বন্ধ করে লোকটিকে আলাদা করার চেষ্টা করেন।

এনওয়াইপিডি-র প্যাট্রোল বরো কুইন্স সাউথের কমান্ডিং অফিসার সহকারী প্রধান ক্রিস্টোফার ম্যাকিনটোশ বলেছেন, “সশস্ত্র লোকটি বন্ধ দরজা ঠেলে পার হতে সক্ষম হয় এবং হাতে রান্নাঘরের ছুরি নিয়ে কর্মকর্তাদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এই পর্যায়ে, কর্মকর্তারা সশস্ত্র লোকটির দিকে গুলি চালান।”

লোকটির শরীরে একাধিক গুলি লাগে। তাকে আশঙ্কাজনক নয় এমন আঘাত নিয়ে জ্যামাইকা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং কর্মকর্তাদেরও সামান্য আঘাতের জন্য পরীক্ষা করা হচ্ছে।

ম্যাকিনটোশ বলেন, “এই পুরো ঘটনাটি বডি ক্যামেরার ফুটেজে ধারণ করা আছে।” “কর্মকর্তারা ইএমএস-কে ডেকে পাঠান এবং লোকটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন, যার মধ্যে টর্নিকেট প্রয়োগও অন্তর্ভুক্ত ছিল।”

ম্যাকিনটোশ চলমান তদন্তের কারণ দেখিয়ে কতটি গুলি চালানো হয়েছিল বা লোকটির মানসিক স্বাস্থ্যের ইতিহাস সম্পর্কে অতিরিক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন।

ঘটনাটি এনওয়াইপিডি-র ফোর্স ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন তদন্ত করছে।

মেয়র জোহরান মামদানি যা বলেন:

মেয়র জোহরান মামদানি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই গুলি চালানোর ঘটনাটি সম্পর্কে পোস্ট করেছেন এবং বলেছেন যে তারা আরও তথ্য জানার সাথে সাথে নিউ ইয়র্কবাসীদের অবহিত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি তাঁর পোষ্টে লিখেন: আজ সকালে কুইন্সে ঘটে যাওয়া একটি পুলিশ কর্মকর্তার জড়িত গুলি চালানোর ঘটনা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করা হয়েছে। এনওয়াইপিডি একটি ৯১১ কলে সাড়া দিচ্ছিল, যেখানে তারা একজন ব্যক্তিকে ছুরি হাতে দেখতে পায়। এনওয়াইপিডি পরিস্থিতি মূল্যায়ন করছে এবং আমরা আরও তথ্য জানার সাথে সাথে নিউ ইয়র্কবাসীদের অবহিত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের সম্প্রদায়কে নিরাপদ রাখার জন্য প্রতিদিন নিজেদের জীবন বিপন্ন করা প্রথম সাড়াদানকারীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

দ্য ডিপ্লোম্যাটের নিবন্ধ : ট্রাম্পের

৫ পৃষ্ঠার পর

শুল্ক’ আরোপ করেন। তবে লুর ভাষ্য অনুযায়ী, তার ক্লায়েন্টরাড়যারা শেইন ও টেমুর মতো শপিং প্ল্যাটফর্মে পণ্য সরবরাহ করেনড়এর আগেই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সরবরাহ শৃঙ্খল সরিয়ে নিতে শুরু করেছিলেন।

২০২৬ সালের জানুয়ারিতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লু বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক চীনা রপ্তানি বন্ধ করে না, এগুলোকে শুধু অন্য পথে ঘুরিয়ে দেয়।

গত সপ্তাহে প্রকাশিত নতুন তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম তিন প্রান্তিকে চীনের ৮ বিলিয়ন ডলারের বেশি রপ্তানি ভিয়েতনাম হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে। হার্ভার্ড, ডিউক ও তাইওয়ানের গবেষণা প্রতিষ্ঠান একাডেমিয়া সিনিকার একদল গবেষকের বিশ্লেষণে এ তথ্য উঠে এসেছে।

দুই বছর ধরে ঘুরপথে রপ্তানি কমার পর এই পরিসংখ্যান আবার উল্টো চিত্র দেখাচ্ছে। এতে বোঝা যায়, কীভাবে চীনা রপ্তানিকারকেরা শুল্ক পার্থক্য থাকা বাণিজ্য অংশীদার দেশ ব্যবহার করে পণ্য পাঠাচ্ছেন। এই কৌশল ট্রাম্প প্রশাসনের শুল্কনীতির কিছু দুর্বলতাও প্রকাশ করছে, যা দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের ভাবিয়ে তুলেছে।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক এবেহি ইয়োহা বলেন, দেশভিত্তিক শুল্কহারে যখনই পার্থক্য থাকে, তখনই ঘুরপথে পণ্য পাঠানোর প্রবণতা তৈরি হয়।

২০২৫ সালের একটি ওয়ার্কিং পেপারের হালনাগাদ সংস্করণের আগে জানুয়ারিতে দেওয়া এক স্মারকে ইয়োহা এই তথ্য শেয়ার করেন। সহলেখক ছিলেন ডিউকের এডমন্ড মালেস্কি, জয়া ওয়েন এবং তাইওয়ানের সুং-জু উ।

গবেষকেরা ‘রিরাউটিং’ বা ‘ট্রান্সশিপমেন্ট’ বলতে বোঝাচ্ছেনড় চীনে উৎপাদিত পণ্য ভিয়েতনাম হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো, যেখানে উল্লেখযোগ্য রূপান্তর বা মূল্য সংযোজন হয়নি।

গত বছর কিছু সময় চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক ১০০ শতাংশ ছাড়িয়ে গিয়েছিল। পরে তা কমে অধিকাংশ পণ্যের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৩০ শতাংশে দাঁড়ায়। ভিয়েতনামের পণ্যের ওপর শুল্ক ২০ শতাংশ।

ইয়োহা বলেন, ‘আমাদের তথ্য বলছে, শুল্ক পার্থক্য থাকার সময় গত বছর উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ট্রান্সশিপমেন্ট হয়েছে। বিশেষ করে ভিয়েতনামে থাকা কিছু চীনা মালিকানাধীন কারখানা এই সুযোগ কাজে লাগিয়েছে।’

রিরাউটিং শনাক্ত করতে গবেষকেরা একই প্রান্তিকে চীন থেকে ভিয়েতনামের একটি প্রদেশে আমদানি হওয়া পণ্য এবং সেই প্রদেশ থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া পণ্য ট্র্যাক করেছেন। তবে এই হিসাব দিয়ে ট্রান্সশিপমেন্ট আইনসম্মত ছিল কি না, তা নির্ধারণ করা যায় না বলে জানান ইয়োহা।

সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা ও সাবেক মার্কিন বাণিজ্য কর্মকর্তা উইলিয়াম রেইনশ বলেন, ট্রান্সশিপমেন্ট একটি ‘স্থিতিস্থাপক ধারণা’। তার ভাষায়, এটি বিভিন্ন মার্কিন চুক্তিতে উল্লেখ থাকলেও স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত নয়। কিছু ক্ষেত্রে ট্রান্সশিপমেন্টড় যেমন পণ্যের উৎস দেশ ভুলভাবে উল্লেখ করাড়স্পষ্ট প্রতারণা। তবে কিছু ক্ষেত্রে বিষয়টি সংজ্ঞার ওপর নির্ভর করে।

উদাহরণ দিয়ে রেইনশ বলেন, চীনে উৎপাদিত স্টিল স্ল্যাব দক্ষিণ কোরিয়ায় পাঠিয়ে সেখানে শিট বা তারে রূপান্তর করা হলে, আন্তর্জাতিক কাস্টমস নিয়মে সেটি দক্ষিণ কোরিয়ার পণ্য হিসেবে গণ্য হয়। কিন্তু কেউ কেউ বলবেন, যেহেতু কাঁচামাল চীনের, তাই সেটি আসলে চীনা পণ্যই।

মার্কিন কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন ট্রান্সশিপমেন্টকে সংজ্ঞায়িত করেছেড় পণ্যকে এক পরিবহন মাধ্যম থেকে আরেকটিতে স্থানান্তর করা, যা সাধারণ প্রক্রিয়া; তবে শুল্ক ফাঁকি দিতে প্রতারণামূলকভাবে ব্যবহার হলে তা অবৈধ।

ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডমন্ড মালেস্কি বলেন, ‘উল্লেখযোগ্য মূল্য সংযোজন’ কীড়তা নির্ধারণ করা অত্যন্ত জটিল। তার মতে, কিছু পণ্যেড়যেমন সেমিকন্ডাক্টরড়কাঁচামাল ও রপ্তানি পণ্যের ৮-সংখ্যার কোড একই থাকে।

তিনি বলেন, ইন্টেল সেমিকন্ডাক্টর আমদানি করে ভিয়েতনামে রং করে। রং করাটা মূল্য সংযোজন হলেও পণ্যের কোড বদলায় না।

ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা গত বছর যুক্তরাষ্ট্রে চীনা রপ্তানি কমে যাওয়া এবং ভিয়েতনাম থেকে আমদানি বেড়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা হিসেবে অবৈধ ট্রান্সশিপমেন্টকে সামনে এনেছেন।

চীনের শুল্ক তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে চীনের রপ্তানি ২০ শতাংশ কমেছে। অন্যদিকে ভিয়েতনামের বাণিজ্য তথ্যে দেখা যায়, একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েতনামের রপ্তানি ২৮ শতাংশ বেড়েছে।

ট্রাম্পের উপদেষ্টা পিটার নাভারো এপ্রিল মাসে ফক্স নিউজকে বলেন, ভিয়েতনাম কার্যত কমিউনিস্ট চীনের একটি উপনিবেশ।

জুলাইয়ে ভিয়েতনামের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির আওতায় ট্রাম্প ঘোষণা দেন, ভিয়েতনাম হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ‘ট্রান্সশিপ’ হওয়া পণ্যের ওপর ৪০ শতাংশ শুল্ক বসানো হবেড়যা সাধারণ ভিয়েতনামি পণ্যের শুল্কের দ্বিগুণ।

চীনা রপ্তানি কমা এবং ভিয়েতনামি আমদানি বাড়া মানেই প্রতারণামূলক ট্রান্সশিপমেন্টড়এমনটা প্রমাণ করে না।

তবে হার্ভার্ড ও ডার্টমাউথের অর্থনীতিবিদদের ২০২৫ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে ভিয়েতনামের যেসব পণ্যের রপ্তানি সবচেয়ে বেশি বেড়েছেড়যেমন কমদামের হেডফোনড়সেগুলোর ক্ষেত্রেই চীনের রপ্তানি সবচেয়ে বেশি কমেছে। এতে ঘুরপথে রপ্তানির প্রশ্ন উঠেছে।

শেনঝেনভিত্তিক এক হেডফোন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের এক কর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, পুরো উৎপাদন ভিয়েতনাম বা অন্য দেশে সরানো সহজ নয়।

তিনি বলেন, শুল্কের কারণে আমরা ভিয়েতনামে কারখানা খুলছি ঠিকই, কিন্তু এটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। স্থানীয় শ্রমিকদের সংগঠন ও যোগাযোগ বোঝা সময়সাপেক্ষ। উৎপাদন খরচ কমাতে চীনে উৎপাদন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

তবে এই অসুবিধা সত্ত্বেও বিলিয়ন ডলার মূল্যের পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে ঘুরপথে পৌঁছানো থেমে নেই। আর বৈধ হোক বা অবৈধড়আমদানি তথ্য বলছে, যুক্তরাষ্ট্র এখনো ব্যাপকভাবে চীনা পণ্যের ওপর নির্ভরশীল।

ডার্টমাউথের অর্থনীতিবিদ ডেভিন কোর বলেন, ট্রাম্পের শুল্কনীতির মূল লক্ষ্য চীনের ওপর নির্ভরতা কমানো। তার ভাষায়, মূল উদ্বেগ জাতীয় নিরাপত্তা ও সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিশীলতা।

তিনি আরও বলেন, শুধু ঘুরপথে রপ্তানি নয়, আইনগতভাবে তৃতীয় দেশে উৎপাদন সরালেও সেটিও যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের জন্য উদ্বেগের বিষয়। কোর যোগ করেন, ট্রাম্প প্রশাসন মূলত বলছেড়এই পণ্যের কতটা মূল্য শেষ পর্যন্ত চীনা উৎস থেকে আসছে, তা আমরা জানি। আমাদের মতে, এই হার অনেক বেশি। তাই আমরা এটাকে বন্ধ করে দেব।

বিশ্বের শীর্ষ গ্রিন ফ্যাক্টরির স্বীকৃতি

৫ পৃষ্ঠার পর

যেকোনো গ্রিন ফ্যাক্টরির মধ্যে সর্বোচ্চ স্কোর।”

তিনি আরও বলেন, “এই সাফল্য সারা বিশ্বের কাছে ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ ব্র্যান্ডের মর্যাদা ও সক্ষমতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে এবং বাংলাদেশের পোশাক খাতের জন্য একটি ‘গ্লোবাল বেঞ্চমার্ক’ তৈরি করেছে।”

বিজিএমইএ-এর পরিচালক ফয়সাল সামাদ হ্যামস গার্মেন্টসকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, “১১০ এর মধ্যে ১০৮ স্কোর করা এক বিশাল চ্যালেঞ্জ, যা তারা সফলভাবে করেছে।”

একইসঙ্গে তিনি কারখানার পরিবেশবান্ধব রূপান্তরে গ্রিন টেকনোলজি ফান্ডের প্রাপ্যতা আরও সহজতর করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

বিজিএমইএ-এর পরিচালক ফারুক হাসান তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশ লিড সার্টিফিকেশনে সর্বোচ্চ স্কোর করে নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙছে, যা শিল্পের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে।

তবে তিনি বলেন, গ্রিন ফ্যাক্টরিগুলো কার্যাদেশে অগ্রাধিকার পেলেও, পণ্যের মূল্যে এর সঠিক প্রতিফলন এখনও দেখা যাচ্ছে না।

অনুষ্ঠানে ইউএসজিবিসি এর কনসালটেন্ট এবং ৩৬০ টিএসএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অনন্ত আহমেদ এই অর্জনের কারিগরি দিকগুলো তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, “বাংলাদেশ শুধুমাত্র যে সাসটেইনিবিলিটির পথে এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে, তা নয়, বরং নতুন বৈশ্বিক বেঞ্চমার্ক তৈরি করছে।”

প্রসঙ্গত, বর্তমানে বাংলাদেশে ২৭৩টি লিড সার্টিফাইড গ্রিন ফ্যাক্টরি রয়েছে, যার মধ্যে ১১৫টি প্লাটিনাম এবং ১৩৯টি গোল্ড মানের।

উল্লেখ্য, বিশ্বের শীর্ষ ১০০টি সর্বোচ্চ রেটিংপ্রাপ্ত গ্রিন কারখানার মধ্যে ৬৯টিই এখন বাংলাদেশে অবস্থিত।

যুক্তরাষ্ট্রের হামলার আতঙ্ক, দরজা

৫ পৃষ্ঠার পর

কি নাড়সেটাই কান পেতে শুনছিলাম। আজ রাতে কী হয়, দেখা যাক।’ ৬৮ বছর বয়সী শোহরেহ বলেন, ‘আজ (৩০ জানুয়ারি রাতে) আমার সব বন্ধুই বলছিল, আজ রাতেই আঘাত আসবে।’

শোহরেহ ইরানে বিদেশি হামলার বিরোধী। তিনি বলেন, মানুষের আচরণ দেখে মনে হচ্ছিল, সবাই যেন মানসিক ভারসাম্য হারাচ্ছে। তিনি বলেন, ‘ওরা ভাবছে, যুক্তরাষ্ট্র হামলা করলে সব ঠিক হয়ে যাবে। ইসলামিক রিপাবলিক যে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, তাতে মানুষ ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছে। তারা আর বুঝতে পারছে নাড়কোনটা তাদের পক্ষে, আর কোনটা তাদের বিপক্ষে।’

এক সপ্তাহ ধরে ওয়াশিংটন আবারও ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঢাক পেটাচ্ছে। এর ফলে সংঘাতের আশঙ্কা ইরানিদের কাছে বাস্তব ও তাৎক্ষণিক ভয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বিশাল সামরিক বহর মোতায়েন শুধু সৌদি আরব ও ইসরায়েলের সঙ্গে নতুন করে বহু বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রচুক্তির পথই খুলে দেয়নি; ইরানিদের জন্য এটি নিয়ে এসেছে বিভ্রান্তি, মানসিক চাপ এবং এক ভয়াবহ ভবিষ্যতের আশঙ্কা।

সরকারি কর্মচারী ৩২ বছর বয়সী আরজু মানুষের মধ্যে থাকা এক নীরব উদ্বেগের কথা বলেন। অনেকে যুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ দিকগুলো নিয়ে কথা এড়িয়ে চলছেনড়যেগুলো গত গ্রীষ্মে ইসরায়েলের সঙ্গে হওয়া ভয়ংকর যুদ্ধের কারণে সবারই চেনা। সবাই শান্ত থাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু সবাই অপেক্ষা করছে প্রথম বিস্ফোরণের। তিনি বলেন, ‘আমার বাসার সামনে যে ভবন, সেখানে থাকা আমার এক প্রতিবেশী তার জানালা বন্ধ করে দিয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘সে বলেছে, ‘জানালা বন্ধ করে দাও। বোমা পড়লে তখন শাসক আর বিরোধীর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না।’

বিক্ষোভ দমনের সময় তিন সপ্তাহের ইন্টারনেট বন্ধ থাকার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আবার চালু হয়েছে। এখন সেখানে ক্ষেপণাস্ত্র ও বোমা হামলা থেকে বাঁচার নানা পরামর্শ ছড়িয়ে পড়ছে। পরামর্শের তালিকা দীর্ঘড় ১০ দিনের খাবার ও পানি মজুত রাখা; হাতের কাছে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স রাখা; পরিচয়পত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দ্রুত নেওয়ার জন্য একটি ব্যাগে রাখা; জরুরি বের হওয়ার পথ খোলা রাখা; বিস্ফোরণের শব্দ শুনলে খোলা জায়গায় চলে যাওয়া; দেয়ালের পাশে মাটিতে শুয়ে পড়া। ফার্সি ভাষার প্ল্যাটফর্মগুলোতে এমন আরও অসংখ্য নির্দেশনা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই পরামর্শগুলোর উৎস অনেক সময়ই স্পষ্ট নয়। জুনে ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্রের হামলার সময় যেসব বট সক্রিয় ছিলড়যারা ক্ষমতাচ্যুত শাহের ছেলে রেজা পাহলভিকে প্রচার করছিলড়তারাই কি এর পেছনে আছে, সেটাও জানা যায়নি। তবে যে-ই থাকুক, এসব বার্তার প্রভাব স্পষ্ট। আরজু বলেন, তিনি এসব বার্তা দেখেছেন এবং ‘যদি কিছু হয়’ এই ভেবে ঘরে ১০ বোতল পানি ও কয়েক ক্যান খাবার রেখে দিয়েছেন।

৭৫ বছর বয়সী আমিন নামে এক কিডনি রোগী জানান, তিনি গত সপ্তাহে তিন মাসের ওষুধ কিনে এনেছেন এবং সেগুলো বাড়িতে রেখে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘এই পরামর্শগুলোর কিছু হয়তো মিডিয়ার কারসাজি। তবু সাবধানতার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে রেখেছি। আগামীকাল কী হবে, কেউ জানে না।’ আমিন ইরান-ইরাক আট বছরের যুদ্ধ এবং গত বছরের ১২ দিনের যুদ্ধড়দুটোই দেখেছেন। নিজের দেশকে আবারও যুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি গভীরভাবে মর্মাহত।

এই ভয় আর প্রস্তুতি শুধু ইরানের ভেতরেই সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ৪০ লাখ ইরানি প্রবাসীর মধ্যেও একই আশঙ্কা কাজ করছে। অনেকে ভয় পাচ্ছেন, আবারও দেশজুড়ে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হতে পারেড়যেমনটা ১২ দিনের যুদ্ধ ও গত মাসের দমনপীড়নের সময় হয়েছিলড়ফলে তাঁরা স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ হারাবেন। তাঁরা নিজেদের পরিবারের জীবন নিয়েও উদ্বিগ্ন।

ইরানজুড়ে শহরগুলো এখনো তুলনামূলক শান্তড়অন্তত আপাতত। পেট্রলপাম্পে লম্বা লাইন নেই। দোকানপাট খোলা। মানুষ স্বাভাবিকভাবে কাজে যাচ্ছে। ভোরবেলা স্কুলপড়ুয়া শিশুরা স্কুলবাসের অপেক্ষায় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তবু আতঙ্কের অনুভূতি সর্বত্র।

২৭ বছর বয়সী ছাত্র সোরুশ বলেন, ইসরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র থেকে বাঁচতে যুদ্ধের সময় তিনি পরিবারসহ উত্তর ইরানের এক শহরে চলে গিয়েছিলেন। তার মতে, সেই সময়কার প্রকাশ্য আতঙ্ক এখন আর নেই, কিন্তু নতুন যুদ্ধের ভয় প্রতিদিনের কথাবার্তায় ঘুরেফিরে আসছে। তিনি বলেন, ‘১২ দিনের যুদ্ধের মতো সামষ্টিক আতঙ্ক এখন নেই। মনে হয় মানুষ মানসিকভাবে প্রস্তুত। ইসরায়েলি হামলার আগে আমরা জানতামই না, যুদ্ধ কেমন হয়। এখন আমাদের সামনে একটা ছবি আছে। আমরা জানি, আমাদের কী মুখোমুখি হতে হবে।’

সোরুশের মনে হয়, ইরানিদের জীবন এখন দেশের শাসকগোষ্ঠী আর পশ্চিমা শক্তিগুলোর কাছে একধরনের খেলা হয়ে গেছে। তিনি পলিমার্কেট নামের এক বেটিং ওয়েবসাইটের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে অনেকে ৩১ জানুয়ারি রাতে যুক্তরাষ্ট্রের হামলা হবে কি না, তা নিয়ে হাজার হাজার ডলার বাজি ধরেছে। তিনি বলেন, ‘আমাদের জীবন আর মৃত্যু এখন বিনোদন। অন্যদের জন্য একধরনের খেলা।’

৪১ বছর বয়সী সাবা তাঁর আট বছরের মেয়ে ও ১২ বছরের ছেলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভয়ের কথা বলেন। একই সঙ্গে তিনি সরকারের দমননীতি, বিদেশে থাকা বিরোধী নেতাদের আত্মস্বার্থ এবং যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধোন্মাদনা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা কতই না দুর্ভাগা এক জাতি। আমাদের শাসকেরা রাস্তায় মানুষ হত্যা করে। রেজা পাহলভি বিদেশে আমাদের বিরোধিতার মুখ হয়ে উঠেছে। আর আমাদের শত্রু ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো এক বোকা।’ তথ্যসূত্র: মিডল ইস্ট আই

নিজের মৃত্যু নিয়ে ট্রাম্পের

৫ পৃষ্ঠার পর

ট্রাম্পের মৃত্যুর প্রসঙ্গ উঠে আসেড়বিশেষ করে ট্রাম্প তখন আদৌ আরেকটি নির্বাচনী লড়াইয়ে নামতে পারবেন কি না, বা আগ্রহী থাকবেন কি না, তা নিয়ে। তবে একই সঙ্গে ট্রাম্প নিজে দাবি করে আসছেন, ক্ষমতায় থাকাই তাঁকে জীবিত ও সক্রিয় রাখে। বয়স বা শারীরিক দুর্বলতার কথা না ভেবে তিনি বারবার তৃতীয় এমনকি কার্যত চতুর্থ মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেনড়যদিও মার্কিন সংবিধান অনুযায়ী দুই মেয়াদের বেশি ক্ষমতায় থাকার সুযোগ নেই।

ট্রাম্পের এই আত্মবিশ্বাসের বিপরীতে, তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ ক্রমেই বাড়ছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ট্রাম্পের হাতে কালচে দাগ, প্রকাশ্যে ঘন ঘন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়া এবং ওয়াল্টার রিড হাসপাতালে এক রহস্যজনক এমআরআই পরীক্ষার বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে হিমশিম খেয়েছে হোয়াইট হাউস। সাবেক হোয়াইট হাউস আইনজীবী টাই কব বলেছেন, ট্রাম্পের মানসিক অবস্থার অবনতি এখন স্পষ্টভাবে অনুভূত হচ্ছে। এ ছাড়া এক চিকিৎসক জানিয়েছেন, ট্রাম্প প্রতিদিন যে মাত্রার অ্যাসপিরিন গ্রহণ করেন, তা সাধারণত স্ট্রোক রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সব মিলিয়ে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মহলে এক অদ্ভুত দ্বৈত বাস্তবতা তৈরি হয়েছেড়একদিকে তিনি মৃত্যু, উত্তরাধিকার ও স্মৃতি নিয়ে কথা বলছেন; অন্যদিকে নিজেকে এমন এক অতিমানবীয় নেতা হিসেবে উপস্থাপন করছেন, যিনি সময় ও বয়সড়দুটোকেই অতিক্রম করতে পারেন।

এই বিষয়ে মন্তব্যের জন্য যোগাযোগ করা হলেও এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি হোয়াইট হাউস।

আমেরিকায় দ্বৈত নাগরিকত্ব

৪৬ পৃষ্ঠার পর

আমেরিকানকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলতে পারে, কারণ তাদের একটি অসম্ভব পছন্দের মুখোমুখি হতে হবে: হয় তাদের নতুন পছন্দের দেশের পক্ষে মার্কিন সম্পর্ক ত্যাগ করা ড় অথবা চিরতরে তাদের আমেরিকান নাগরিকত্ব হারানো। একই সময়ে, অন্যান্য দেশগুলোও তাদের অভিবাসন নিয়ম কঠোর করছে, যা আমেরিকানদের জন্য বিকল্প কমিয়ে দিচ্ছে।

ওহাইও-র সিনেটর বার্নি মোরেনো ডিসেম্বরে ‘এক্সক্লুসিভ সিটিজেনশিপ অ্যাক্ট’ নামে একটি বিল পেশ করেছেন, যা মার্কিন নাগরিকত্ব এবং অন্য কোনো দেশের পাসপোর্টধারী প্রত্যেককে বিলটি পাসের এক বছরের মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে বাধ্য করবে। যারা এই নিয়ম মানবে না, তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের আমেরিকান নাগরিকত্ব হারাবে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর অনুসারে, বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, যদি কোনো দ্বৈত নাগরিককে তার মার্কিন পাসপোর্ট ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়, তবে এই প্রক্রিয়ায় ব্যাপক কাগজপত্র, সাক্ষাৎকার এবং ২,৩৫০ ডলার ফি জড়িত থাকে।

বিলটির সময়কাল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর অভিবাসন সংস্কার এবং অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে আগ্রাসী অভিযানের সাথে মিলে গেছে। মোরেনো বলেছেন যে বিলটির ‘হয় সবটা নয়তো কিছুই না’ নীতিটি ইচ্ছাকৃত। মোরেনো নিজেও ছোটবেলায় কলম্বিয়া থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন করেছিলেন এবং ১৮ বছর বয়সে মার্কিন নাগরিক হওয়ার সময় তার কলম্বিয়ার নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছিলেন।

যদিও কংগ্রেসে এই প্রস্তাবটি পাসের সম্ভাবনা এখনো ক্ষীণ, তবুও এটি অভিবাসী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মগ্রহণকারী নাগরিকদের তাদের বিকল্পগুলো পুনর্মূল্যায়ন করতে প্ররোচিত করছে।

চাঁদপুরে একাত্তর ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র উদ্যোগে তিন হাজার চক্ষু রোগীর বিনামূল্যে চিকিৎসা

পরিচয় ডেস্ক: চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলায় ঐতিহ্যবাহী একাত্তর ফাউন্ডেশন ইউএসএ এবং জাহানারাকফিল উদ্দিন পাটোয়ারী স্মৃতি চিকিৎসা সেবার উদ্যোগে দিনব্যাপী বিনামূল্যে চক্ষু রোগীদের জন্য মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে প্রায় তিন হাজার চক্ষু রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হয়।

ফরিদগঞ্জ উপজেলার ১ নম্বর বালিথুবা (পশ্চিম) ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সকদিরামপুর গ্রামের বড় পাটোয়ারী বাড়িতে এই মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে টানা পাঁচ দিনব্যাপী বিভিন্ন মানবিক কর্মসূচির সমাপনী দিনে এ চক্ষু চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

সমাপনী দিনে চক্ষু রোগীদের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সাবেক সদস্য এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাবেক সিনিয়র সচিব মো. মাকছুদুর রহমান পাটোয়ারী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

একাত্তর ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ কবির উদ্দিন পাটোয়ারী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন একাত্তর ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র সভাপতি পারভীন পাটোয়ারী মনি এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারী জাহানারা মেহেরিন পালকি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ কবির উদ্দিন পাটোয়ারী বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে নিঃস্বার্থভাবে মানবসেবায় কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। প্রকৃত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারলেই আমাদের প্রয়াস সার্থক হয়।

ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে চক্ষু রোগীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার আয়োজন করার ইচ্ছা রয়েছে।

তিনি সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে চিকিৎসা কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পারভীন পাটোয়ারী মনি বলেন, আমরা প্রবাসে বসবাস করলেও আমাদের মন পড়ে থাকে দেশের মানুষের কাছে। প্রতিবছর শেকড়ের টানে দেশে এসে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। দেশের মানুষের কল্যাণে কিছু করতে পারলেই আমাদের প্রবাসজীবনের পরিশ্রম সার্থক হয়।

অপর বিশেষ অতিথি জাহানারা মেহেরিন পালকি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বক্তব্যে বলেন, প্রবাসে থাকলেও দেশের মানুষের খোঁজখবর আমরা নিয়মিত রাখি। অসহায় মানুষের কল্যাণে নিজের আয়ের একটি অংশ ব্যয় করতে পারা আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। ছোটবেলা থেকেই বাবা-মায়ের মানবিক কর্মকাণ্ড দেখে আমরা সবাই অনুপ্রাণিত হয়েছি।

দিনব্যাপী এই মেডিকেল ক্যাম্পে আটজন স্বনামধন্য চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রোগীদের সেবা দেন। প্রয়োজন অনুযায়ী রোগীদের বিনামূল্যে চশমা, ওষুধ সরবরাহের পাশাপাশি ছানি অপারেশন ও

লেন্স স্থাপনের পরামর্শ ও ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিনামূল্যে চক্ষু চিকিৎসা সেবা পেয়ে চাঁদপুরের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা রোগী ও তাদের স্বজনরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকার বিশিষ্ট জাহাজ ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক ফরিদ আহমেদ খান, দৈনিক একাত্তর কণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক জিয়াউর রহমান বেলাল,

সমাজসেবক মোহাম্মদ মজিবুর রহমান পাটোয়ারী,ফখরুজ্জামান পাটোয়ারী,মফু পাটোয়ারী, বিএনপি নেতা স্বপন পাটোয়ারী, মানিক পাটোয়ারী,শরীফ পাটোয়ারী,বিশিষ্ট ব্যাংকার সাঈদ পাটোয়ারী,হাসান পাটোয়ারী,বাসু পাটোয়ারী,আহসানুর রহমান সোহেলসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

নিউইয়র্ক থেকে পূর্ণাঙ্গ সার্ভিসে আসছে বার্তা সংস্থা ইউএনএ

ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা
UNA
UNITED NEWS OF AMERICA

পরিচয় ডেস্ক: ইউনাইটেড নিউজ অব আমেরিকা (ইউএনএ) নিউইয়র্ক ভিত্তিক বাংলাদেশীড়আমেরিকান কমিউনিটি বার্তা সংস্থা। ২০০৬ সালে ১ জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত ইউএনএ দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিটির খবরাখবর বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচারের মাধ্যমে কমিউনিটির বিশ্বস্থ বার্তা সংস্থা হিসেবে ইতিমধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইউএনএ প্রেরীত খবরাখবর নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকা ও দেশের বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকশ করার জন্য সংশ্লিস্ট সকল গণমাধ্যমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

দিনে দিনে প্রতিযোগিতামূলক সংবাদ সরবরাহের প্রেক্ষিতে ইউএনএ নতুন করে পূর্ণাঙ্গ সার্ভিস প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারী থেকে এই সার্ভিস চালু হচ্ছে এবং সংশ্লিস্টদের ইউএনএ সার্ভিস নেয়ার জন্য অনুনোধ জানানো হচ্ছে। এখন থেকে ইউএনএ'র মাধ্যমে বাংলাদেশী কমিউনিটির খবররাখবর ছাড়াও উত্তর আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, ছবি এবং প্রয়োজনে ভিডিও তৈরী এবং এসব খবরাখবর নিউইয়র্ক সহ উত্তর আমেরিকা ও বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমে সরবরাহ করা হবে। ইউএনএ'র নতুন উদ্যোগে সংশ্লিস্ট সবার সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন সম্পাদক এবিএম সালাহ উদ্দিন আহমেদ। যোগাযোগ: ফোন ৩৪৭ড়৮৪৮ড়৩৮৩৪।

বৃহত্তর লাকসাম ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক-এর নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি কমিটি গঠিত, নুরে আলম সভাপতি ও হুমায়ুন কবির সাধারণ সম্পাদক

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কে বসবাসকারী লাকসাম জেলার বাসিন্দাদের সংগঠন বৃহত্তর লাকসাম ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক-এর নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্প্রতি জ্যাকশন হাইটসের একটি রেস্টুরেন্ট এ আয়োজিত নির্বাচনে সর্বসম্মতিক্রমে সংগঠনের ২০২৬ু২০২৭ মেয়াদের কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়।
নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সভাপতি হিসেবে নুরে আলম এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে

হুমায়ন কবির কে নির্বাচিত করা হয়েছে । প্রধান নির্বাচন কমিশনার আবুল কালাম ভুঁইয়া কমিশনার আব্দুল জলিল তিতুমীর এবং মশিউর রহমান মজুমদার উপস্থিততে কমিটি ঘোষনা করেন। অন্যান্য পদে নির্বাচিত ঘোষণা হয়েছেন যারা তাদের রয়েছেন : সিনিয়র সহ-সভাপতি: কোহিনুর আক্তার জলি, সহ-সভাপতি : ওমর ফারুক রিপন, সহ-সভাপতি : মন্‌জুর রহমান, সহসভাপতি: মিজানুর মজুমদার, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক: রফিকুল ইসলাম পারভেজ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক:ইয়াছিনআরাফাত, সাংগঠনিক সম্পাদক : রফিকুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ : ইয়াছিন আরাফাত, প্রচার সম্পাদক: তানভীর হোসেন রাশেদ, দপ্তর সম্পাদক: মো: সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, ক্রীড়া সম্পাদক : মোহাম্মদ আব্দুল নোমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক : কাউছার লিমন, কার্যনির্বাহী সদস্য: আব্দুল জলিল তিতুমির, মশিউর রহমান মজুমদার,
রবিউল ইসলাম, সফিকুল ইসলাম,আব্দুল ওয়াদুদ মজুমদার।

সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেন, নবগঠিত কমিটির নেতৃত্বে সংগঠনের সকল কার্যক্রম হবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য। বক্তারা আরো বলেন, সংগঠনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে এবং সংগঠনকে গতিশীল ও সুসংগঠিত করবে ।

উক্ত সভায় সংগঠনের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম, দিকনির্দেশনা এবং সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত উপস্থাপন করা হবে। নবনির্বাচিত সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক সকলের সহযোগিতা কামনা করে এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সকলের কাছে । প্রধান নির্বাচন কমিশনার সংগঠনের সকল সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয় এবং সংগঠনের ঐক্য, স্থিতিশীলতা ও অগ্রগতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন । এবং সবশেষ নবনির্বাচিত সদস্য শফিকুল ইসলামের কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কার্যএম শেষ করা হয়।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয়
PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
Issue 1666, Saturday, January 31, 2026
শেষের পাতা

নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল উবার, লিফটকে তাদের অ্যাপ থেকে চালকদের বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে সীমা আরোপ করেছে

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৯ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার নিউ ইয়র্ক সিটি কাউন্সিল এসংক্রান্ত একটি আইন পাশ করার পর উবার এবং লিফটের চালকরা আনন্দ প্রকাশ করেছেন, যা সিলিকন ভ্যালির এই কোম্পানিগুলোর দ্বারা অ্যাপ থেকে চালকদের বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে সীমা আরোপ করবে।

সাবেক মেয়র এরিক অ্যাডামস তার কার্যকালের শেষ দিনে কাউন্সিলে পাশ হওয়া আরও এক ডজন বিলের সাথে এই বিলটিতেও ভেটো দিয়েছিলেন। কাউন্সিল তাদের বৈঠকে সেই ভেটোগুলোর বেশিরভাগই বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়, যার মধ্যে অ্যাপ কোম্পানিগুলোকে নিয়ন্ত্রণকারী বিলটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই আইনটি অ্যাপ-ভিত্তিক ভাড়ায় চালিত চালকদের "ডিঅ্যাক্টিভেশন কেস" থেকে রক্ষা করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যখন কোম্পানিগুলো কর্মীদের সামান্য প্রতিকারের সুযোগ না দিয়েই তাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে বাদ বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়ার অগ্নিপরীক্ষা: আরও কঠিন প্রক্রিয়ায় অনিশ্চয়তায় হাজারো অভিবাসী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হলে সাধারণত অন্তত পাঁচ বছর স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি থাকতে হয়। এরপর মার্কিন শাসনব্যবস্থা, ইতিহাস ও ইংরেজি ভাষা বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রক্রিয়া দিন দিন আরও কঠিন হয়ে উঠছে। কঠোর নিয়মকানুন আর বহু অভিবাসীর আবেদন স্থগিত করে দেওয়ার কারণে হাজার হাজার মানুষ এখন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। তেমনই এক ভুক্তভোগী টেনেসি অঙ্গরাজ্যের ২৮ বছর বয়সী কিউবান অভিবাসী মেইলান পাসিওস। গত ৮ বাকি অংশ চই পৃষ্ঠায়

২০২৬ সালের জন্য যুক্তরাষ্ট্র এইচ-২বিতে ৬৫,০০০ মৌসুমী অতিথি কর্মী ভিসা প্রদান করবে

পরিচয় ডেস্ক: একটি ফেডারেল রেজিস্টার বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় ৬৫,০০০ এইচ-২বি মৌসুমী অতিথি কর্মী ভিসা প্রদান করবে। এতে আরও বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকের অভাবে গুরুতর আর্থিক সংকটের ঝুঁকিতে থাকা নিয়োগকর্তাদের জন্য এই ভিসাগুলো বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

চিকিৎসা সহায়তা চাওয়ার পর এনওয়াইপিডি-র গুলিতে আহত ২২ বছর বয়সী বাংলাদেশি যুবকের পরিবার পুলিশের সহিংসতা ও দুর্ব্যবহারে ক্ষুব্ধ

পরিচয় ডেস্ক: গত ২৫ জানুয়ারী সোমবার ২২ বছর বয়সী বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত জাবেজ চক্রবর্তীর ওপর এনওয়াইপিডি-র নৃশংস গুলি চালানো এবং এনওয়াইপিডি-র চলমান দুর্ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ায় চক্রবর্তী পরিবার নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছে:

আমরা আমাদের ছেলে ও ভাই জাবেজ চক্রবর্তী এবং আমাদের পরিবারের প্রতি এনওয়াইপিডি-র আচরণে হতবাক ও ক্ষুব্ধ। আমরা সাহায্যের জন্য ফোন করেছিলাম। আমাদের ছেলে মানসিক কষ্টে ভুগছিল, তাই তার চিকিৎসার জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্সের জন্য আমরা ৯১১-এ ফোন করেছিলাম। আমরা পুলিশকে ডাকিনি। চিকিৎসা কর্মীর পরিবর্তে, এনওয়াইপিডি এসে আমাদের চোখের সামনেই আমাদের ছেলেকে একাধিকবার গুলি করে। আমাদের ছেলেকে যখন গুলি করা হচ্ছিল, তখন আমরা ভয়ে শঙ্কিত ছিলাম যে উইন রোজারিওর [২০২৪ সালে কুইন্সে এনওয়াইপিডি-র হাতে নিহত ১৯ বছর বয়সী এক বাংলাদেশি] মতো ঘটনা জাবেজের সাথেও ঘটবে। বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে বাড়ছে দুশ্চিন্তা, দলে দলে চাকরি ছাড়ছেন গবেষকেরা

পরিচয় ডেস্ক: নানা দিক থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে এখন কঠিন সময় পার করছে পিএইচডি ডিগ্রি। শিক্ষাজীবনের সর্বোচ্চ অর্জন হিসেবে বিবেচিত, গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের প্রতীক এই ডিগ্রি এখন অস্তিত্বসংকটে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গবেষণা ও উচ্চতর প্রশিক্ষণে ট্রাম্প প্রশাসন বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ায় বড় ধরনের ধাক্কা লেগেছে এই খাতে।

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে শীর্ষস্থানীয় পিএইচডি প্রোগামগুলো নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে বিদেশি শিক্ষার্থীরা এখন উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বদলে অন্য দেশের দিকে ঝুঁকছেন। শুধু তাই নয়, দেশটির বিভিন্ন সরকারি সংস্থা থেকে পিএইচডি ডিগ্রিধারী কর্মীরা দলে দলে চাকরি ছাড়ছেন।

এ ছাড়া সুবিধাবঞ্চিত ও সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের বাকি অংশ চই পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশী কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কংগ্রেসওম্যান ওকাসিও'র বৈঠকে অভিবাসীদের সুরক্ষায় পাশে থাকার প্রত্যয়, আইস বিলুপ্তির দাবী

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের প্রভাবশালী ও আলোচিত সদস্য আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিওড়কর্টেজ। তিনি নিউইয়র্ক রাজ্যেও কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টড়১৪ থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য। তিনি বাংলাদেশী কমিউনিটির নিরাপত্তা, ব্যবসায়ী সমাজ এবং অভিবাসীদের বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

আমেরিকায় দ্বৈত নাগরিকত্ব বাতিলের মুখে পড়তে পারে, সিনেটে বিল উত্থাপন

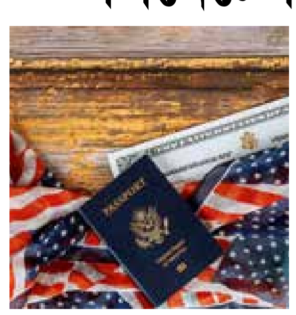

পরিচয় ডেস্ক: আমেরিকায় দ্বৈত নাগরিকত্ব বাতিলের মুখে পড়তে পারে, সিনেটে উত্থাপিত প্রস্তাবিত নতুন আইন অনুযায়ী মার্কিন নাগরিকত্ব এবং অন্য কোনো দেশের পাসপোর্টধারী প্রত্যেককে এক বছরের মধ্যে যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে।

দ্বৈত নাগরিকত্ব বাতিলের জন্য রিপাবলিকানদের একটি নতুন বিল লক্ষ লক্ষ বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়